CONTENS

Wednesday the 20th September, 1995

Thursday the 12th October, 1995

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 20.9.-1995 at 11 A. M.

P R E S E N T

Sri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, The Deputy Chief Ministar, the Deputy Speaker, 13 Ministers and 39 Members were present.

QUESTIONS & ANSWERS.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৯৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত কয়টি ইটভাট্রা ছিল ?

২। ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে কয়টি ইট ভাট্রায় উৎপাদন হয়েছে এবং কত পরিমাণ ইট উৎপাদন হয়েছে, এবং

৩। ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বর্ষে রাজ্যে কোন নতুন ইট ভাট্রা খোলা হয়েছে কিনা ও হয়ে থাকলে কয়টি ?

উত্তর

১। ২১২টি রেজিস্ট্রিকৃত ইট ভাট্রা রাজ্যে সেই সময়ে ছিল।

২। ১৯৯৭-৯৫ ইং সনে ৭৩টি ইট ভাট্টায় মোট ৭ কোটি ১১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৬০টি ইট উৎপাদন হয়েছে।

৩। হ্যাঁ, ১২টি ইট ভাট্টা খোলা হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ৭৩টি ইট ভাট্টায় উৎপাদন হয়েছে। কিন্তু এরমধ্যে সরকারীভাবে কয়টীতে হয়েছে ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) : — স্যার, এখানে যদিও প্রশ্নের মধ্যে এটা নেই, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করতে চেয়েছেন এই প্রশ্নটা এর আগে হাউসে আলোচনা হয়েছে। রাজ্যে টি, এস, আই, সি-র ১৪টি সরকারী ইট ভাট্টা ছিল। এবং ১৯৯২-৯৩ সালনাগাদ আমরা দেখি যে অধিকাংশ ইট ভাট্টা বন্ধ হয়ে যায় এবং তারপরে ১৯৯৩-৯৪ সালে যে ২-৩ টা চালু ছিল সেগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। মূলত মূলধনের যে যোগান সেটা না থাকার ফলে এবং পরিচালনায় ত্রুটি থাকার ফলে এগুলি বন্ধ হয়ে গেছে বলে টি, এস, আই, সি, মনে করে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য ভাট্টাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। যেখানে ইটের সাংঘাতিক সংকট যেখানে দেখা গেছে ১৪টি ইট ভাট্টার মধ্যে ১৯৯৩—৯৪ সালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ৬—৭টার মত চালু ছিল এবং ১৯৯৪—৯৫ সালে এগুলি বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— না স্যার, আমি বলেছি ১৯৯২-৯৩ ইং সালে অধিকাংশ বন্ধ হয় এবং যে ২-৩ টা খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছিল সেগুলিও ১৯৯৩-৯৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে কিছুই বন্ধ হয়নি।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে যেহেতু মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন যে, এটা পরিচালনাগত ত্রুটির কারণে এইগুলি বন্ধ হয়েছে। কাজেই, এগুলি পুনরায় রাজ্যে ইটের দাম সাংঘাতিক ভাবে বাড়ছে এগুলি বে-সরকারী মালিকরা একচেটিয়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন। কাজেই, এগুলিকে শ্রমিক স্বার্থে এই সমস্ত ভাট্টাগুলি পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা নেবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, অমলবাবুরা যখন সরকারে ছিলেন সেই সময়

বি. আর, টি, এফ, এবং পি ডাব্লিউ, ডি, এই দুটি নির্মান সংস্থা প্রচুর পরিমাণে ইট, টি, এস, আই, সি, থেকে কিনত এবং সেই হিসাবেই তারা বরাত পেয়েছিলেন পি, ডাব্লিউ,ডি-র কাছ থেকে, তারা অগ্রিম হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন কিন্তু ইট দিতে পারেননি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, অমলবাবু যখন সরকারে ছিলেন তখন ডি, আর, টি, এফ, এবং পি, ডাব্লিও, ডি, এই দুইটি নির্মান সংস্থা প্রচুর পরিমানে ইট, টি, এস, আই, সি, থেকে কিনত। সেই হিসাবে তারা বরাত পেয়েছিলেন। পি, ডাব্লিও ডি-র কাছ থেকে তারা এডভান্স হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু ইট দিতে পারেননি। তারপরে ডি, আর, টি, এফ, এর কাছ থেকে নিয়েছিলেন ৪০ লক্ষ টাকা এডভ্যান্স হিসাবে। সেখানে মাত্র লাখ তিনেক টাকার ইট সরবরাহ করা হয়েছিল। বাকী টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি এবং ইট সরবরাহ করা হয়নি। এই বিরাট অংকের টাকা ধরনের বুঝা নিয়ে শেষ পর্যন্ত টি, এস, আই, সি, তাদের ইট ভাট্টাগুলি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত কাজ কারবার হয়েছে টি, এস, আই, সি-র মধ্যে এটার এখন শুধু খোলাটা আছে এর আর কিছু নেই। যেখানে একটা সংস্থার মধ্যে মূলধনের অভাব আছে, তার ভাট্টাগুলি বন্ধ হয়ে আছে, উৎপাদন বন্ধ হয়ে আছে, সেই অবস্থায় তারা ভোটের মুখে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে লোক নিয়োগ করেছিলেন। এই নিয়োগগুলি বর্তমানে টি, এস, আই, সি-র বোঝা স্বরূপ। তাদের কোন কাজ নেই। তারা প্রতিদিন অফিসে আসছেন আর হাজিরা খাতাতে সই করে যাচ্ছেন। তাদেরকে কোন কাজ দেওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থার মধ্যে টি, এস, আই, সিকে ফেলে রাখে যাওয়া হয়েছে। আমরা তার উত্তর সূরী মাত্র। আমরা চেষ্টা করছি কি করে আবার টি, এস, আই, সি-কে দাড় করানো যায়, ইট ভাট্টাগুলিকে খোলা যায়। এটা আমরা স্বীকার করি যে গত ৫ বৎসর এই টি, এস, আই, সি-তে কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। কোন নির্মান কাজ হয়নি। এখন আস্তে আস্তে তার কাজ শুরু হয়েছে। আমরা দেখছি যে ব্যক্তিগত মালিকরা - তারা একটা সময়তে এখানে বিবৃতিতে আমি বলেছি ২১২ টা রেজিস্টারীকৃত ইট ভাট্টা থাকলে ও বাস্তবে সেখানে মাত্র ৭৩টা ইট ভাট্টা উৎপাদনে সক্ষম ছিল। তখন অনেকেই ইট ভাট্টা বন্ধ করে দিয়েছিল, কারন, তখন কোন কাজ ছিল না। এখন আবার নুতন করে সেই গুলিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। এখন আবার নুতন করে ১১টা ইট ভাট্টার মালিকারাই

করেছেন সেইগুলি থেকে উৎপাদন শুরু হচ্ছে। এবং একচেটিয়া হওয়ার ফলে দাম বাড়ছে, সেই সুযোগটা তারা নিচ্ছে। সেই অবস্থায় টি, এস, আই, সি, চেষ্টা করছে আবার কিছু কিছু করে কি ভাবে ভাট্টা খোলা যায়।

শ্রীমতি লাল সাহা (কমলাসাগর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে, বর্তমানে টি, এস, আই, সি-র একটি ইটভাট্টাও চালু নেই টি, এস, আই, সি-র যে সমস্ত ইট ভাট্টা ছিল সেই সমস্ত ভাট্টাতে কিছু স্থায়ী কর্মচারীও ছিল, বর্তমানে সেই সমস্ত কর্মচারীরা কি অবস্থায় আছে? আরেকটা হচ্ছে এই টি এস, আই, সি, থেকে যে সমস্ত ইট বাহির হত তা একটা নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করা হত সরকারের কাছে এবং জনসাধারনের কাছেও। ব্যক্তি মালিকানার যে সমস্ত ইট ভাট্টা ছিল তাদের সঙ্গে তুলনা করে সাধারণ লোকেরা ইট ক্রয় করতে পারত। কিন্তু টি, এস, আই, সি-র ভাট্টিগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ লোকেরা আর তা তুলনা করতে পারছে না। এই সমস্ত দিক চিন্তা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অন্তত বৎসরে একটা দুইটা করেও সেই ভাট্টাগুলি খোলার চেষ্টা করবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে আগেও বলেছি যে ব্যক্তিগত ভাবে যারা নির্মান কার্য্য করেন, এই সমস্ত ছোট খাট সাপ্লাইয়ের উপর টি, এস, আই, সি, চলতে পারে না। তার যে অভার হেড ইস্টিমেইটস্ কস্ট আছে তা হচ্ছে এই রকম— বছরে টি, এস, আই, সি, সরকারের কাছ থেকে শেয়ার ক্যাপিটাল পায়। যেমন এই বৎসর আমরা সরকারের কাছ থেকে ৮০ লক্ষ টাকা পেয়েছি। আর কর্মচারীদের বেতন দিতে খরচ হচ্ছে ১ কোটি টাকার মত। কাজেই, পি, ডাব্লিও, ডি-র কাছে এবং ডি, আর, ডি, এফ, এর কাছে যে দেনাগুলি রয়েছে তা পরিশোধ করার প্রশ্ন রয়েছে এবং সেই ধরনের বড় বড় সংস্থাগুলি সরকারী সংস্থাগুলি থেকে ইট কেনার গ্যারান্টি পেতে হবে। এ তো সরকারী টাকা, এইগুলি ফেরত দেওয়া যাচ্ছে না আবার এডজাস্ট করাও যাচ্ছে না, ইট ভাট্টাগুলি বন্ধ হয়ে আছে। কেন সেখানে সরকারী সংস্থাগুলি তাদের কাছে বরাত দেবে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— বিভিন্ন কাজে প্রচুর ইট দরকার হয়। দুর্গম অঞ্চলে ইট নিয়ে যেতে হয়। ছাওমনু ও কাঞ্চনপুরে ইট ভাট্টা বন্ধ হয়ে গেছে। সেইজন্য জিরানীয়া থেকে ছাওমনুতে ইট নিয়ে যেতে হয়। আমরা সেইজন্য একটা করে প্রতি ডিষ্ট্রিক্টে

টি, এস, আই, সি, দ্বারা ইট ভাট্টা খোলা যায় কি না দেখছি। সেই ভাট্টার কর্মচারীরা বসে বসে বেতন নিচ্ছে এবং অনিযমিত শ্রমিকরাও প্রাইভেট ইটভাট্টাতে চলে গেছে।

শ্রীসুদন দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৯০-৯১ সালে দেখা যায় ইট ভাট্টাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এর আগে কিন্তু ইটভাট্টাগুলি উৎপাদন করছিল। এই সময়ে চেয়ারম্যান কে ছিলেন ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— শেষের দিকে মাননীয় সদস্য দীপক নাগ চেয়ারম্যান ছিলেন।

শ্রীজীতেন সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জোট সরকারের আমলে পি, ডব্লিউ, ডি, কে ইট দেবেন বলে অগ্রিম প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন। ইট দেওয়া হয়নি। তাহলে এই টাকাগুলি কোথায় গায়েব হলো ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের আমলে ইট ভাট্টা-গুলিতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৯০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন জায়গায় ইট দেবে বলে যে অগ্রিম নিয়েছিল এই ক্ষমতায় আসার পর এই আড়াই বছরের মধ্যে এটা খতিয়ে দেওয়ার জন্য কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি না ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ৯০ লক্ষ টাকা ইট দেবে বলে নিয়েছিল কিন্তু দেয়নি। আসলে সেই সময় টি, এস, আই, সি-তে ফাইনেন-শিয়েল ডিসিপ্লিন বলতে কিছু ছিল না। টি, এস, আই, সি, লুটেপুটে খাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এবং এই ভাব টি, এস, আই, সি-র কবর তৈরী করা হয়েছিল। স্যার, টি, এস, এস, আই, কে লুট পাটের আঁকড়ায় পরিণত করেছিলেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— বে-নিয়ম বা লুট পাট যাই হয়ে থাক সে সময়, আমার প্রশ্ন সেটা নয়, আমি জানতে চাই, এ ব্যাপারে সরকার কি ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— এর আগেও এ ব্যাপারে বহু আলোচনা হয়েছে। আমরা পরিস্কার ভাবে লিষ্ট সাবমিট করেছি, কংগ্রেস নেতা বা কোন্ কোন্ বিধায়করা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— নেতা বা বিধায়কের প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তদন্ত হবে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— আমি এর উত্তর দিয়েছি ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিসপুর) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে মাননীয় সদস্য স্পেসিফিক জানতে চেয়েছেন যদি ইন-ডিসিপ্লিন হয়ে থাকে, তাহলে তদন্ত কমিশন গঠন করা হবে কিনা ? কেননা, সরকার ক্ষমতায় এসেছেন ১৮ মাস হয়ে গেছে। এখানে দীপক নাগ খেয়েছেন কিংবা অন্য কেহ খেয়েছেন প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তদন্ত কমিশন হবে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) : – বিভাগীয় তদন্ত আমরা করেছি। তবে ইনসিষ্ট করলে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, ইনসিস্টের প্রশ্ন নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কোন ইনসিস্টের ব্যাপার নয়। এটা গভর্ণমেন্টের টাকা। ৯০ লাখ টাকা দেওয়া হল। কিন্তু মাত্র ৩ লাখ টাকার ইট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাকী ৮৭ লক্ষ টাকার ইটও দেওয়া হয়নি কিংবা টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি। সেই টাকাটার কি হল সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— আমি তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :— তদন্ত করে তদন্ত রিপোর্ট হাউসে দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— নিশ্চয়ই দেব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমতিলাল সাহা।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৯৮।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৯৮।

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ (মন্ত্রী) :– মি স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৯৮।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৯৫ ইং সনের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত ? এবং তারমধ্যে বয়সোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা কত ?

QUESTIONS & ANSWERS

২। যারা বয়সোত্তীর্ণ হয়ে গেছেন সরকার তাদের জন্য অন্য কোন পরিকল্পনা হাতে নেবেন কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্যে ১৯৯৫ ইং সনের এপ্রিল পর্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ১, ২৭, ৬৫৩ জন। এবং তারমধ্যে বয়সোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা ২২, ৫৭৬ জন।

২। রাজ্যের বয়সোত্তীর্ণ বেকারদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার ২ বৎসর বয়ো সীমা বাড়িয়েছেন। তাছাড়া সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ঋণ দান করা হয়ে থাকে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বয়সোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা বলেছেন, ২২,৫৭৬ জন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে এও বলেছেন, যাদের বয়স উত্তীর্ণ হযেছে তাদেরকে আরো ২ বছর বয়স বাড়িয়েছেন।

অর্থাৎ চাকুরী পাবার বয়স সীমা হচ্ছে, ৩৭ বছর। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বয়সোত্তীর্ণ বেকারের যে সংখ্যা এখানে যা দিয়েছেন তা ৩৫ বছর না ৩৭ বছর ধরে নিয়েছেন ?

শ্রীরণজিৎ দেবনাথ মন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার এই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৫ থেকে ৩৭ বছর বাড়ানোর। কিন্তু এখানে বলতে পারছেন না, কোন্ হিসাব ধরে বয়সোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা জানিয়েছেন। তাহলে আমরা সাপ্লিমেণ্টারী কি করে করব ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়কে আমি অনুরোধ করছি, যেহেতু, এটা ম্যান পাওয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে এই আনসার ফারনিশ করেছে, এই ডিপার্টমেণ্টকে আগেই অলরেডি কমিউনিকেট করা আছে ৩৭ ইয়ার ক্রস করলেই হি উইল নো লংগার রিমেইন আনএমপ্লয়েড। কাজেই, ৩৭ বৎসরের পর থেকেই ধরতে হবে।

মতিলাল সাহা :— স্যার, তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেন বলেছেন যে আমার কাছে তথ্য নেই। আপনার কথা কারেকট হতে পারে, কিন্তু মিঃ মিনিষ্টার উনি এ কথা বলছেন কেন যে ৩৭ এ্যাকসীড করার পর এই সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে। উনার কাছে তথ্য নেই এ কথা কেন বলেছেন ?

মিঃ স্পীকার —ঃ এটা ধরে নিতে হবে। আপনি বসুন।

শ্রীদীপক নাগ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ১, ২৭, ৬৫৩ জন বেকারের কথা এখানে বলেছেন। তাদের মধ্যে যাদের সরকারী কর্মসংস্থান হবে না তাদেরকে প্রাইমমিনিষ্টার রোজগার যোজনায় বয়স উত্তীর্ণদের ১ লক্ষ টাকা করে ঋণ দেওয়া হচ্ছে, সে ঋণের আওতায় এনে স্বনির্ভর করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) **:—** স্যার, প্রাইমমিনিষ্টার রোজগার যোজনায় বয়স উত্তীর্ণরা আসে না। সেন্ট্রাল গভার্ণমেন্টে যে নিয়ম আছে সেটা ৩৫ বছর পর্যন্ত বয়স্কদেরই দেওয়া হয়।

শ্রীদীপক নাগ ।— সাপ্লিমেন্ট্রারী স্যার, বয়সোত্তীর্ণদের কথা বাদই দিলাম, অন্যান্য যে ২,২৭, ৬৫৩ জনের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে যারা সরকারী চাকুরী পাবে না তাদেরকে প্রাইমমিনিষ্টার রোজগার যোজনায় ১ লক্ষ টাকা করে ঋণ দিয়ে স্বনির্ভর করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এই স্কীমটা চলছে এবং এই ২, ২৭, ৬৫৩ জন বেকারের মধ্যে থেকে এটা প্রসেস হয়ে প্রতি বছর প্রাইমমিনিষ্টার রোজগার যোজনায় ঋণ নিচ্ছে।

শ্রীদীপক নাগ :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনায় বেকারদের জন্য অর্থ বরাদ্দ যে কোয়ান্টিটির জন্য করে থাকে সে কোয়ান্টিটি ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে ফুলফিল করা হচ্ছেনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এটা ঠিক নয়। আমরা প্রথম বছর ২০০ জন পেয়েছি, এই ২০০ জনের মধ্যে থেকেই আমরা স্পনসর করেছি এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের যে টারগেট ছিল সেটা ফুলফিল হয়েছে। এই বছর কেন্দ্রীয় সরকার ১৩০০ টারগেট দিয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হল ব্যাংক যদি টাকা ফাইনান্স না করে তাহলে আমরা কি করব।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা দিয়েছেন—২, ২৭, ৬৫৩ জন। এই যে বিরাট সংখ্যক বেকার

তাদের জন্য আমাদের সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা? দ্বিতীয়তঃ এত বড় সংখ্যক বেকারকে কোন দিনই সরকারী চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য এই বিরাট সংখ্যক বেকারদের যাতে অন্যভাবে স্বনির্ভর করা যায় তার জন্য সরকার আগামী দিনে কি পদক্ষেপ নেবেন জানাবেন কি?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী): – স্যার, আমি আগেই বলেছি আমাদের এখানে টি, আই, ডি, সি, আছে। ওখানে যদি কোন স্কীম থাকে তাহলে সেখানেও বেকাররা এপ্লাই করতে পারে। তাছাড়া আমাদের এস, সি, করপোরেশন, এস, টি, করপোরেশন ও,বি,সি, করপোরেশন আছে সেখান থেকে ঋণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার স্কোপ আছে। তাছাড়া কেউ যদি ল্যাণ্ড বেইস ইণ্ডাষ্ট্রি করতে চান যেমন—রাবার বাগান, ক্ষুদ্র চা বাগান, এই ধরনের স্কীম করতে চান সেখানেও স্বনির্ভর হওয়ার স্কোপ রয়ে গেছে।

শ্রীমতিলাল সাহা:—আপনারা দুই দুইবার জব ফর্মের জন্য এলটমেন্টের আবেদন করেছেন এবং সবাই ভাবছে আমরা চাকুরী পাব। সেই আশায় এখানে ২ লক্ষ ৮৭ হাজার জব ফর্ম ফিলাপ করেছে বেকার যুবকরা। কি বেসিসে এটা করবেন? অনেক প্রকল্প সরকারের থাকে কিন্তু এইগুলিতে কিভাবে এই যুবকদের উৎসাহিত করা যায় এই ব্যাপারটা আমি জানতে চাই কারণ দুইবার করে জব ফর্মের জন্য আবেদন করা হয়েছে। কেন করা হচ্ছে এবং এক একবার যুবকদের এই যব ফর্ম ফিলাপ করতে গিয়ে ২৫ | ৫০ | ১০০ টাকার মত খরচ হচ্ছে। তারজন্য সবাইকে চাকুরী দেওয়া তো সম্ভব নয় এটা আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু এই যে একটা বড় অংশ তাদেরকে গভর্ণমেণ্ট থেকে ইনেসিয়েটিভ নিয়ে স্বনির্ভর কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— জব ফর্ম ইস্যুর এই বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি নেই। কিন্তু যারা যব ফর্ম ফিলাপ করেছে তারা সবাই চাকুরী পাবে না এটা ঠিক। কিন্তু আমরা এটা বলতে চাই তার জন্য তারা কি লেখাপড়া শিখবে না, পাশ করবে না এটা ঠিক নয়। তারজন্য আমাদের সীমিত যে সংস্থানগুলি আছে এবং তার জন্য ডিপার্টমেণ্টে সেই বিষয়গুলি যেগুলি আছে সেগুলির মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য অগ্রসর হতে হবে সে জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে এই ব্যবস্থাগুলি আছে।

শ্রীমতিলাল সাহা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমার প্রশ্নটা এই ধরনের ছিল না —

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করছি, মতিবাবুর প্রশ্নটা ছিল উৎসাহ দেবার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ম্যানপাওয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং অন্য ডিপার্টমেন্টের ভিতরে কি ধরনের সুযোগ সংস্থান হচ্ছে, সেই তথ্য কি তাদের কাছে থাকবে। এই ধরনের কর্মসূচী স্বনির্ভর প্রকল্প যেগুলি আছে সেগুলিতে কাজ করছে কাজেই উনার কাছ থেকে এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হবে।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বয়োঃত্তীর্ণ যে সমস্ত বেকাররা আছে তাদের জন্য রাজ্যসরকার স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে যে বয়সসীমা সেটা সাধাণের ক্ষেত্রে ৪০ এবং এস টি, এস, সির ক্ষেত্রে ৪৫ বৎসর করা হয়েছে কিনা এবং করলে সেটা কার্য্যকরী হয়েছে কিনা? সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যে স্বনির্ভর প্রকল্প আছে প্রাইমমিনিষ্টার রোজগার যোজনা সেই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার এই বিশেষ অবস্থার কথা যেখানে শিল্প নেই, রেল নেই সেই সমস্ত বিবেচনা স্পেশাল কেটাগরি ষ্ট্যাট ঘোষনা করা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে বয়সসীমা বাড়ানোর জন্য ৪৫ বৎসর করার জন্য কোন প্রস্তাব রাখার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (মন্ত্রী) :— স্যার, ত্রিপুরার জন্য যে স্কীমগুলি সেখানে আমাদের বয়সসীমা বেড়েছে কিন্তু প্রাইমমিনিষ্টারের রোজগার যোজনা বা কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনার সেইগুলিতে চাকুরীর বয়সসীমা যতটুকু ৩৫ বছর পর্য্যন্ত এর বেশী নেই। এই বিষয়টা শিল্প দপ্তর যারা ডিল করেন, আমি অনুরোধ করব সেখানে এই বিষয়টা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বেকার সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ আলোচনা। এখানে বিরোধী সদস্যরা তার খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। আমার সাপ্লিমেন্টারী হলো, এই যে বেকার যুবকরা তাদের কর্মসংস্থানের জন্য —আমরা জানি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়েছিলেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে বহু ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে তাদের চাকুরী দেওয়া যায় কিনা তার জন্য। আমরা শুনেছি প্রাইমমিনিষ্টার বলে দিয়েছেন, ত্রিপুরায় আর কোন রকম চাকুরী দেওয়া যাবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : স্যার, এই যন্ত্র কোথা থেকে এসেছে ?

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— কাজেই এই অবস্থায়ও মাননীয় বিরোধী সদস্যরা চাকুরীর জন্য দরবার করছেন। এই বেকারদের সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো অধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য আমার যে প্রস্তাব সেটা হল একটা কমিটি করে দিল্লীতে গিয়ে দরবার করেবন কিনা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রীবিমলেন্দু দেবনাথ (মন্ত্রী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন, এইটা আমার দপ্তরের সংগে সংশ্লিষ্ট নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, রাজ্যসরকার যে দৃষ্টিতে এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য দেখতে চেষ্টা করছেন, এইটা এইখানে উল্লেখ করছি। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের, তাদের সম্পদ সৃষ্টি করা, যাদের সম্পদ একেবারে নেই এবং তাকে সহায়তা দেওয়া ব্যাংকের ফিনান্স ইত্যাদি তার সংগে যুক্ত করা, জমি অ্যালটমেন্ট দিয়ে স্ব-নির্ভর কর্মসূচীর মধ্যে নিজেদের অগ্রসর করা এইটা যেমন একদিক যার মধ্য দিয়ে রাজ্যর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হতে পারে। পাশাপাশি রাজ্যের যে সম্ভাবনা আছে ইণ্ডাষ্ট্রি, রাবার, গ্যাস ভিত্তিক সেই দিক দিয়েও সমস্ত রকম প্রকল্প, কর্মসূচী এইগুলি নিয়ে অগ্রসর হতে চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা গত ২ বৎসর আড়াই বৎসর যাবৎ চেষ্টা করে যাচ্ছি, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা হয়েছে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ধরনের সহযোগীতা দরকার তারা তা করছেন না। মাননীয় সদস্যরা সকলেই জানেন যে গ্যাসের দাম এখনও ১ হাজার টাকা। যার জন্য বাইরের থেকে কোন শিল্পপতি এখানে এসে কাজ করছেন না। বার বার দাবী উঠেছে ৬০০ টাকা করার জন্য। আসামেও ৬০০ টাকা চালু আছে। রাজ্যে যদি এইভাবে গ্যাসের দাম কমিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পরে কিছু শিল্পপতি এখানে সার এর কারখানা করার জন্য যার মধ্য দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক সমস্ত বেকারদের কর্মসূচী হবে। ঠিক সেইরকম রাবার শিল্পে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট, সেই সচেষ্টতার মধ্যেও বাঁধার সৃষ্টি করছে। তা সত্ত্বেও রাজ্যসরকার চুপ করে বসে নেই। এর ভিতরেও যে সম্ভাবনা আছে, সেগুলিকে নিয়ে এইখানে একটা কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করা, এই পরিবেশের মধ্যে আমরা যত বেশী কর্মসংস্থানের মধ্যে যুক্ত করতে পারি

তার জন্য চেষ্টা করছি। রাজ্য সরকারের নীতির মধ্যে আর একটি হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতিকে আর একটু বিকশিত করে গ্রামীণ মানুষের পারচেজ পাওয়ার বাড়ানো। এই পারচেজ পাওয়ার যদি বাড়ে তাহলে পরে ব্যবসা-বানিজ্য, সমাজ-সেবামূলক সামাজিক যে কাজকর্ম তার মধ্য দিয়েও বেকাররা বেঁচে থাকতে পারেন। সুনির্দিষ্টভাবে এই রকম ধরনের যদি কোন প্রশ্ন আসে পরিকল্পনা দপ্তরে নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার তার সমস্ত কিছু কিভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে তা প্রকাশ করা হবে, তা বলা হবে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী (বনমালীপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যেহেতু হাউসের দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি নেতা আছেন, তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেটা হচ্ছে, আমরা সবাই জানি বেকার সমস্যা সারা পৃথিবীতেই ভয়াবহ এবং ভারতবর্ষের মত দেশে স্বাভাবিকভাবেই খুবই বেশী। ত্রিপুরা রাজ্যের যারা রেজিষ্টিকৃত বেকাররা আছেন তাদের ক্ষেত্রে প্রায় ৩ বৎসর হয়ে গেছে পলিসি নির্দ্ধারন করতে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বা যুবক যুবতীদের মুখের দিকে তাকালে তাদের কাছ থেকে যে প্রশ্ন আমাদের কাছে আসে যে একটা নির্বাচিত সরকার ৩ বৎসরের মধ্যে তারা নীতি প্রনয়ণ করে এতদিনে আবার দ্বিতীয়বার জব ফর্ম ফিল-আপ করার জন্য আহ্বান করেছেন। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যে আগামী বিধানসভাকে সামনে রেখে বেকারদের যে প্রতারণা করার কারণটা কি এটা আমি হাউসের নেতার কাছে জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, জব ফর্ম যে নোটিফিকেশান হয়েছে তা যদি মাননীয় সদস্যরা পড়ে দেখেন তাহলে দেখবেন, এটাতো সুনির্দিষ্টভাবে সরকারী কিছু পোষ্ট যে পোষ্টগুলি ভেকেন্সী আছে সেগুলিকে ফিলাপ করে নূতন যেখানে পোষ্ট ক্রিয়েট করার দরকার সেগুলি করে যতটুকু সম্ভব লিমিটেশানের মধ্যে সেগুলির মধ্যে কতটুকু কর্মসংস্থান করা যায় তার জন্য একটা উদ্যোগ সরকারী প্রশাসনের মধ্যে যুক্ত করা আছে। যে নোটিফিকেশান হয়েছে তার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে লেখা হয়েছে কি কি কাজের জন্য, কি ধরনের কাজের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। কাজেই, সেটা সমস্ত বেকারদের সমস্যার সমাধান করার জন্য নয়। আমি যেটা বলেছি সামগ্রিকভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গী গত আড়াই বৎসর যাবত সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। তাতে অনেক বাধা এসেছে, অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন থেকে যে সমস্ত কর্মসূচী

আমরা এখানে উপস্থিত করেছিলাম তা বাতিল হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন এটাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। রাজ্যের ক্ষেত্রে তার ইনফ্রাসট্রাকচার গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল রাজ্য সরকার থেকে সেই প্রস্তাবগুলি পর্যন্ত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব এগোতে চেষ্টা করছেন। স্পেসিফিক এই সম্পর্ক আরও সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর বা প্রশ্ন যদি থাকে পরিকল্পনা দপ্তরের কাছে করলে ওরা নিশ্চয়ই সমগ্র বিষয়টাকে হাউসে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করবেন।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে সমস্ত বেকার যুবকরা হতাশায় ভুগছে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের হতাশা থেকেই কিন্তু অশান্তির জন্ম নেয়। আপনারা উগ্রপন্থী যুবকদের সপথে পরিচালিত করার জন্য নাকি আপনারা করছেন, আমি জানি না, সেইসব বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু পাশাপাশি যে বিশাল যুব সমাজ আপনাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, রাজ্যের হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পোষ্ট খালি থাকা সত্ত্বেও কেন তিন বছর লেগে গেল আপনাদের শুধু গাইড লাইন তৈরী করতে, প্ল্যান তৈরী করতে। সেটার সুনির্দিষ্ট উত্তরটা আমি আপনার কাছে চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক নয় যে, গত তিন বছর কর্মসংস্থান হয়নি। রাজ্যের বর্তমান সরকার কর্মসংস্থানে তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কিছু ভুল থাকতে পারে , কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে, সমালোচনার জিনিষ থাকতে পারে। কিন্তু কিন্তু তা সত্বেও কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বেশীর ভাগ সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ বার বার প্রমাণ করে দিয়েছেন এই সরকারটার কাজ তারও বেড়েছে, এই সরকারকে মানুষ আরো বেশী বিশ্বাস করছে কি উপজাতি অউপজাতি। কাজেই, স্বনির্ভর কর্মসংস্থানে গত আড়াই বৎসর যাবত সুনির্দিষ্ট নীতি মেনে রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই কাজ আরও বেশী জোরদার করার জন্য আমাদের চেষ্টা চলছে। স্যার, মাননীয় সদস্য মাঝখানে একটা কথা বলে দিয়েছেন যে আমরা উগ্রপন্থীদের প্রতি নজর দিচ্ছি। আমি বলব ত্রিপুরার জনগণকে এইভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। ত্রিপুরার যে উপজাতিদের সমস্যা, এটা কংগ্রেস (আই) ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার পর থেকে যেভাবে সমগ্র উপজাতি জনগণদের উপর যেভাবে সংকটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের নিজ ভূমি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে

দেওয়া হয়েছে এলাকায় এলাকায়। স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের যে নীতি সে নীতিকে আমরা দশ বছর কার্য্যকরী করে রেখেছি এবং আজকেও কার্যাকরী করে রাখছি এবং রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া এইটার সমাধান নেই। তার জন্যই এই নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমাদের এই কর্মসূচীকে সমর্থন জানিয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, ওকে থামান, ওকে বসতে বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— কংগ্রেস ভেঙ্গে যাচ্ছে, উপজাতি যুব সমিতি ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওদের পায়ের তলায় মাটি থাকবে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— আপনাদের কি অবস্থা, এখানে যে নৃপেনবাবু আলাদা বসে আছেন তিনি কোন দলের ? আপনাদের দল ভেঙ্গেই আজকে উনি এখানে আলাদা বসে আছেন। আজকে সি, পি, আই, (এম) ভাঙ্গছে। আজকে এখানে উপমুখ্যমন্ত্রী ইনচার্জ যিনি সমরবাবু।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অশোক দেববর্মা।

শ্রীঅশোক দেববর্মা (চড়িলাম) :— স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

(গণ্ডগোল)

প্রথম প্রশ্ন :— সারা রাজ্যে কয়টি গ্রামীণ হাসপাতাল ও কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পি, এইচ, সি,) নির্মাণকার্য্য এখন পর্যন্ত অসমাপ্ত অবস্থায় আছে ?

উত্তর :— সারা রাজ্যে বর্তমানে গ্রামীণ হাসপাতালের নির্মাণকার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় নেই।

১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্মাণ কার্য্য অসমাপ্ত অবস্থায় আছে। এইগুলির নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত করার জন্য কাজ চলছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :— যদি এই রকম অসমাপ্ত নির্মাণকার্য্য থাকে, তবে তার কারণ কি ?

উত্তর :— আর্থিক অসুবিধার জন্য নির্মাণকার্য্য পর্য্যায়ক্রমে দপ্তরকে করতে হচ্ছে।

QUESTIONS & ANSWERS

তৃতীয় প্রশ্ন : — এই অসমাপ্ত নির্মাণ কাজগুলি কোথায় কোথায় আছে ?

উত্তর :— নিম্নলিখিত দশটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ চলছে —

১) ব্রজেন্দ্রনগর, (২) বুংনাং, (৩) উপ্তাখালি, (৪) জলেবাসা, (৫) চেলাগাঁও অমরপুর মহকুমা, (৬) ৮২ মাইল, কৈলাসহর, (৭) চেবরী, খোয়াই, [৮] বামুটিয়া, সদর, [৯] কাঞ্চনমালা, সদর, [১০] গোলাঘাটী, সদর।

শ্রীঅশোক দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সকল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির নির্মাণকার্য অসমাপ্ত অবস্থায় রয়েছে সেগুলি গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্যর জন্য অতিসত্বর নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলতে চেয়েছি এতগুলি কাজ কেন অসমাপ্ত রয়েছে বছরের পর বছর। আগে আমাদের একটা পদ্ধতি ছিল— আমরা আগে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে জানিয়ে দিতাম পূর্ত্ত দপ্তরকে এবং তখন তারা এই ধরনের কনস্ট্রাকশানের ব্যাপারগুলি বাজেট অন্তর্ভুক্ত করত। আমাদের কোন আলাদা বাজেট থাকত না এই ব্যাপারে। স্থানীয় দাবীদাওয়ার ফলে পূর্ত্ত দপ্তর কিছু কিছু কাজ শুরু করেছে। কিন্তু আরম্ভ হয়েছে তবে শেষ করা যাচ্ছে না অর্থের সীমিত ব্যবস্থা থাকার ফলে। তার জন্য ১৯৯৩-৯৪ ইং সাল থেকে আমরা নিজেরাই কনস্ট্রাকশানের বাজেট করছি স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে। তারপর পূর্ত্ত দপ্তরকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোথায় কি করতে হবে এবং পাশাপাশি টাকাও এলট করে দেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে আমরা এখন চলছি। যার ফলে আমরা এই বছরই একটি গ্রামীণ হাসপাতালের কাজ শেষ করে সেটাকে চালু করেছি দক্ষিণ জেলার মনু বাজারে। একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ আমরা কলাছড়াতে শেষ করেছি। সেটাও চালু হয়েছে। তাছাড়া আরো ও চারটি আমরা এই বছরের মধ্যে কমপ্লিট করে চালু করতে পারব বলে আশা করছি। ব্রজেন্দ্রনগর, চেলাগাঁও, বুংনাং এবং বিরাশী মাইলে এইগুলি হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের যেগুলির কাজ টাকার জন্য আটকে আছে সেগুলির কাজ শেষ করার জন্য আগামী আর্থিক বছর থেকেই কাজ শুরু করতে পারব বলে আশা করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে জানিয়েছেন যে চেবরীতে একটি হাসপাতাল নির্মাণের কাজ চলছে। কাজটা যে চলছে তাতে কোন স্যাংশান ছিল কিনা ? আমার মনে হয়, তুলাশিখর-রাজনগরও বেহালা বাড়ীতে করার

জন্য স্যাংশান ছিল। তাহলে কি করে সেটা স্থানান্তরিত হয়েছে ? কোন অধিকারে সেটাকে স্থানান্তরিত করা হলো ? চেবরী থেকে খোয়াই ছয় কি, মি, চেবরী থেকে কল্যানপুর ছয় কি, মি, কল্যানপুর থেকে তেলিয়ামুড়া ছয় কি, মি,। প্রতি ছয় কিলোমিটার অন্তর অন্তর একটি করে হাসপাতাল। যেখানে সেংশান রয়েছে সেখানে হল না অথচ সেটা অন্যত্র হচ্ছে, এটা কি ধরনের কাজ ? তাহলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ কি করে উপকৃত হবে ? কোন অধিকারে এবং কার নির্দেশে সেটা ট্রান্সফার করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এবং ঐ চিহ্নিত এলাকায় নির্মাণ কাজ শুরু করবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এখানে অধিকার বা অনাধিকার প্রশ্ন নয়। স্থানীয় ডিমাণ্ডের উপর ভিত্তি করেই এই কাজগুলি করা হয়। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নূতন কোন হাসপাতাল নির্মাণ করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার সুযোগ ঘটেনি। এটা জোট আমলের কথা। এটা মাননীয় সদস্যেরও হয়ত জানা আছে। এরকম প্রায় ২৫টি ক্ষেত্রে হয়েছে বলে খবর আছে। নামও আমি বলতে পারি

মিঃ স্পীকার :— এত বিস্তারিতভাবে আপনাকে বলতে হবে না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— যেহেতু স্যার, সেখানে কাজ শুরু হয়েগিয়েছিল এবং এতে প্রচুর টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়েছে সেখানে আমরা কাজটা কোন অবস্থাতেই বন্ধ করতে পারি না। কারণ, এতে প্রচুর টাকা অপব্যয় হয়ে যেত। তবে যা হয়েছে সেটা আমাদের সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে নয়। পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এগুলি হয়েছে। মাননীয় সদস্য যেখানে নির্মাণ করার কথা বলছেন সেটা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে এবং সরকার নিশ্চয়ই সেখানে যদি ডিমাণ্ড থাকে তাহলে হাসপাতাল তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে। স্বাস্থ্য পরিসেবা আমরা সর্বত্র পৌঁছে দিতে চাই। সেজন্য বাজেটে টাকাও বরাদ্ধ করা হয়ে থাকে। কাজেই, নিশ্চয়ই আমরা সেটা করব।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :- আমাদের বন্ধ করার সুযোগ ছিল না। বন্ধ করলে অনেকগুলি টাকা পয়সা নষ্ট হবে. তাই বন্ধ করা যায় না। খোয়াই থেকে খুব কাছাকাছি জায়গাতে চেবরীতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও কাজ শুরু হয়েছে এবং অনেকগুলি টাকা খরচ হয়েছে তাই আমরা বন্ধ করি নাই সেই কাজ চলছে। মাননীয় সদস্য

যেহেতু বলেছেন সে জায়গায়ও আমরা ভবিষ্যতে করব এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমরা দেখছি মানুষের প্রয়োজনে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে সেগুলি ধরা আছে দপ্তরের টাকা পয়সা হলে আমরা কাজ শুরু করব।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দপ্তর থেকে যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে, পূর্ত্ত দপ্তর সেখানে সমস্ত ম্যাটেরিয়েলস্ জমা রেখেছি বলে সেখানে বাধ্য হয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরকে করতে হয়েছে সেই চেবরীতে। সেখানে পূর্ত্ত দপ্তরকে কে অধিকার দিল সেখানে করার জন্য বা স্বাস্থ্য দপ্তর বা কেন করল? তুলাশিকড় যেখানে হওয়ার কথা ছিল সেখানে না হয়ে ঐ জায়গায় ম্যাটেরিয়েলস্ জমা করার কোন কারণ ছিল কি, কোন অধিকারে তারা সেখানে জমা দিয়েছিল?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক নয় যে, পূর্ত্ত দপ্তর তাদের খুশীমত হাসপাতাল তৈরী করেছে, এটা হয় না, স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া। তবে এটা ঠিক পূর্ত্ত দপ্তরের কাছে এসব টাকা পয়সা ইত্যাদি থাকে তারাই কনস্ট্রাকশন করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া পূর্ত্তদপ্তর তার খুশীমত কোন জায়গায় কাজ করতে পারেনা। এটা ঠিক নয় যে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনরকম অনুমোদন নেই। পূর্ত্ত দপ্তর নিজেদের খেয়াল খুশী মত কাজ করছেন, এটা ঠিক নয়। এটা দপ্তরের অনুমোদন ওখানে নিয়েই খুলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৭।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৭।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে উদয়পুরের মহারাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পানীয় জলের কোন প্রকল্প ব্যবস্থা নেই,
২) সত্য হয়ে থাকলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য কোন পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কিনা?
৩) থাকলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে?

উত্তর

১) ইহা সত্য যে, উদয়পুরের মহারাণী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পানীয় জলের এবং পানীয় জল ব্যবহারের স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। কারণ, স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাটির নীচে কোন জলের স্তর পাওয়া যায়নি চেষ্টা করেও।

২) পরিকল্পনা থাকা সত্বেও এই হাসপাতালের জায়গাতে এটা করার ব্যবস্থা ইত্যাদি নেই। যেহেতু মাটির নীচে জলের স্তর পাওয়া যায়-নি।

৩) আমরা চেষ্টা করছি, এটা প্রশ্ন উঠে না যে, ওখানে হবে, এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন। যেখানে এই হাসপাতালে অধিকাংশ উপজাতি অংশের মানুষ চিকিৎসা হন। এটা ঠিক না যে, ওখানে জলের স্তর পাওয়া যায় না। যেখানে পানীয় জল ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল একটি কূয়া করে সেখানে পাইপ টেনে যাতে হাসপাতালের রোগীরা জল ব্যবহার করতে পারেন সেই রকম জলের ব্যবস্থা ছিল। এটা মাঝখানে গত পাঁচ বছরে উধাও হয়ে গেছে। এখানে এই রিপোর্টটাও ঠিক না যে, মহারাণী এলাকার মধ্যে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। সেই দিক থেকে হাসপাতালের মধ্যে পানীয় জলের এবং ব্যবহারের জলের জন্য সেখানে ডিপ টিউবওয়েল মার্ক-টু বসানোর ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা ঠিক না যে, মহারাণী অঞ্চলের মধ্যে ডিপ টিউবওয়েল হয়না মার্ক-টু ও হয় না কিন্তু আমি যেটা বলছি স্বাস্থ্য দপ্তর যে পরিকল্পনা নিয়েছিল, স্বাস্থ্য দপ্তরের জায়গাতে মহারাণী হাসপাতালে যে জায়গা আছে সেখানে জল পাওয়া যায় না তবে অন্যভাবে যদি হয় তাহলে আমার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন যে, পাইপে করে ব্যবহারের জল আনা হয় আর একজন লোক রেখে কূয়া থেকে জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এটা খুবই অসুবিধা। যার দরুন আমরা চেষ্টা করছি এই অসুবিধা কত তাড়াতাড়ি দূর করা যায়, অন্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলুন সেখানে প্রচুর জায়গা ডিপ-টিউবওয়েল করে তার সমস্যার সমাধান করা যায়, আমরা দেখছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫২।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫২।

প্রশ্ন

১। ১৪, ১১, ৮৬ইং বিধানসভায় কোয়েশ্চান নং ১৬৬ এর জবাবে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ত্রিশটি বৃদ্ধির প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, এমন কথা বলেছিলেন কিনা।

২। বলে থাকলে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, না হলে তার কারণ কি,

৩। খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের পুরানো এ্যাম্বুলেনসটির পরিবর্তে ভালো এ্যাম্বুলেনস দেবার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, বলেছিলেন।

২। সেই প্রস্তাব পুরাপুরি করা যায় নি। ৭তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কমিউনিটি হেলথ সেন্টার ঐ বৎসর খোয়াইতে নতুন ৩০টি শয্যা সম্প্রসারণ-এর প্রস্তুতি নেওয়া হলেও আর্থিক সংগতির অসুবিধার

জন্য ৩০টি শয্যা বাড়ানো যায় নি। ইতিমধ্যে ৫টি শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে ৫৫টি শয্যা সংখ্যা করা হয়েছে।

৩। আপাততঃ বিবেচনার মধ্যে এটা নেই।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার :— আর কি সাপ্লিমেণ্টারী, বলুন।

শ্রীসমীর দেবসরকার :— স্যার, ১৯৮৬ সালে সরকার এই হাউসে তৎকালীন মন্ত্রী মহোদয়ের অ্যাসুরেন্স ছিল যে তিনটি সেণ্টার বৃদ্ধি করা হবে। দশ বছর পেরিয়ে যায়, আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশা করতে পারি কিনা যে, এই ধরনের কাজ, দশ বছরের মধ্যে অনেক নতুন কাজ হয়েছে ত্রিপুরায় এটা ঠিক। কিন্তু একটা সাব-ডিভিশন হাসপাতালের এই অবস্থা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা অ্যাসুরেন্স কমিটিতে রেফার করুন এটা কেন হচ্ছে না। এটা অ্যাসুরেন্স কমিটিতে আসতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আর এক মিনিট আছে।

মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেচারথল) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (মন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মাছমারা চা বাগানে প্রতি বৎসরে ঘাটতি হয়ে থাকে ?

২। যদি ঘাটতি হয়ে থাকে, তার কারণ কি ?

৩। ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য চা বাগানগুলিতেও কি অনুরূপ ঘাটতি হয়ে থাকে এবং

৪। যদি না হয়ে থাকে, তার বাগান ভিত্তিক হিসাব,

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ত্রিপুরা সরকারের পরিচালনায় কোন চা বাগান নেই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। **(ANNEXURS 'A' and 'B')**

MATTER RAISED BY MEMBERS.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কালকে একজন এন, এস, ইউ, আই, কর্মীকে

মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। তাকে দেখার জন্য দীলিপবাবু সেখানে যায়। এর পর থেকে আমাদের বিধায়ক দিলীপ চৌধুরীর বাড়ীতে ফোন করছে যাতে উনি বাড়ী থেকে না বের হয়। তখন দিলীপবাবু পুলিশের সাহায্য চান যে উনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, কিন্তু সেটা দেওয়া হয়নি। তারপর দীলিপবাবু লিখিত ভাবে জানিয়ে থানায় লোক পাঠান যে, আমাকে বিধানসভায় এটেণ্ড করতে হবে আমি বিধানসভায় যাব, আমাকে অন্তত উদয়পুরটা পার করে দেওয়া হউক। থানার ও, সি, বললেন যে, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রীর আদেশ না পেলে আমি পুলিশ দিতে পারব না। যার জন্য উনি হাউসে আসতে পারিনি। কিন্তু স্যার, পুলিশের ও, সিকে অনুরোধ করার পরও যদি নিরাপত্তা রক্ষী না দেওয়া হয় বিধায়ককে এবং বিধায়ক যদি জীবন সংশয়ের জন্য হাউসে না আসতে পারেন স্যার, আমরা আপনার কাছে প্রটেকশান চাইছি। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যাতে করে বিধায়ককে নিরাপত্তা দিতে পারে, সিকিউরিটি দিতে পারে, আগরতলা যাওয়া আসা করতে পারে প্রয়োজনের সময়ে সেটা আপনাকে দেখতে হবে। আপনার বিধায়ক। মাননীয় মন্ত্রীকে বলে লাভ নেই। বিধায়ক রতন নাথ উনার সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছে হাইকোর্ট, আমি হাইকোর্ট থেকে পেয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি হাউসের গার্জিয়ান। একটু আগে উনি এখানে লম্বা চওড়া বক্তৃতা করেছেন গণতন্ত্র সম্পর্কে। আপনি এটার ব্যবস্থা করুন স্যার।

মি: স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী দলের নেতার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজ বেলা ১০-৫০ মি: এই রকম সময়ে একটা চিঠি পেয়েছি এবং সেটা সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীফ সেক্রেটারীর কাছে পাঠানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে এটাকে একটা অর্ডিনারী আরজেনসি হিসাবে ব্যাপারটাকে টেক আপ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের ত্রিপুরা দর্পণে এই সম্পর্কে একটা খবর বেড়িয়েছে। তারপর জানতে পেরেছি। স্যার, থানার যে নিদিষ্ট স্ট্যাফ তার দ্বারা থানার এলাকার সিকিউরিটি দিতে হয় কিন্তু সেই থানার আগরতলা পর্যন্ত সিকিউরিটি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। কারণ তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে মোভ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক সদস্যেরই সিকিউরিটি আছে। তাছাড়া মাননীয় সদস্যরা যখন পুলিশের কাছে সিকিউরিটি চান তখন তাদেরকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে সেগুলি দেখা হয়। আমাদের পুলিশের সংখ্যা সীমিত। তারমধ্য থেকেও আমরা ব্যবস্থা করছি। মাননীয় সদস্য রতন নাথ এবং বিরোধী নেতা তারা তো রাজ্য সরকারের পুলিশকে বিশ্বাস করেন না। তারজন্য বাইরের সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হবে। স্যার, রাজ্য সরকারকে সমস্ত দিকটির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা করতে হয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, কথা হচ্ছে, দিলীপ বাবুর সিকিউরিটির কথা। এখানে উনি এসব কি বলছেন ?

QUESTIONS & ANSWERS.

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আজকে এখানে মাননীয় বিধায়ক দিলীপ চৌধুরী আসতে পারেন এটা অবশ্য পত্রিকার সংবাদ ছাড়া আর কোন খবর আমার কাছে আসেনি ! ত্রিপুরা দর্পনে আমি দেখেছি। তা সত্বেও ডি, আই, জি, কে আমি বিষয়টি দেখার জন্য বলেছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, সিকিউরিটি গার্ড উনার আছে। উনার বাড়ীতে হাউস গার্ড আছে। কিন্তু সেই হাউস গার্ড নিয়ে উনি এলাকায়ও যেতে পারেন না। এই হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অর্ডার। ৫, ২, ৯৪ইং এই অর্ডার হয়েছে। দিলীপবাবু থানায় জানিয়েছিলেন, উনার বাড়ীর ৪জন হাউস গার্ড নিয়ে উনি আগরতলায় যেতে চান। কিন্তু থানা থেকে অর্ডার দেওয়া হয়নি। ওর উপর একবার বোমার এটাক হয়েছিল বাড়ীতে আক্রমন করা হয়েছে। কোন্ দল করেছে তা আমি বলছি না। আপনি নিজে উনাকে সিকিউরিটি দেবার জন্য চীফ্ সেক্রেটারীকে বলেছেন। তা সত্বেও উনি আসতে পারলেন না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টি যে ভাবে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে তা নয়। এখানে দিলীপ চৌধুরীর প্রশ্ন নয়। অ্যাক্সট্রিমিষ্টদের অস্ত্র সংগ্রহ করার দিকে লক্ষ্য রেখেই হাউস গার্ড নিয়ে এখন আর মুভ করতে দেওয়া হয় না।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন :— স্যার, দীপক-বাবু হাই কোর্টের অর্ডার নিয়ে মুভ করেন হাউস গার্ড নিয়ে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— সিকিউরিটি স্ট্রেট বুঝে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।

শ্রীমতিলাল সাহা :— কথা হচ্ছে, শাসক দল বা বিরোধী দল যারই সিকিউরিটির প্রয়োজন হয়, তিনি গভর্ণমেন্টের কাছে আবেদন করলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করেন গভর্ণমেন্ট। আমরা দেখেছি, বিয়ন্ত সিং মার্ডার হয়ে যাবার পর, মন্ত্রী বাড়ী রোড ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। এটা ঠিকই আছে। এজন্য আমি কিছু বলছি না। সব রাজ্যেই হয়েছে। এটা সময়োপযোগী সঠিক সিদ্ধান্ত। যদি কোন পাবলিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন, তাহলেও প্রশাসন হেল্প করে থাকে। শাসক দল কিংবা বিরোধী দলের বিধায়ক বলে কোন কথা নেই। সবাইকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়। আমি বলছি না যে, আমাদের দেননি। কাজেই কিছু কিছু লোক যারা আছেন তাদের জীবনে আঘাত আসতে পারে এরকম ক্ষেত্রে সরকার সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবেন কিনা ? এটা আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন করছি।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— স্যার, বিধানসভা তো আজকে শেষ হয়ে যাবে। অনেকদিন

আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে না। কাজেই কিছু কিছু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিষয় নিয়ে যেগুলি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সেগুলির ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। স্যার, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যে কিছু দিন যাবৎ পত্র পত্রিকায় খবর উঠছে যে আগরতলা শহর থেকে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র অপহৃত হচ্ছে। আজকের সকালের "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় ও খবর উঠেছে যে, শহর থেকে স্কুলের ছাত্র অপহৃত। এর আগের নিউজগুলিতে আমরা দেখেছি যে, পুলিশ এটাকে কাউন্টার করেছে যে এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। জনমনে একটা বিরাট বিভ্রান্তি ও সন্দেহ ধীরে ধীরে দানা বাধছে যেটা কোন সুস্থ: রাজ্যবাসীর কাম্য নয় এবং সরকারেরও কাম্য হতে পারে না। কৃষ্ণনগর নূতন পল্লীব অজয় দেব, বয়স—১৮, রামনগর ৪নং স্কুলের ছাত্র তাকে অপহবণের দাযিত্ব স্বীকাব করেছে যে উগ্রপন্থী সংগঠনটি তার নাম হচ্ছে টি. টি, ভি, এ তার মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। এবং সেটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের কাছে নারায়ণ বাড়ী এলাকায় পৌছে দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্যার, ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায় সেটা আমরা সবাই জানি। আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এই জন্য যে কয়েক দিন আগে এই হাউসেরই একজন দাযিত্বশীল মন্ত্রী এক সভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে—পাহাড়ে যদি এইভাবে অত্যাচার চলে তাহলে শহরেও তার রিয়েকশান হতে পারে। একটা জিনিষ আমরা সবাই বুঝি। এর পরিণতি কি। এগুলি চলতে থাকলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। এগুলি বিভিন্নভাবে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে দেয়। এমনিতেই আজকে যুবকদের চাকুরী নেই, কোন আশার আলো নেই। জাতি হোক, উপজাতি হোক কোন মানুষকে আমরা ধ্বংসের পথে প্ররোচিত করতে পারি না। এই প্রসঙ্গে আজকে আলোচনা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এই বিধানসভার প্রবীণ জননেতা এবং সদস্য নৃপেনবাবুও কিছুদিন আগে বলেছিলেন যে—আমি তো উপজাতিদের বলি তোমাদের অন্য কোন জায়গা দেখা আছে তো? কারণ, তোমাদের ঘর ছেড়ে চলে যেতে হতে পারে। প্রবীণ জননেতার মনে এই যে আশংকা তার সঙ্গে একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর জনসভায় দাঁড়িয়ে উক্তি এবং তার সঙ্গে আগরতলা শহরের অপহরণের ঘটনা কোনটাকেই গুরুত্ব না দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, আমরা আগুন লাগলে আগুন নেভাতে যাই, নিজেদেরকে সুনাগরিক হিসাবে দাবী করি। কিন্তু আগুন লাগার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকলেও সেটাকে নেভানোর যে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন সেটা নেই না। আজকে জাতি—উপজাতির মৈত্রীর বাতাবরণ যাতে ছিন্ন না হয় তার জন্য সরকার এবং

বিরোধী দলগুলির দায়িত্ব আছে। আমার মনে শুধু না, আমাদের কাছে প্রতিদিন প্রশ্ন আসে—এইগুলি কি হচ্ছে। মানুষ এমনিতেই উদয়পুরে মায়ের বাড়ীতে যেতে সাহস পায় না, রাস্তা থেকে গাড়ী অপহরণ করে নিয়ে যায়, সে অবস্থা থেকে আমরা মুক্তির চিন্তা করব। কাজেই, আজকে সভার যিনি দায়িত্বে আছেন তাঁর কাছ থেকে আমি একটা বিবৃতি আশা করছি যাতে মানুষের মনে যে সন্দেহের দানা বাঁধছে সেটা অবিলম্বে নিরসন হওয়া দরকার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আগরতলা শহরে ২।৩ টা ঘটনার খবর পত্রপত্রিকায় বেড়িয়েছিল এবং থানাতেও এসেছিল এবং পুলিশ দপ্তর থেকে এগুলি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে শহরের বুকে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ব্যবস্থা দরকার রাজ্য সরকার, পুলিশ দপ্তর সে সম্পর্কে যথেষ্ট তৎপরতা নিয়েছেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন। আমি আশা করব আমাদের এই ব্যবস্থা আরও সফল হবে। আপনারা জানেন এবং পত্র পত্রিকায়ও প্রকাশ হয়েছে যে এরকম ঘটনাও ঘটেছে যে কলেজের শিক্ষার্থী তাকে জনৈক যুবক চিঠি দিয়েছেন নানা রকম উগ্রপন্থী সংগঠনের নামে যে এত টাকা, অমুক তারিখে অমুক জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে। গত কয়েক মাসের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনার খোঁজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে যে সমস্ত তথ্য এসেছে তাতে বোঝাযায় যে শহরের ভেতরে একটা চক্র, তারা কোন ট্রাইবেল এ্যাকসট্রিমিষ্ট নয়, শহরের বুকে একটা কমস্পেরেসী চলছে। এই কনস্পিরেসি অ-উপজাতি এলাকায় অ-উপজাতি দ্বারা সংগঠিত হচ্ছে এটা সাংঘাতিক এবং সেই ব্যাপারে সরকার কার্যাকরী সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা কি সরকার পক্ষ কি বিরোধী পক্ষ সকলেই এই ব্যাপারে সব রকম সহযোগিতা করবেন। আগরতলা শহরবাসী সহ উপজাতি এবং অ-উপজাতি সকল নাগরিক এই ব্যাপারে আমাদের সাহার্য্য করবেন যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, শহরের উপরে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুই জানেন না, এটা কি করে সম্ভব ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এই যে ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট তথ্য আমার কাছে নেই। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে কোন ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ইন্টারভ্যাইন করা হয়। আমি এখন এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি পুলিশকে এখনই নির্দেশ দিয়ে দেব এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে আনতে।

শ্রীদীপক নাগ :— এত বড় একটা ঘটনা শহরে ঘটলো এবং তা নিয়ে এত গুঞ্জন চলছে তা সত্ত্বেও উনি কিছুই জানে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতন চক্রবর্তী যে জিনিষটার কথা বলেছেন, পাহাড়ের বদলা শহরে নেওয়া হবে এই ধরনের ঘটনা পত্রিকায় উঠেছে ঠিকই। কিন্তু কতটা অথেনটিক দেখার ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যে জিনিষটা যেটা আপনি বললেন, এটা তো কিছু বলতে পারছেন না। এটা অথেনটিক করে আজকে বিকালের মধ্যে অন্ততঃ জানাবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত যে তথ্য আসছে বিকাল ৫টার মধ্যে যতটুকু পাব সেটুকুই জানাব।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হলো সেটা দেখে প্রচার দপ্তরের মধ্যমে প্রতিবাদ করা উচিত। অন্ততঃ আমি এটার প্রতিবাদ করেছি পত্রিকায় উঠেছে কিন্তু তারপর এখন পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ আসেনি। সরকারের তরফ থেকেও কোন প্রতিবাদ দেওয়া হয়নি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে একটি (১টি) উল্লেখ্য বিষয়ের (রেফারেন্স পিরিয়ড) উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৫, ৯, ৯৫ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় উৎথাপন করেছিলেন।

এখন আমি নগর উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ১৩,৯,৯৫ইং তারিখ ভোর রাতে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে আগরতলা শহরের কেন্দ্রস্থলে শকুন্তলা মার্কেটটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— গত ১৩, ৯, ৯৫ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১-৪০ মিঃ -এর সময় পশ্চিম আগরতলা থানা হইতে আগরতলা অগ্নি-নির্বাপক কেন্দ্রে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শকুন্তলা বাজারে এক ভয়াবহ অগ্নি সংযোগের ঘটনার সংবাদ জানানো হইলে আগরতলা ফায়ার ষ্টেশন থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াটার ট্যাংকার সহ কর্মীগণ দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে এবং আগুন নিবানোর কাজে নিয়োজিত হয়। ফায়ার সার্ভিস কর্মীগণ ঘটনাস্থলে এসে বাজারের সব অংশেই ব্যাপকভাবে আগুনের বিস্তার লাভ করেছে বলে দেখতে

REFBRENCE PERIOD

পান এবং নিম্নোক্ত কারণেই আগুনের বিস্তার লাভ করেছে বলে অনুমান করেন।

১। বৈদ্যুতিক গোলযোগ এবং নাইলন ও সিনথেটিক কাপড়-চোপড়-এর জন্য।

২। জেনারেটারের জন্য সংরক্ষিত ডিজেল ও পেট্রোলের জন্য।

৩। দোকান সমূহ কাঠের তৈরীর জন্য, সেইসব কাঠের মধ্যে আগুন লেগে ব্যাপকভাবে আগুন লেগে যায়।

অগ্নিকাণ্ডের বিস্তার দেখে আগরতলা ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র থেকে বিশালগড় ফায়ার কেন্দ্রকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। রাত প্রায় ২-৩০ মিঃ এর সময় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক কর্মীগণ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায়। ভোর প্রায় ৪-৩০ মিঃ এর সময় আগুন আয়ত্বে আসে।

গত ১৩-৯-৯৫ইং তারিখ প্রায় ১-১০ মিঃ নাগাদ বাজারে অগ্নিসংযোগ ঘটে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে বাজারের ৫৯টি কাপড়ের এবং কাটা কাপড়ের দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় এবং যার ফলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২ (দুই) কোটি টাকার মত। উক্ত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি পশ্চিম আগরতলা থানায় ৮২৩ নং দৈনিক নামচা রুজু করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্তে এখন পর্যন্ত জানা যায় যে, বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলেই বাজাটিতে অগ্নিসংযোগ ঘটে। এই অগ্নিকাণ্ডে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হন সরকার তাৎক্ষনিক সাহায্য হিসাবে প্রতি দোকানের মালিককে ৫০০ টাকা করে সাহায্য করেন।

এখানে আমি এটা উল্লেখ করতে চাই, আসলে এই বাজারটি হচ্ছে, একটি প্রাইভেট বাজার। যেহেতু এইটা আগরতলা মিউন্যাসিপ্যালিটির মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং খুব স্বাভাবিক কারনেই আমরাও সেইসব জায়গায় নিশ্চয়ই মিউন্যাসিপ্যালিটির তরফ থেকেও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে এই বাজাটাকে দেখার। আমরা শেষ পর্যন্ত এইটা দেখব, এইখানে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন এরা খুব বড় দোকানদার না, ছোট ছোট দোকানদার বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে তারা নিজেরা ঐ জায়গাতে ঘর টর ইত্যাদি তৈরী করে দোকান করছিলেন, ব্যবসা চালাচ্ছিলেন। আজকে অগ্নিকাণ্ডে তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এদের মধ্যে সকলের ইন্সুরেন্স করা নাই। যার ফলে সবার দোকান উঠানো এর মধ্য থেকে খুবই মুশকিল। যার জন্য আমরা দেখব সরকারী তরফ থেকে, বা মিউন্যাসিপ্যালিটির তরফ থেকেও কোন ফিনান্সিয়েল ইনস্টিটিউশানকে এর মধ্যে ভুক্ত করে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তারা যাতে আবারও ব্যবসা বানিজ্য এইখানে শুরু করতে পারেন, এই ধরনের উদ্যোগ আমরা সরকারী তরফ থেকেও নেব।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এইখানে ৫৯ জন ব্যবসায়ীর কথা বলা হয়েছে, এই মার্কেটে মোট কয়টি স্টল রয়েছে? যে ৫৯ জন ব্যবসায়ীর কথা বলা হয়েছে তাদের কি প্রত্যেকের একটি একটি স্টল আছে। আমার জানা মতে কোন কোন জায়গায় ৯ ফুট বাই ১২ ফুট যে স্টল আছে ৫০টি। ৫০টি স্টলের মধ্যে ৪১টা স্টলের মালিক হচ্ছেন একজন, আর বাকী ৯টা স্টলের মালিক ডাবল অর্থাৎ দুইজন। কাজেই, মাননীয় মন্ত্রীর তথ্যের মধ্যে আছে কিনা এইখানে স্টল ৫০ টা না ৫১ টা। আর এইখানে বলা হয়েছে এই যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে তাতে সরকার তাৎক্ষণিক সাহায্য হিসাবে ৫০০ টাকা করে দিয়েছেন। যেহেতু আগামী পূজা মরশুম, এই মরশুমকে লক্ষ্য করে এরা বিভিন্নভাবে ঋণ নিয়ে হোক, যেভাবে হোক এরা সব সংগ্রহ করেছে। সরকারীভাবে ইমিডিয়েটলি তাদেরকে আরো সাহায্য দেবেন কিনা পুজার আগে এবং এইসমস্ত বাজার সরকারী উদ্যোগ নিয়ে বিল্ডিং তৈরী করে তাদেরকে সেখানে ঊষা মার্কেট আর কতগুলি মার্কেট আছে ঠিক তদ্রূপ তাদেরকে ব্যবস্থা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে কিনা বা নেবেন কিনা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে বাজারটি হচ্ছে প্রাইভেট, সরকারী বাজার না। সুতরাং, সেখানে সরকারের পক্ষে কিছু করার অসুবিধা আছে। ব্যক্তিগত জায়গাতে সরকার বাজার করে দিতে পারেন না। এইটার একটা অংশ যেটা গেছে, ওখানে ভিতরে আরও কিছু স্টল ইত্যাদি করা হয়েছে আর একটা অংশে। আমি যখন গিয়েছি তখন আমি সেটা দেখেছি যে আরও স্টল সেখানে রয়েছে। এইটা ঠিকই বলেছেন যে, ৫০ টা ঘরকে টুকরো করে যেহেতু তারা ছোট ছোট দোকানী, বাহির থেকে এসে ওরা দোকান করছেন, বড় বড় ঘরের মধ্যে ওরা বসতে পারেন না সেইজন্য ভাগ করে তারা নিজেরাই মেনেজ করে সেখানে দোকান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এছাড়াও আরও একটা অংশ সেখানে আছে যারা রাস্তায় বসে ব্যবসা বানিজ্য করেন, পাশেই কামানচৌমুহনীর মধ্যে কিছু দোকানদার আছে তারা সেখানে রাস্তায় বসে ব্যবসা বানিজ্য করতেন। তারা তাদের দিনের শেষে এদের মধ্যে কিছু আছে যারা তাদের মালপত্রগুলি ঐ বাজারের যাদের সঙ্গে পরিচয় আছে তাদের ওখানে ঢুকিয়ে রাখতেন। এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। ওদের সংখ্যাটা যেহেতু এই মার্কেটের সঙ্গে বলা হয়েছে তাই তাদেরও কিছু সাহায্য করা হয়েছে। তবে সেটা এখানে উল্লেখ নাই বলে আমি বলিনি। তাদেরও আলাদা লিস্ট

তৈরী করা হয়েছে। তবে যেহেতু ব্যক্তিগত জায়গায় বাজার গড়ে উঠেছে নিজেদের প্রচেষ্টায় সেই জন্য সরকার আপাততঃ যেটুকু-সাহায্য করার সেইটুকু করেছেন। আমরা তাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল কিন্তু সরকারের যা অবস্থা তাতে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কোন দিনই রাজ্য সরকার তাদের সেই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে সেখানে এগিয়ে এসে তাদের ব্যবস্থা করে দেওয়ার এই ব্যবস্থার মধ্যে যাওয়ার মত কোন সামর্থ নাই। সেই জন্যই আমি বলছি যে, আমরা প্রথমত যেটুকু সাহায্য করার আমরা তা করেছি। তারপর ফিনানশিয়াল ইনষ্টিটিউশান ভুক্ত করে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করব।

শ্রীমাখন চক্রবর্তী :-- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিলেন এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা যতটুকু জানি এই শুকুন্তলা মার্কেটের ব্যবসায়ী যারা ছিলেন ওরা জোট আমলে হকার উচ্ছেদের ফলেই এখানে এসে মাথা গুজেছিল। স্যার ঐ সরকার তাদেরকে উচ্ছেদ করেছিল কিন্তু তাদের কোন রকম ব্যবস্থা তখন করেননি। পরবর্তী সময়ে তারা নিজেরা নিজেদের যা সামর্থ ছিল তা নিয়ে সেখানে ব্যবসা শুরু করেন এবং আমরা লক্ষ্য করেছি এই ব্যবসা করতে গিয়ে তারা সেখানে গরীব মানুষের খুব সমর্থন লাভ করেছিল। তারা রেডিমেট কারবার বেশী করত এবং সেখানে অন্যান্য বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে দাম নিয়ে ব্যবসা করেন তারা তার চেয়ে কম দামে জিনিষ বিক্রী করত। যার ফলে সেখানকার একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের নজরে তারা পড়ে এবং কিভাবে সেটাকে ধ্বংস করা যায় তারজন্য এখানে একটা চক্রান্ত চলছিল এবং এলাকাবাসী বা আমরা মনে করছি যে, একটা গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তমূলক ভাবেই আক্রমন এনে এই গরীব ব্যবসায়ীদের আজকে পথে বসিয়েছে। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভালরকম তদন্ত করে তার সত্য উদঘাটন করবেন কি না? কারণ এটাতে নাশকতা মুলক বলে আমরা মনে করছি। কাজেই এটা তদন্ত করে তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করবেন কি না এবং গরীব ব্যবসায়ীদের রক্ষা করবেন কি না ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দেবেন, এটা আমার দপ্তরের বিষয় নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই বিষয়ের উপর দুই একটি কথা বলব।

রাজস্ব দপ্তর এবং পুলিশ দপ্তর এই ঘটনার তদন্ত করছেন। এইখানে মাননীয় মন্ত্রী যা বলেছেন এটা বাইরে, এটা তাঁর দপ্তরের জানা নেই।

স্যার, এইখানে ৫৯টি দোকান ছিল। দোকানের মালিকরা মিউনিসিপালিটি থেকে তৌজি নিয়ে সম্মিলিতভাবে মালিক থেকে জায়গা কিনে এই বাজার গঠন করেছিলেন। এদের আগে শহর সুন্দর করার নামে রাস্তা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল এবং এই সকল হকারদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবার কথা চিন্তা না করে তাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা না করেই তাদের রাস্তা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। পরে তারা নিজেদের উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে প্রাইভেট মালিক থেকে জায়গা-কিনে মিউনিসিপালিটি থেকে তৌজি নিয়ে এইখানে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। তাছাড়া বর্তমানে যারা বাইরে রাস্তার উপরে বসে ব্যবসা করেন সে সব হকাররা তাদের বন্ধু বান্ধবদের মাধ্যমে এই বাজারের ভেতরে তাদের মাল এনে রাখতেন। সেই দিক থেকে এইখানে ব্যাপক অংশের লোক আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এবং তাদের যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের আপাতঃকালীন সাহায্য হিসেবে ৫০০ টাকা করে সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। এইখানে আমরা খোঁজখবর করে দেখেছি যে খুব কম সংখ্যক ব্যবসায়ীদেরই তাদের সংখ্যা সাত-আট জন হবে- তাদের ফায়ার ইন্স্যুরেন্স আছে অন্যান্যদের সেটা নেই। আর এই ভাবে প্রায় সকলেরই কটা কাপড়ের ব্যবসা। কাজেই, সেই দিক থেকে তাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করে তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায়-এইভাবে বিভিন্ন ব্যংক রয়েছে সেসব ব্যাংক থেকে তারা যাতে নতুন করে ঋণ নিতে পারেন এবং সে ঋণ নিয়ে তারা যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন সেটা চিন্তা করা হচ্ছে। এবং এই ব্যাপারে দোকানদাররা তারা নিজেরাও আলাপ আলোচনা করছেন। ক্ষতিগ্রস্তরা যা'তে আবার প্রতিষ্ঠীত হতে পারেন সে ব্যাপারে সরকার তাদের সাহায্য করবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (আগরতলা) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, যে এনকুয়ারী করা হয়েছে তার রিপোর্ট এ-কি বলা হয়েছে ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিস থেকে যে এন্কোয়ারী করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে আগুন কিভাবে লেগেছে তার কারণ পাওয়া যায় নি। তবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে-- ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিটের জন্যই এই আগুন ধরতে পারে। আর এই আগুনটা কিভাবে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সে সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিসের বিশেষজ্ঞদের অভিমত যে ইলেকটিক ওয়্যার, সিন্থেটিক কাপড়, ইলেকট্রিক জেনারেটর চালাবার জন্য পেট্রল, ডিজেল এবং কেরোসিন ইত্যাদি মেটেরিয়েলস্ থাকার জন্য আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রনে

আনার জন্য ফায়ার সার্ভিসের আটটি ওয়াটার ট্যাংক, পোর্টেবল্ পাম্প মেসিন—৮টি, এবং আরো অন্যান্য ওয়াটার রেজিস্টেন্স মেসিন মবিলাইজ করেও আগুন আয়ত্বে আনা যায়নি। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে—এই বাজারের পাশেই অবস্থিত আরেকটি বাজার রয়েছে সেই বাজারটিকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে—আর তা না হলে আরো সর্বনাশ হতে পারত।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্রদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ও শ্রীরতন চক্রবর্তী মহোদয়গণ কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, "গত ৯ই আগষ্ট রাত্রি আনুমানিক ৯-৩০ মিনিটে অমরপুরের বীরগঞ্জ থানার ও, সি, কর্তৃক রামপুর গ্রামের কংগ্রেসের সক্রীয় কর্মী শ্রীঅমৃত পাল, শ্রীঅর্জুন দাস, শ্রীহরিধন দাস এবং শ্রীসুনীল দেকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে গ্রেপ্তার করে প্রকাশ্যে এবং থানার ভেতরে অমানুষিক অত্যাচার করা সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৯,৮,১৯৯৫ইং তারিখ রাত অনুমান ৮-৪৫ মিঃ-এর সময় বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক এই মর্মে একটি সংবাদ পান যে, ঐদিন সন্ধ্যা অনুমান ৭টা সময় বীরগঞ্জ থানাধীন রনজিৎ কলোনী নিবাসী শ্রীকেবলা ওরফে আন্না সাধন জমাতিয়া রামপুর বাজারে শ্রীপুলিন দত্তের দোকানে যায় এবং সেখানে দেনা পাওনা নিয়ে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। তারপর শ্রীজমাতিয়া বাজার থেকে ফেরার পথে প্রায় ৫০০ মিটার দূরত্বে ইট তৈরীর একটি মাঠের নিকট পৌছলে সর্ব্বশ্রী পুলিন দত্ত, অমৃত পাল, অর্জুন দাস, হরিদাস দাস, সুনীল দে এবং আরোও কয়েকজন মিলে শ্রী জমাতিয়াকে আটক করে তর্কাতর্কী করে এবং একে অন্যকে নিগৃহিত করে। এই ঘটনার পর শ্রীজমাতিয়ার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই এবং সমগ্র বীরগঞ্জ থানা অঞ্চলে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ায় ঘটনাটির সংবাদে বীরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশের একটি দল নিয়ে রামপুর যায় এবং রাত অনুমান ১-৪৫ মিনিটের সময় সর্বশ্রী অর্জুন দাস, হরিদাস দাস, অমৃত পাল এবং সুনীল দেকে জিজ্ঞাসা করার জন্য থানায় নিয়ে আসে।

বিগত ৮, ১০, ৯৫ ইং তারিখ দুপুর অনুমান ১২-৩০ মিনিটে নিখোঁজ কেবলা ওরফে আন্না-সাধন জমাতিয়া থানায় উপস্থিত হয় এবং শ্রীঅর্জুন দাস অন্যান্য

৯ (নয়) জনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। শ্রীজমাতিয়ার অভিযোগের মূলে বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭-১৪৮-৩২০ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫২-৯৫ নথিভুক্ত করা হয়। এই ঘটনার সংশ্রবে উপরোক্ত ব্যক্তি, যাদের জিজ্ঞাসা করার জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়েছিল তাদেরকে গত ১০, ৮, ৯৫ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। এখানে প্রকাশ থাকে যে, উভয়ের মধ্যে ঝগড়ার ফলে অভিযোগকারী শ্রীজমাতিয়া জখমপ্রাপ্ত হয় এবং ধৃত ৪ ব্যক্তি ও অল্পবিস্তর আঘাত পায়। আহতদের থানার মধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

তদন্তে প্রকাশ যে উক্ত ঘটনাটি পুর্বতন শত্রুতার কারণেই হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ শাসক দলের লোকজনদের সহায়তায় ধৃত ব্যক্তিদের থানায় এনে নির্যাতন করার বিষয়টি সত্য নহে।

শ্রীরতন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে উত্তরটা দেওয়া হয়েছে, তারজন্য ধন্যবাদ জানাই। কারণ, চেষ্টা করলেই উত্তর যোগাড় করা যায় সেটা কোন ফর্মেই হোক্ না কেন। আমি এখানে এই বিষয়টি এনেছি, একটি কারণেই যে, মাননীয় অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের মাধ্যমে একটি সত্যের উন্মোচন হওয়ার লক্ষেই আমার এই বিষয়টি অবতারনা। এখানে কাউকে আড়াল করা দোষী সাব্যস্ত করার জন্য নয়। আমরা মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথা শুনেছি। কিন্তু যেখানে একবিংশ শতাব্দিতে প্রবেশ করছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে একটি সভ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। অমরপুরে হাজার হাজার কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস এবং সি, পি, এমের লোকজন আছে।

আমরা মধ্যযুগীয় বর্বরতার কথা শুনেছি কিন্তু একবিংশ শতাব্দির দিকে প্রবেশ করছি, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা সভ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে। অমরপুরে হাজার হাজার কংগ্রেসি, সি, পি, এম, টি, ইউ, জে, এস, এর লোকজন আছে। ইচ্ছা করলেই সত্যটাকে বের করা যায় যদি সেখানে একটা যৌথ প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়। যে প্রক্রিয়ায় ৯ তারিখ রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের সময় এই চারজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান তারা এবং বাজারে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে মারধর করতে করতে গাড়ীতে উঠানো হয় হাত পিছ-মোড়া করে বেঁধে, এই অবস্থায় তারা গাড়ীতে উঠতে পারেনা, পেছন দিয়ে হাঠু দিয়ে তাদের মেরে মেরে গাড়ীতে উঠানো হয়েছে। তার-পর তাদেরকে লকআপে ঢুকিয়ে তার কিছুক্ষণ পর মদমত্ত অবস্থায় ও, সি, রতন মজুমদার এস, আই, তপন চক্রবর্তী, এস, আই, আশিষ দেব, সারা রাত্রি লক আপ থেকে বের করে হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে জানালার সঙ্গে বেঁধে তাদেরকে গরু ছাগলের মত পেটানো হয়, পেটাতে

পেটাতে যখন তারা ক্লান্ত হযে পরেন তখন রাত ৩টাব সময় ভাড়া বাড়ীতে চলে যান। আবার সকালবেলা এসে বেলা ৯টা থেকে তাদেরকে মারধর শুরু করেন। ঐ এলাকার আশে পাশের মানুষজন তারা সারারাত্রি ঘুমুতে পারেননি তাদের আত্মচিৎকারে। তারপর যখন তাদের রক্তবমি শুরু হয় এবং সেন্টি গার্ড যে ছিল সে গিয়ে বলে যে তাদের মৃত্যুর দায়িত্ব তাকে নিতে হবে, সে অফিসারদের উপব চাপ সৃষ্টি করে যে সে লকআপে পাহাড়া দিতে পারবেনা, সে চলে যাবে। এই অবস্থায় তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানোর হয়। এই ও, সি, রতন মজুমদার হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারকে বলে শুধু তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, আর কোন কিছুর দরকার নেই। মারা গেলে আমরা অসুবিধায় পড়ব। সে যাই হোক, আমরা কোন্ সভ্যতায় বাস করছি তা বুঝানোর জন্য। ১১ তারিখ অর্ধ চৈতন্য অবস্থায় তাদেরকে আদালতে পাঠানো হল কিন্তু একটা আসামীকে গ্রেপ্তার করা হলে তাকে আদালতের সামনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাজির করতে হয়। সেখানে তাদেরকে ৯ তারিখ গ্রেপ্তার করে ১১ তারিখ বিচারকের সামনে হাজির করা হয়েছে। বিচারক তাদের অবস্থা দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শুধু জামিনের আদেশ নয়, তিনি তার আদেশে বললেন যে, এইমুহূর্তে তাদেরকে হাসপাতালে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হউক। সেখান থেকে তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এবং সেই সঙ্গে তিনি এস, ডি, পি, ও,-কে রিপোর্ট দাখিল করতে অর্ডার দেন। এস, ডি, পি, ও, তখন ছুটিতে আছেন বলে অমরপুরে থাকা অবস্থায় উনি ছুটিতে আছেন, আগরতলায় চলে গেছেন, এই রিপোর্ট পাঠান। তারপরে পুলিশ একটা কল্পিত কাহিনী যে দিন তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সঙ্গে কে ছিলেন? মনোরঞ্জন আচার্যা, চেয়ারম্যান, নটিফাইড, অমরপুর। প্রহ্লাদ পাল, পরিমল দেব, প্রধান, রাঙ্গামাটি পঞ্চায়েত, ধানু প্রধান, উপপ্রধান, বানপুর। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে কোন মানুষ সে যে রাজনৈতিক দলেরই হোক না কেন আজকে তাদের মৌলিক অধিকার এই ভাবে খর্ব করা হচ্ছে। এই ভাবে জন্তু জানোয়ারের মত পেটানো হচ্ছে। তারপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় যে রিপোর্ট পড়লেন তাতে বুঝা যায় যে, উনি তো আর নিজে তৈরি করেননি, তাকে অফিসাররা তৈরী করে দিয়েছে। এটা শুনলে যে কেউ বাস্তবজ্ঞান সম্পুর্ণ মানুষ এটাই বুঝতে পারে যে তারা যে তারা লকআপে নিজেরা মারামারি করে এই অবস্থা করেছে,। এই-ভাবে তারা ঘুরতর আহত হয়েছে, তাদের বুকের পাজর ভেঙ্গে গেছে, দুই জনের হাড় ভেঙ্গে গেছে। এই ভাবে তাদেরকে গরুর মত পিটিয়ে তারা রিপোর্ট দাখিল করল যে তারা নিজেরা মারা মারি করে এই অবস্থা করেছে। তারপর এ, টি, টি, এফ আত্মসমর্পনকারি রায়সাধন জমাতিয়া যার বিরুদ্ধে, গরু চুরির অভিযোগ আছে, ওর সাথে তাদের কোন ঘটনাই

হয়নি তাকে দিয়ে জোর করে একটা রিপোর্ট লেখানো হয়েছে ৯ তারিখ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত। তারা জানে যে আইন তাদের ধরবে, বিচার ব্যবস্থা তাদের ধরবে এই অবস্থায় তারা একটা কাল্পনিক রিপোর্ট তৈরী করেছেন। আমার কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে যে তাদেরকে ৯ তারিখ ধরে আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদেরকে আবার ১৪ তারিখ গ্রেপ্তার করা হয়। এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তা কাল্পনিক এর উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে জানতে চাই এটার সুষ্ঠ তদন্ত ক্রমে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা? এর উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে এটা যে ভবিষ্যতে সাংঘাতিক একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে, এটা একটা মানব সভ্যতার পক্ষে কলঙ্ককর। আমি এই জিনিসটা উনার কাছে জানতে চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, সমস্ত বিষয়টাই তদন্তাধীন আছে। পুলিশ তদন্ত করছে। তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরও যদি সেইরকম আরো বেশী গুরুত্বপুর্ণ কোনরকম পরিস্থিতি হয় নিশ্চই তারও কায়দায় তদন্তের ব্যবস্থা থাকবে। তবে মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্য এখানে বল্লেন সেই সমস্ত তর্থ্য পুলিশের কাছে উপস্থিত করুন্। কারণ পুলিশ-এর কাছে সেই সমস্ত কোন তথ্য নেই। আমরা বলতে বাধ্য যে এইগুলি সত্য নয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি একটু বলতে চাই। যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এখানে সেটা হচ্ছে, মেইনলি জাতি-উপজাতি সমস্যারই প্রতিক্রিয়া এবং এটা বাড়বে এবং আমি বারবারই বলে আসছি যে, যদি এর মূলে আঘাত করুন। আঘাত করার মানে হচ্ছে জাতি-উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতি হংকার অথবা জাতী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে যদি আমাদের নেতারা ব্যাপকভাবে প্রচারে না নামেন তাহলে তা বন্ধ করতে পারবে না। তার দায়িত্ব প্রধানত বিরোধী দলের ন'। তারা অতিরঞ্জিত ঘটাবে, এই সুযোগ তারা গ্রহন করবে, তা শাসক গুষ্টিও জানেন। জানেন বলতে এই কথা বলছি যে, শাসক গুষ্টির প্রয়োজন হচ্ছে তা প্রকাশ্য বলা, আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যে এইগুলি সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রজাতিয়তাবাদ। এ কথা আমি এখানে বার বার বলে আসছি। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা জানেন যে আমি কি বলছি। আমি বলছি যে এ, ডি, সি, কে আরো শক্তিশালি কর, বলেছি যে মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্ত কর, বলেছি যে আত্মসমর্পনকারী যারা আত্মসমর্পন করছে এটা নাটক নয়। এই সারেণ্ডারকে সমর্থন কর। বলেছি জাতি-উপজাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যে কোন ব্যাপারে

এটা আরো বাড়াতে হবে। নীচের তলায় মানুষ যারা আছে তাদেরকে টানতে হবে। আমি কংগ্রেস কমিনিষ্ট বুঝি না, কংগ্রেস মানেই উগ্রপন্থী নয়, আর শাসক গুষ্টি মানে সন্ত্রাসবাদীকে সাহায্য করা নয়। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছি তা লাইটলি নেবেন না। তা আপনি সিরিয়াস্লি নেন। সিরিয়াসলি টেইক-আপ করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, অন্নসাধন জমাতিয়ার শরীরে যে ইনজুরি তাবজন্য ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারা অনুসারে মোকদ্দমা দাড় করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। কিন্তু অমৃত পাল, অর্জুন দাস এবং সুনীল দে তাদের শরীরে যে আঘাত লেগেছে তাদের কাছ থেকে কোন কেস্ নেওয়া হয়েছে কি না সেই সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। দ্বিতীয়ত: মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, সমস্ত বিষয়টি তদন্তাধীন। কে তদন্ত করবে? বীরগঞ্জের পুলিশের বিরুদ্ধে কেস্ সেই পুলিশই তদন্ত করছে? এটা তদন্ত হবে না। মাননীয় মন্ত্রী সি, আই, ডিকে দিয়ে তদন্ত করবেন কি না, ফর ফেয়ার জাসটিসের জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অন্নসাধন জমাতিয়া দোকান থেকে বাড়ী ফেরার পথে তাকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল মারা গেছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত: তিনি বেঁচে গেছেন। এটা পুলিশের কাছে রিপোর্ট হয়েছে। তার কাছ থেকে যে এফ, আই, আর পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে এই কেস্ হয়েছে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে না। এই ঘটনা সি, আই, ডি কে দিয়ে তদন্ত করার প্রশ্ন আসে না। কারণ, পুলিশকে অবিশ্বাস করার প্রশ্ন উঠে না। পুলিশ দপ্তরের উচ্চ দপ্তরের অফিসাররা এটা পরীক্ষা করে দেখছেন, তাদের কাছ থেকে তদন্ত রিপোর্ট পেলে নিশ্চয়ই এটা চিন্তা ভাবনা করে দেখা হবে। অন্নসাধন জমাতিয়া এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে বলার সুযোগ দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— আরেকটা কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা লক্ষ্য করছি মাননীয় স্পীকার, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন হাউসের সামনে আসে * * *

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা আপত্তিকর। আমি এর প্রতিবাদ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— যদি এই রকম হয়, তা হলে আমরা চলে যাব। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা উইথড্র করুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— না, উইথড্র করব না সব দিনই এরকম হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উনি থাকেন না এটা হবে না।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা উইথড্র করতে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— না আমরা চলে যাচ্ছি।

(এই সময় বিরোধী দলের সদস্যগণ সারাদিনের জন্য সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে সব অসত্য কথা বলা হয়েছে তা অ্যাকস্‌পাঞ্জড করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখানে যে সব কথা মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন তা সভার কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হল।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর):— স্যার, এই বামপুর এলাকাটা খুবইউত্তেজনা প্রবন এলাকা। এর আগেও এখানে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক এখানে খুন হয়েছে প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে। এই এলাকার উপজাতিদের দৈহিক নিপীড়নও করা হচ্ছে। এখানে এই যে, শ্রীঅমৃত পাল, শ্রীঅর্জুন দাস, শ্রীহরিধন দাশ এবং শ্রীসুনীল দে ওরা আগেও এই সব ঘটনার সাথে জড়িত ছিল কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা? যদি জানা না থাকে, তাহলে এগুলি তদন্ত করে দেখা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বামপুর, মালবাসায় অনেক ঘটনা ঘটে। এবং আমরা বাঙালী এটা করছে এটা সত্য কথা। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে এই আসামীরা জড়িত ছিল কিনা এ খবর নেই। পুলিশ দেখছে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, উনার কাছে যেসব তথ্য আছে তা যেন পুলিশের হাতে দেন।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন :

CALLING ATTENTION

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "বিগত ১০ই আগষ্ট উদয়পুর মহকুমার লক্ষীপতি গ্রামে উগ্রপন্থী কর্তৃক এক ব্যক্তিনিহত হওয়া এবং জনগণের প্রতিরোধে এক উগ্রপন্থী নিহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, 'বিগত ১০ই আগষ্ট উদয়পুর মহকুমার লক্ষীপতি গ্রামে উগ্রপন্থী কর্তৃক এক ব্যক্তি নিহত হওয়া এবং জনগণের প্রতিরোধে এক উগ্রপন্থী নিহত হওয়া সম্পর্কে। স্যার, গত ১০,৮,৯৫ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ৯ ঘটিকার সময় ১৫/২০ জনের একটি দুস্কৃতকারীদল দেশী বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আর, কে, পুর থানাধীন লক্ষীপতি গ্রামের নিবাসী শ্রীপরিমল পালের বাড়ীতে চড়াও হয়ে স্বর্ণের জিনিষ, কাপড়-চোপড়, ঘড়ি ইত্যাদি লুট করে নেয় এবং শ্রীপরিমল পালকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। দুস্কৃতকারী দলটির পলায়নের পথে ঘটনাস্থলে আর, কে, পুর থানা থেকে পুলিশের একটি টহলদারী দল এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই দুস্কৃতকারী দলটি এবং পুলিশের মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হয়। উভয়পক্ষে গুলি চলাকালীন দুস্কৃতকারী দলটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পলায়ন করে। দুস্কৃতকারীদের ধৃত করার জন্য পুলিশকে সহায়তা করার জন্য গ্রামবাসীগন এগিয়ে আসে এবং দুস্কৃতকারীদের দিকে ধাওয়া করে। ধাওয়া করা কালীন দুস্কৃতকারীদের মধ্যে একজনকে দেশী বন্দুক সহ ধৃত করতে সক্ষম হয়। ধৃত ব্যক্তি নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করলে গ্রামবাসীগণ তাহাকে দৈহিক নিগৃহীত করে। ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে। উক্ত ঘটনার সময় সেখানে কোন পুলিশ ছিল না কারণ, পুলিশ দুস্কৃতকারীদের পিছু ধাওয়া করে অনেকটা দূরে চলে যায়। নিহত দুস্কৃতকারীর কোন পরিচয় জানা যায় নাই, এবং এখন পর্যন্ত কেহই মৃতের স্বপক্ষে দাবী জানায় নাই। পুলিশ এবং দুস্কৃতকারীদলটির মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময় দুস্কৃতকারী লুন্ঠিত মালামাল ও অপহৃত শ্রীপরিমল পালকে ঘটনাস্থলেই ফেলে যায় এবং পরবর্তী সময়ে লুন্ঠিত মালামাল এবং শ্রী পালকে উদ্ধার করা হয়। দুস্কৃতকারীদের গুলি বর্ষণের ফলে লক্ষীপতি নিবাসী সুধীর দাস নামে জনৈক গ্রামবাসী মারা যায় এবং শ্রীরণজিৎ দাস নামে অপর এক গ্রামবাসী আহত হয়। উপরোক্ত ঘটনাটি লক্ষীপতি গ্রাম নিবাসী শ্রীপরিমল পালের অভিযোগমূলে আর, কে, পুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ / ৩৯৬ / ৩৯৭ / ৩৬৪ ৩০৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৫১ / ৯৫ নথিভুক্ত করা হয়। ঘটনায় জড়িত দুস্কৃতকারীদের কাহাকেও এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার সম্ভব হয়

নাই। তবে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS

LAYING OF PEPERS ON THE TABLE

Mr. Deputy Speaker :— Now, the question before the House Laving of a copy of the Notificaton No. F. 6 (1) -PD/83-P- II dated the 5th August, 1995 extending the period of the Criminal Procedure (Tripura Third Amendement) Act, 1992 Tripura Act No. 6 of 1992) by one year upto and inclusion of the 28th day of July, 1996.

এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিফিকেশান সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of the Nofication No. F.6 (1)-PD/83- P- 11 dated the 5th August, 1995 issued by the Goverment of Tripura under Sub-section 1 extending the period of the Criminal Procedure (Tripura Third Amendment) Act), 1992 No. 6 of 1992) by one year upto and inclusion of the 28th day of July, 1996 during which the said Act shall remain in force as required under the proviso to Section 1 of the Act.

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86 and 1986-87 Passed :—

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা নোটিফিকেশানটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫ ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা।

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR—1981-82, 1982-83 1983-84, 1984-85, 1985-86 nad 1986-87 passed.

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি উভয় দলের চীফ- হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ উপরোক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিরোধী পক্ষের তো কেউ হাউসে নেই। মাননীয় প্রবীন সদস্য শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী আছেন এবং উনিও বলছেন আলোচনা করবেন না। আমাদের পক্ষ থেকেও কেউ আলোচনা করবেন না। যেহেতু এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের উপর কেউ আলোচনা করবেন না, কাজেই পরবর্তী স্তরে আমরা অগ্রসর হতে পারি।

Mr. Deputy Speaker :— Now, the business before the House is voting on Demands for Excess Grants for the year 1981-82. I would now request the Hon'ble Finance Minister to move the Motion for the Expenditure Incurred in relation to the State of Tripura for the Financial year ended on the 31st March, 1982.

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Deputy Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 17, 84, 59, 463/- excluding charged expenditure of Rs. 4, 67, 34, 365/- is granted on the Account for or towards defrying charges for the following services and purposes in respect of Demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1982.

Mr. Deputy Speaker:— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister.

That a sum not exceeding Rs. 17, 84, 59, 463/- excluding charged expenditure of Rs. 4, 67, 34, 365/- be granted on the Account for or towards defrying charges for the following services and purposes in respect of Demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1982, namely :—

Demand No	Services & purposes	Sum not Exceeding
3.	Other Administrative Services	7,100/-
4.	Land Revenue	8, 03, 109/-
9.	Other Administrative Services	58,882/-
11.	Police	62,38,664/-
	Other Administrative Services	1,60,101/-
	Other Transport & Communication Services	21,740/-
12.	Jail	57, 71,101/-
	Secretariat Economic Services	22,099/-
	Other General Economic Services	5,69,182/-
13.	Other Fiscal Services	3,361/-
	Social Security & welfare	35,221/-
	Pension & other Retirement benefits	13,32,787-/
14.	Education	4,10, 569/
	Public works	6,91,81,194/-
15.	Roads & Water Transport Services.	30,871/-
16.	Food.	96,498/-
	Education.	2,20,61,308/-
18.	Medical	5,82,676/-
	Public Health Sanitation & water Supply	12,70,209/-
20.	Housing, Roads & Bridges.	19,,84,959/-
21.	Information & Publicity.	1,32,392/-
22.	Other General Economic Services	5,655/-
23.	Secretariat Social Community Services.	17,934/-
24.	Food.	4, 12,979/-
26.	Other General Economic Services	5,63,943/-

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR—1981-82, 1982-83 1983-84, 1984-85, 1985-86 and 1986-87 passed.

28.	Labour & Employment.	1,47,035/-
29.	Agriculture.	7, 37, 035/-
	Minor Irrigation	23,458/-
	Social & Water Conservation.	11,43,355/-
	Fisheries.	27,38,710/-
30.	Special & Backward Areas.	5,77,017/-
	Animal Husbandry.	20,57,973/-
35.	Minor Irrigation.	5, 76,085/-
	Power Project.	89,50,207/-
36.	Capital Outlay on Food.	1,76.527/-
	Capital Outlay on Public works	12,69,976/-
	Capital Outlay on Animal Husbandry.	8,08,927/-
	Capital Outlay on Education.	31,33,595/-
	Arts & Culture.	
	Capital Outlay on Dairy Development,	1,34,195/-
	Capital Outlay on Medical.	19.61'917 -
37.	Capital Outlay on Public Health.	4,35,784/-
	Sanitation & Water Supply (Medical Dept).	
38.	Investment in General Financial & Trading Institution.	6,66,600/-
39.	Capital Outlay on Roads & Bridges.	79,14,241/-
40	Capital Outlay on Cooperation.	9,31,983/-
41.	Capital Outlay on Agriculture.	5,45,672/-
	Loans for Agriculture.	1,08,731/-
43.	Power Projects.	2,93.17,226/-
	Capital Outlay on Irrigation	

Navigation, Drainage & Flood Control Projects.	5,35,574/-
Capital Outlay on Minor Irrigation. Soil Conservation & Area Development.	60,56.884/-
Grand Total :	17, 84,59,463/-

(The Demands for excess grants was put to vote and Passed.)

Mr. Speaker :— I would now request the Hon'ble Finance Minister to move the Motion for the Expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the Financial year ended on 31st March, 1983,

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 21,71,78, 875/- excluding charged expenditure of Rs. 2,72,86,144/- be granted on the Account for or towards defrying charges for the following services and purposes in respect of demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1983.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister.

VOTING ON THE DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR THE YEARS 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86 & 1986-87

Mr. Deputy Speaker:— Now the question before the House is the Motion moved by the Honourable Finance Minister that a sum not exceeding 21,71.78,875/- excluding charged expenditure of Rs. 2,7286,156/- is granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes in respect of Demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st. March, 1983. namely :

Demand No	Services & purposes	Sum not Exceeding
3.	Election	4,72,766
4.	Land Revenue	7,22,741
10.	District Administration	2,67,162
11.	Police	1,17,23,417
12.	Jail	3,39,803
12.	Other General Economic Services	2,34,408
13.	Stationary and Printing	32,07,410
	Pension and Other Retirement Benefits	35,24,571
14.	Public works	10,53,81,600
	Education	5,57,380
	Arts & Culture	2,680
	Medical	1,54,387
	Public Health, Sanitation & Water Supply	8,28,546
	Social Security & Welfare	2,54,387
	Forests	29,335
15.	Labour and Employment	1,52,032
16.	Education,	1,82,62,711

	Special & Backward Areas (N. E, C Schemes)		2,99,443
17.	Social Security & Welfare		2,92,639
19.	Family Welfare		12,43,847
20.	Roads & Bridges.		34,21,051
	Housing (Govt. Residential Building)		39.757
21.	Tourism		1,39,504
22.	Other Administrative Services		4,90,000
	Social Security & Welfare (Settlement) of Landless Agri-Labourer).		22,155
22.	Other General Economic Services (Improvement of Important Markets)		3,79,712
23.	Secretariat Social Community Services		1,735
26.	Other General Economic Services (Land ceiling & Land Reforms.		10,29,802

Mr. Speaker :— Demand No. 28 Labour &

	Employment (Traning of Craftsman)	Rs.	971
	Other General Economic Services (Regulation of Weights & Measures)	Rs.	14,614
30.	Special & Backward Areas (N E.C. Schemes to Animal Husbandry)	Rs.	8,78,259
	Animal Husbandry	Rs.	10,94,255
32.	Community & Development	Rs.	55,20,359
35.	Weter & Power Dev. Scheme	Rs.	49
	Minor Irrigation	Rs,	45,69,198
	Power Project	Rs.	57,72,917
36.	Capital Outlay on Education; Arts & Culture	Rs.	43,85,626

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR—1981-82, 1982-83 1983-84, 1984-85, 1985-86 and 1986-87 passed.

No.	Head	Amount
	Capital Outlay on Medical	Rs 20,27,252
	Capital Outlay on Public Health & Sanitation & Water Supply	Rs. 76,38,666
	Capital Outlay on Family Welfare	Rs. 70,154
	Capital Outlay on Social Security & Welfare	Rs. 3,58,111
	Capital Outlay on Food	Rs. 78,719
	Capital Outlay on Village & Small Industry	Rs. 2,38,090
38	Capital Outlay on Housing(Subsidies Industrial Housing Schemes)	Rs. 1,20,500
39	Capital Outlay on Roads & Bridges	Rs. 6,26,517
	Capital Outlay on Housing	Rs. 6,62,861
41	Capital Outlay on Agriculture	Rs. 10,22,529
42	Capital Outlay on Food	Rs. 93,04,961
43.	Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Drainage and Flood Control Project	Rs. 5,24, 30
	Capital Outlay on Minor Irrigation, Social Conservation & Area Development	Rs. 51,07,639
	Capital Outlay on Power Project	Rs. 96,96,571
47	Loans for Village & Small Industries	Rs. 40,00,000
	Grand Total	Rs. 21,71,78,875

(The Demand is put in to Voice Vote and PASSED).

Shri Samar Chowdhury (Finance Minister in-charge) :— Mr. Dy. Speaker sir, I beg to move before the House, On the

recomendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,69,16,620/- excluding charged expenditure of Rs. 1,32,98,987/- is granted on the Account for or towards defrying charges for the following services and purposes in respect of demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March 1994.

Mr. Dy. Speaker :— Now the question before the Houes is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 9,69,16,620/- excluding charged expenditure of Rs. 1,32,98,987/- be granted on account for or towards defrying charges for the following services and purposes in respect of Demends for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31 st March, 1994 namely :—

Demand No	Services & purposes	Sum not Exceeding
1.	Parliament, State, Union Territory Legislatures/Social Security & Welfare.	88,774
5.	Social Security & Welfare/Relief on Account of Natural Calamities/ other Social & Community Services/ other General Economic Services.	63,97,909
15.	Capital Outlay on Scientific Services and Research/Capital outlay on power Projects.	3,68,36,585
19.	Other Administrative Services/Medical/ Public Health Sanitation	

DEMANDS EOR EXCESS GRANTS FOR—1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 and 1986-87 passed.

	& Water Supply/other Social & Community Services/Special & Backward Areas.	1,02,33,487
21.	Information & Publicity/Tourism.	4,59,194
29.	Special & Backward Areas/Soil & Water Conservation/Agriculture.	7,68,932
33.	Community Development	89,96,767
35.	Public works/Miscellaneous General Services/Urban Development	13,07,904
	Capital Outlay on Public Health, Sanitation & Water Supply.	36,00,000
40.	Capital Outlay on Public Workes/Capital Outlay on Education/Capital Cutlay on Medical/Capital Outlay on Family Welfare Capital Outlay on Social Security & Welfare/Capital Outlay on Animal Husbandry/Capital Outlay on Dairy Development/Capital Outlay on Fisheries/ Capital Outlay on Village and Small Industries	83.86,098
41.	Capital Outlay on Housing/Capital Outlay on Special & Backward Areas/Capital Outlay on Roads & Bridges.	49,21,379
42.	Capital Outlay on Public Health Sanitation & Water Supplies/Capital Outlay on Minor Irrigation, Soil Conservation & Area Development/ Capital outlay on Irrigation,	1,46,19,591

New Drainage & Flood Control Project.

GRAND TOTAL 9,69,16,620

(The Demands for Excess Grants was put to vote and Passed)

Mr. Speaker :— I would now request the Hon'ble Finance Minister to move the Motion for the Expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the Financial year ended on 31st March, 1985.

Shri Samar Chowdhury (Minister) :—Mr Speaker Sir, On the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,16,47,839/- excluding charged expenditure of Rs. 14.46,56,576/- is granted on the Account for or towards defrying charges for the following services and purposes in respect of demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31 st March, 1985.

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister — that a sum not exceeding Rs. 4,16, 47,899/- excluding charged expenditure of Rs. 14,45,56,576/- be granted on account for or towards defrying charges for the following services and purposes in respect of Demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31 st March, 1985, namely :—

15 Capital outlay on Public works Capital outlay on Education/Arts and Cultural/ Capital outlay on Madical/Capital

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR—1981-82, 1982-83 1983-84, 1984-85, 1985-86 and 1986-87 passed.

	outlay on Family Welfare/Capital outlay on Social Security and Welfare/Capital outlay on Animal Husbandry/Capital outlay on Dairy Development and Capital outlay on Village and Small Industries.	61,26.707/-
17	Other Taxes and Duties on Commodities & Services/Relief on account of Matural Calamities and Power Projects	16,60,958/-
	Capital outlay on Scientific Services & Research/Capital outlay on Special & Backward Areas/and Capital outlay on Power Projects.	2,96,73,012/-
19	Capital outlay on Public Health, Sanitation & Water Supply/Capital Outlay on Minor Irrigation, soil Conservation & Area Development/and Capital Outlay in Irrigation Navigation & Drainage & Food Control Project.	20.33,031/-
31	Community Development (Panchayat)	9,03,501/-
37	Investment in General Financial and Trading Instutions,	10,00,000/-
41	Capital Outlay on Public Health Sanitation and Water Supply.	2,50,630/-
	Grand Total:—	Rs. 4,16,47,839/-

(THE DEMANDS FOR EXCESS GRANTS PUT INTO VOICE VOTE AND PASSED)

Mr. Deputy Speaker :— I would now request the Hon'ble

Finance Minister (incharge) to move the motion for the expenditure incurred in realtion to the State of Tripura for the financial your ended on 31st March 1986.

Shri Samar Chowdhur :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that a sum not exceedins Rs 8,59,83911 - excluding charged expenditure of soil is grented on the Accout for or towards defrying charged for the following services and purposes in respect of demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the Financial year ended on the 31st March, 1986.

Mr. Deputy Speaker:— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister (incharge) that a sum not exceeding Rs. 2,59,83,911/- excluding charged expenditure of nil is granted on Account for or towards defrying charges for the following scivicers and purposes in respect of Demands for Excess Grants for the experditure incurred in relation to the State of Tripura for the financial year ended on the 31st March, 1986 :—

Demand No	Services & purposes	Sum not Exceeding
17.	Other taxes & Duties on commoditions services/Relief on Account of Natural Calamities/power Projects.	1,27,66,089/-
	Capital Outlay on Scientific Services and Research/Capital outlay on Social and backward Areas/Capital Outlay on Power Project.	95,63,716/-

VOTING ON THE DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR THE YEARS 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1884-85, 1985-86, & 1986-87

22.	Other Administrative Services/Medical/Public Health, Sanitation and Water Supply/Relief on Account of Natural Calamities/Other special & Community Services/Special and Backward Areas.	31,26,685 -
24.	Information & Publicity/Tourism.	5,37,421 -
	GRAND TOTAL :-	2,59,83,911

(Then the motion was put to voice vote and the Demands for excess grants passed)

Mr. Deputy Speaker :— I would now request the Hon'ble Finance Minister-in-charge to move the Motion for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the Financial year ended on 31st Ma ch 1987.

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that a sum not exceding Rs. 9,91,55,336/- excluding charged expenditure of Rs. 13,76,936/- is granted on the Account for or towards defrying charges for the following services and purposes in respect of demands for excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for The financial year ended on the 31st March, 1987.

Mr. Deputy Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceding Rs. 9,91,55,336/- excluding the charged experditure of Rs. 13,76,936 be granted on account for or towards defraying charges for the following services and purposes in respect of demands for Excess Grants for the expenditure incurred in relation to the State of Tripura for the

financial year ended on the 31 st March, 1987 namely :—

Demand No	Services & purposes	Sum not Exceeding
14.	Public Works Education, Arts & Culture/Medical Housing/Govt. Residential Building/Social Security & Welfare/Relief on account of Natural Calamities/ Animal Husbandry/Village & Small Industries/Roads & Bridges.	5,13,19,962/
17	Capital outlay on Scientific Services & Research/Capital outlay on Special & Backward Areas/Capital outlay on Power Projects.	37,60,872/-
18	Public Health, Sanitation & Water Supply/Relief on Account of Natural Calamities/Minor Irrigation/ Irrigation & Nevigation, Drainage & Flood Control Project.s	2 78,49,005/-
22	Other Administrative Services/Medical Public Health. Sanitation & Water Supply/Other Social & Community Services/Special & Backward Areas	1,04,27,841/-
21	Information & Public/Tourism	32,964/-
27	Social Security & Welfare,	15,42,185 -
29	Loans for Social Security & Welfare.	8,14,000/-
30	Relif on account of Natural	

VOTING ON THE DEMANDS FOR EXCESS GRANTS FOR THE YEARS 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1985-86, & 1986-87

	Calamities/Special & Backward Areas/ Fisheries.	9,13,825/-
33	Capital Outlay on Housing/Capital Outlay on Co-operation/Investment in General Financial & Trading Institution/ Loans for Co operation,	2,78,656/-
43	Housing/Labour & Emplonment	7,96,861/-
49	Special & Backward Areas/ Agriculture/Soil & Water Conservatian	14,19,075/-
	GRAND TOTAL :-	9,91,55,336/-

(The Demands for excess grants was put to Voice vote and passed.)

GOVERNMENT BILLS- Introduced

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল :— "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1995 (Tripura Bill No, 5 of 1995)." উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী সমর চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill 1995 (Tripura Bill No. 5 of 1995)" এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :- এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— The Tripura Appropriation (No 3) Bill 1995 (Tripura Bill No. 5 of 1995)."

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি সভায় উত্থাপিত হয়)।

মিঃ ডেপুটী স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :- "The Tripura Approprriation (No. 4) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 6 of 1995)." উত্থাপন। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, " The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 6 of 1995)." এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— " The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 6 of 1995)."

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বিলটি সভায় উৎথাপিত হয়) ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো :- " The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of 1995)." উৎথাপন। আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, " The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of Tripura)." এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মি: ডিপুটি স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্ত্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— " The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of 1995). "

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্ত্তৃক বিলটি গৃহীত হয়)

মি: ডিপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— " The Tripura Appropriation (No 6) Bill, 1995 (Tripura Bill No 8 of 1995)." উৎথাপন। আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

সমর চৌধুরী (ভারপ্রপ্ত অর্থমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, " The Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 8 of 1995). "

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো :— "The Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1995 (Tiipura Bill No 8 of 1995)."

(সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক বিলটি উৎথাপিত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো — "The Tripura Appropiation (No. 7) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 9 of 1995)." উৎথাপন। আমি এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, "The Tripura Apporpriation (No. 7) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 9 of 1995)." এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো - "The Tripura Appropriation (No. 7) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 9 of 1995)."

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

(বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে বিলটি সভায় উৎথাপিত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো — "The Tripura Appropriation (No 8) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995)." উৎথাপন। এখন আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, "The

Tripura Appropriation (No. 8) Bill 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995). "

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো — " The Tripura Appropriation (No. 8) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995)."

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

(বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভায় উৎথাপিত হয়।)

আজকের সভায় উৎথাপিত বিলগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILLS—Passed

মিঃ ডেপুটী স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো — " The Tripura Appropriation (No. 3) Bill 1995 (Tripura Bill No. 5 of 1995)." এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (No.3) Bill 1995 (Tripura Bill No 5 of 1995). " বিবেচনা করা হউক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো- "The Tripura Appropriation (No. 3) Bill 1995 (Tripura Bill No. 5 of 1995). " বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের ধারাগুলিকে ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে সভা

কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচিটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অনুসূচীটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্ব সম্মতিক্রমে বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটিকে ভোটে দেওযা হয় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে বিলের একটি অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, " The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 5 of 1995.) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মি স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (No, 3) Bill 1995 [Tripura No. of 1995] পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকারঃ— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো,, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Appropriation (No. 3) Bill 1995 (Tripura Bill No. 5 of 1995). পাশ করা হউক।

[আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।]

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল :— " The Tripura Appropriation[No. 4] Bill 1995 [Tripura Bill No. 6 of 1995]. এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি

প্রস্তাব করছি যে, " The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 6 of 1995)." বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো : — " The Tripura Appropriation (No, 4) Bill, 1995 (Tripura Bill No, 6 of 1995)." বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৩নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(এতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার : আমি এখন বিলের অনুসূচিটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপ গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচিটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো " বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক "।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :- " The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 6 of 1995). " পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, " The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 6 of 1995)" পাশ করা হউক।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— " The Tripura Appropriation (No. 4) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 6 of 1995). " পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of 1995).

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of 1995) be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of 1995). বিবেচনা করা হউক।

(ভোটে দেওযার পর)

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে দেওযার পর)

মিঃ স্পীকার :— বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সীডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীট (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

মিঃ স্পীকার :— উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of 1995). পাশ করার জন্য প্রস্তাবটি উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of 1995 be passed.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Tripura Appropriation (No. 5) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 7 of 1995). পাশ করা হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

মিঃ স্পীকার :— আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 8 of 1995).

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House that "The Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 8 of 1995) be taken into consideration.

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো— The Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 8 of 1995).

(ভোটে দেওয়ার পর)

মিঃ স্পীকার :— (প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সীডউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, উক্ত অনুসূচীটি (সীডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো — The Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1995 (Tripura Bill No 3 of 1995) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Appropriation (No. 6) Bill, 1995 (Tripura Bill No; 8 of 1995). পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কতৃ'ক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Appropriation (No. 6) Bil, 1995 (Tripura Bill No. 8 of 1995). পাশ করা হউক।

(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কতৃ'ক গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হংলা, "The Tripura Appropriation (No. 7) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 9 of 1995).

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, The Tripura Appropiation (No. 7) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 9 of 1995.) বিবেচনা করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলোঃ অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Appropriation (No. 7) Bill, 1995. (Tripura Bill No 9 of 1995 বিবেচনা করা হউক।

(অতএব, প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো)।

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (শেডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (শেডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, উক্ত অনুসূচীটি (শেডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, — The Tripura Appropriation (No. 7) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 9 of 1995) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation (No. 7) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 9 of 1995) পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Tripura Appropriation (No. 7) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 9 of 1995) পাশ করা হউক।

(অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation (No. 8) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995). এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাবটি করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House "The Tripura Appropriation (No. 8) Bill 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995). be Considered,

Mr. Speaker :— Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department. I am now putting it to Vote. The Motion is "The Tripura Appropriation (No. 8) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995). be considered.

(The Motion Was Considersd by Voice Vote).

Mr. Speaker :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনিভোটে বিলের ধারাগুলি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মি: স্পীকার :—আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (শেডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (শেডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি (শেডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)।

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো— "বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is 'The Tripura Appropriation (No. 8) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move before the House "The Tripura Appropriation (No. 8) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995), be passed

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department. I am now putting it to vote. The Motion is "The Tripura Appropriation (No 8) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 10 of 1995), be passed.

(The Bill was passed by voice vote)

Mr. Speaker :— Now, the question before the House is "The Tripura (Courts) (Third Admendment) Bill, 1995 (Tripura Bill, No. 11 of 1995)."

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Speaker, I beg to move before the House for leave to introduce "The Tripura (Courts) Third Amendment Bill, 1995 (Tripura Bill No. 11 of 1995)."

মিঃ স্পীকার :— এই ব্যাপারে কিছু আলোচনার থাকলে করতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিলটির মধ্যে যে বিষয়টি আমরা যে কারণে এনেছি— 'ত্রিপুরা কোর্টস্ অর্ডার, ১৯৫০' এইটা এখন ইনফোর্স আছে। তার ভেতরে যে সমস্ত প্রভিশন আছে সেই প্রভিশন-এ সিভিল সাইড ত্রিপুরা জুডিশিয়েল সার্ভিস্ এইটা ক্ল্যাসিফাইড্ হয়েছে। ডিষ্ট্রিক্ট-এর ডিষ্ট্রিক্ট জাজ, অ্যাসিষ্টেন্ট ডিষ্ট্রিক্ট জাজ এবং মুন্সেফ্ রয়েছে। এখন সুপ্রীম কোর্ট থেকে একটা রুলিং হয় এবং

তাছাড়াও ল-কমিশন ডাইরেকস্মন দিয়েছেন যে সিভিল সাইডে ষ্টেটে যে জুডিসিয়েল সার্ভিস এই ক্ল্যাসিফিকেসানটাকে যে কায়দায় আছে এইটাকে চেঞ্জ করার জন্য। আমরা এইটাকে মনে করি ত্রিপুরায় যে জুডিশিয়েল সার্ভিস আছে তাতে এইটা ভালই, সঠিকই হবে। তারজন্য আমরা এইটাকে কার্যকরী করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই সংশোধনীর দ্বারা।

এইখানে সাধারণতঃ একটা জিনিসই হয়েছে অ্যাসিষ্টেন্ট ডিষ্ট্রিক্ট জাজ তাকে আমরা সিভিল জাজ সিনিয়র ডিভিশন, আর মুন্সেফ তাকে সিভিল জাজ, জুনিয়র ডিভিশন এই পরিবর্তন করা হয়েছে। শুধুমাত্র এই পরিবর্তনের জন্যই এই বিলটি আনা হয়েছে। এইটাতে খুব বেশী আলোচনার প্রয়োজন নেই। এরমধ্যে বিস্তৃত অন্য কোন রকম সংশোধনীতে রাজ্যের জুডিশিয়েল সার্ভিসে বা জনস্বার্থে কোন রকম তার প্রতিক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো— "The Tripura (Courts) (Third Amendment) Bill, 1995 (Tripura Bill No. 11 of 1995). বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং থেকে ৩নং পর্য্যন্ত বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনী ভোটে বিলের ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)
অতএব বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(ধ্বনীভোটে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura (Courts) (Third Amendment Bil', 1995) (Tripura Bill No. 11 of 1995). এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura (Courts) (Third Amendment) Bill, 1995 (Tripura) Bill No. 11 of 1995." বিবেচনা করা হউক।

মি: স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, আইন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura (Courts) (Third Amendment) Bill, 1995. (Tripuar Bill No 11 of 1995)" বিবেচনা করা হউক।

(ধ্বনীভোটে সভা কর্তৃক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়)।

STATEMENT BY THE MINISTER

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আজ সকালে মাননীয় সদস্যরা ইনফরমেশান চাই বলে দাবী করেছিলেন। আমি কথা দিয়েছিলাম আজ বিকেলের মধ্যে সেটা আমি সংগ্রহ করব। এখন পর্য্যন্ত যে ইনফরমেশান আমার কাছে এসেছে দৈনিক সংবাদে ছাত্র নিখোঁজ এই সম্পর্কে।

গত ৮-৯-৯৫ ইং বিকাল আনুমানিক ৪-৩০ মিনিটের সময় কৃষ্ণনগর নূতনপল্লীর অজয় দেব নামে ১৮ বছরের বালক স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া যায়। এই ব্যাপারে রামনগর পুলিশ ফাড়ির ২৭৮নং জি, ডি এন্ট্রি মূলে ১৩-৭-৯৫ ইং তারিখে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তকার্য্যও শুরু হয়। গত ১৬-৯-৯৫ ইং তারিখে রাত্রি অনুমান ১০টার সময় ত্রিপুরা ট্রাইবেল ভলান্টিয়ার্স ফোর্সের নামে অর্থাৎ পেড়ে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ হিসাবে দাবী করিয়া তিনটি চিঠি অজয়ের মা তাদের বাড়ীর গেইটে পায়। তদন্তে প্রকাশ পায় যে, উক্ত অজয় ইতিপূর্বে আরোও একবার তিনদিনের জন্য বাড়ী থেকে স্বেচ্ছায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। এবং পরে আবার নিজেই ফিরে আসে। তদন্তে ইহা সন্দেহনাতীতভাবে প্রমান হয় নাই যে, উগ্রপন্থী সংগঠন দ্বারা অজয় অপহরন হইয়াছে। অজয় দেব নিজেই বন্ধুদের সাহায্যে বাড়ী হইতে টাকা আদায় করার জন্য এই ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া তদন্তে প্রতীয়মান হচ্ছে বলে পুলিশ বিশ্বাস করে। তার পরিবারের লোকজনও মনে করে যে, তিনি অপহৃত হন নাই। এই সম্পর্কে অজয়ের পিতা শ্রীসুশনচন্দ্র দেব কৃষ্ণনগর নূতনপল্লী, পি, এস, ওয়েষ্ট আগরতলা এফ, আই আর,

করতে বলা হলে তিনি এফ, আই, আর, করেন নি। তবে অজয়ের পিতাও মনে করছেন না যে, তার ছেলে উগ্রপন্থী দ্বারা এখান থেকে অপহৃত হয়েছেন। তাঁর ছেলের অতীতের কীর্তিতে তিনি সন্দেহ করেন যে টাকা পয়সার দাবীতে এটা করা হয়েছে। গেইটের সামনে এইভাবে চিঠি রেখে দেওয়া হয়েছে। এখনও তদন্ত চলছে।

স্যার, বিধানসভা চলা অবস্থায় একটি কলিং এটেনশন ছিল। সেটা উত্তর ত্রিপুরার ধলাই জেলার আমবাসা বাজারের যে দুর্ঘটনা সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। সেই ঘটনা সম্পর্কে অনেকেই তখন জানতে চেয়েছিলেন। তখন যে তথ্য সেই তথ্য আমরা তখন পরিবেশন করেছিলাম। আমি এই সভার সকল সদস্যকে জানাচ্ছি যে, ম্যাজিষ্ট্রেরিয়াল ইনকুয়ারীর যে ঘটনা সেটা ১৮-৯-৯৫ ইং তাকে ভিত্তি করে আমবাসায় মেজিষ্ট্রেরিয়াল ইনকুয়ারী সরকার থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

SHORT DISCUSSION ON MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে, শর্ট ডিসকাশান এণ্ড দি মেটারস অফ আরজেন্ট পাবলিক ইমপরটেন্স। এই একটি শর্ট ডিসকাশান নোটিশ আছে, নোটিশটি দিয়েছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার মহোদয়। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে, আগামী ১৯৯৬ ইং সালের মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতার কর্মসূচীর সফল রূপায়নে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে। মাননীয় প্রস্তাবককে আমি অনুরোধ করব অযথা সময় নষ্ট না করে টু দি পয়েন্ট, যেহেতু টাইম আছে, কাজেই ইচ্ছামত বলতে হবে অকারণে কারণে এইগুলি না করে টু দি পয়েন্ট আপনি বলুন এবং যারা যারা বলবেন তাদের নামগুলি এখানে পাঠান।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, শর্ট ডিসকাশান যেটা বলা হচ্ছে, আগামী ১৯৯৬ ইং সালের মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতা অর্জন কর্মসূচী সফল রূপায়নে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে। এই আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে আমি যেটা বলতে চাইছি যে আমাদের রাজ্যে মূলত ১৯৯৩ ইং সনে মাতৃ ভাষা দিবস উৎযাপন উপলক্ষ্যে একটি ঘোষনা করা হয়েছে যে, রাজ্যকে ১৯৯৬ ইং সালের মধ্যে পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য হিসাবে ভারতের মানচিত্রে স্থান করে নেওয়ার জন্য একটি অঙ্গিকার ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে ১৯৮৯ ইং সালের প্রথম একটি জেলায়

কেরালায় পূর্ণ স্বাক্ষর জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়। এবং যেটা সবাই জানেন যে, ১৯৯০ ইং সালে সারা দেশ ব্যাপী জাতীয় স্বাক্ষরতা অভিযান সারা ভারত জুড়ে চলে এবং ভারতবর্ষকে দুই হাজার সালের মধ্যে পূর্ণ সাক্ষর করার জন্য একটি ঘোষনা বা একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

আমাদের রাজ্যে এর আগে থেকে ১৯৯০-৯১ ইং সাল থেকে আমরা জানি সেটা এখানে ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি এদের উদ্যোগে এখানে সাক্ষরতা কর্মসূচী আমাদের রাজ্যে ছিল। পরবর্তী সময়ে রাজ্যে সাক্ষরতা যে কমিটি এর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং নানা ধরনের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নির্বাচিত সংস্থা এবং জনগণ বিশেষ করে এই কার্যাসূচীর সঙ্গে এগিয়ে আসেন। আমরা আমাদের রাজ্যের বিশেষ অবস্থা জানা এবং এতেও একটি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে সবাই এটা স্বীকার করেন যে, সাক্ষরতা কাজটা বিশেষ করে শিক্ষার সঙ্গে সমাজ জীবনের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক জড়িত আছে নানান ভাবে। আমাদের মত ছোট এবং পিছিয়ে পড়া রাজ্যের সঙ্গে শুধু এই রাজ্যের কথা না সারা পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন দেশকে, জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে তার সবচেয়ে বড় যে কাজ সেটা হচ্ছে সাক্ষরতার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এরসঙ্গে চেতনার প্রশ্ন আছে। এচেতনা জাতি হিসাবে নিজের জাতিকে দাঁড় করানোর জন্য সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে প্রচেষ্টা চলছে আমরা আমাদের রাজ্যকেও এরসঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছি। বিশেষ ভাবে চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ অগ্রসর হয়েছেন। আমরা দেখেছি ভারতবর্ষ জুড়ে মূলত কেরলা, পাশ্চমবাংলা সেই গণতন্ত্রের আদর্শে শিক্ষিত যারা তারাই মূলত এই কাজটা বিশেষ ভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন। যদিও ভারতবর্ষের জাতীয় সাক্ষরতা মিশনও এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু সফলতার দিকটা এখন পর্য্যন্ত মাত্র কেরল, পশ্চিমবাংলায় দেখতে পাচ্ছি। তৃতীয়তঃ আমরা উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি আমাদের রাজ্যে। এই রাজ্যের বিশেষ অবস্থার কথা সবাই জানেন যে, এখন পর্য্যন্ত এই রাজ্যের এই যে নিরক্ষর-এর যে সংখ্যা তার যে সার্ভে হয়েছে, রাজ্যের সার্বিক সাক্ষরতা কমিটির পক্ষ থেকে দেখা গেছে আমাদের রাজ্যে ৯ থেকে ৪৫ বৎসর অবধি অর্থাৎ যাদেরকে সাক্ষরতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যাদেরকে সাক্ষর করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে তার মোট সংখ্যা হচ্ছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার এরমধ্যে উত্তর জেলাতে হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার, পশ্চিম জেলাতে হয়েছে ২ লক্ষ ৩৫

হাজার এবং দক্ষিণ জেলাতে হয়েছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার। এই যে মোট নিরক্ষর ত্রিপুরা রাজ্যে সমগ্র সংখ্যা যদি ধরি. ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাক্ষরতার হার ১৯৯১ সনের জন-গননা অনুযায়ী অথবা স্বাক্ষরতার যে সার্ভে হয়েছে তার উপর দেখা যায় যে তাতে এই রাজ্যে স্বাক্ষরতার হার হয়েছে ৬০'৩১ পারসেন্ট। পুরুষদের ক্ষেত্রে তার হার ৭০'৮ শতাংশ, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সেই হার হচ্ছে ৫০'০১ শতাংশ। কথাগুলি আমি এখানে এই কারণে তুলছি যে যদিও এখানে স্বাক্ষরতার হার ৬০ শতাংশ, ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যের চেয়ে স্বাক্ষরতার দিক দিয়ে আমরা এগিয়ে আছি, তবুও মূলত বলা যায় যে আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই এখনো আমাদের রাজ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা ৪০ শতাংশ। মহিলাদের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ৫০ শতাংশ। বিশেষ করে দূর্গম অঞ্চলে উপজাতি এলাকায়, প্রত্যন্ত অঞ্চলে মহিলাদের এই হার আরো বেশী। শুধু একটা দিক থেকে আমাদের এই রাজ্যের বৈশিষ্ট্য না, আরেকটা দিক থেকে যখন আমরা গর্বকরি যে আমাদের রাজ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে না, পৃথিবীর মধ্যে প্রথম রাজ্য, যে রাজ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ. উপজাতি অংশের জনগুষ্টি স্বাক্ষরতার আন্দোলনকে শিক্ষার আন্দোলনকে গনআন্দোলনে পরিনত করতে পেরেছিল, এবং এই আন্দোলন পরবর্তী সময়ে চেতনা প্রসারের আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে, গনতান্ত্রিক আন্দোলনে শুধু ত্রিপুরার ইতিহাসে না তা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন নজির সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কাজেই এই জন শিক্ষার আন্দোলনের এই উওরসূরী যারা এই রাজ্যে বসে আমরা লক্ষ করছি আমরা অঙ্গিকার বদ্ধ যে ১৯৯৬ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে নিরক্ষর মুক্ত করব, পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করতে চাই। এই অঙ্গিকার নিয়ে সারা রাজ্যে এই কাজ চলছে। আন্তরিকতার সঙ্গে মানুষ তা করছে এবং এই কাজে কিছু কিছু দুর্বলতা আমাদের আছে তা অস্বীকার করে লাভ নেই, আমরা লক্ষ করেছি দুর্বলতার একটা বড দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বলতা। এই কর্মসূচীকে সফল করার ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে স্বাক্ষরতা মিশন যে অর্থ এখানে বরাদ্দ করছে সেই অর্থের সঙ্গে ৮০ ভাগ তারা দিচ্ছে আর বাকী ২০ ভাগ আমাদের রাজ্য এর সার্বিক স্বাক্ষরতা কমিটিকে বহন করতে হচ্ছে। তাতে আমরা যে তথ্য পেয়েছি নিরক্ষর মানুষ যারা আছেন তাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু যে বরাদ্ধ ধরা হয়েছে তা হচ্ছে উত্তর ত্রিপুরার জন্য মাথা পিছু ৭৫ টাকা,

দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্য ৭২ টাকা, এবং পশ্চিম ত্রিপুরার জন্য ৭০ টাকা। অর্থাৎ সর্ব্বমোট তা গড়ে মাথাপিছু ৭২'৩০ টাকা। এই যে সামান্য অর্থ ব্যয় বরাদ্দ ত্রিপুরার মত একটা অনগ্রসর রাজ্যে এখানে সার্বিক স্বাক্ষরতার আন্দোলনকে ফলপ্রসু করতে গিয়ে বাস্তবে যারা কাজ করছে মাঠে ময়দানে, গ্রামাঞ্চলে, আমরা তাতে যে নানা অসুবিধার সম্মুখে পড়ছি সেগুলি হয়তো সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশন গঠন হয়েছে, অন্য যে বড় বড় রাজ্যগুলি বা অনুন্নত যে রাজ্যগুলি সেই রাজ্যগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন কিন্তু আমরা যখন আমাদের রাজ্য থেকে চলছি দুর্গম পাহাড়ী এলাকা অথবা নিতান্ত গরীব অংশের মানুষ যেখানে শতকরা ৭০ জন বা তারও বেশী লোক দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে, সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা এই কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি, গ্রামাঞ্চলে যখন স্বেচ্ছাসেবির লোকেরা কাজ করতে যাবেন তখন গিয়ে দেখবেন যে সেখানে যারা বসবেন তাদের বসার জন্য সেখানের পঞ্চায়েতগুলি বা স্বেচ্ছাসেবি সংস্থাগুলি বসার জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারছেনা, ধারি নেই, চাটাই নেই। যারা দিনের বেলায় ক্ষেত খামারে কাজ করে, মানুষের বাড়ীতে কাজ করে রাত্রের বেলায় যখন তারা আন্তরিকতার সহকারে পড়তে আসেন তখন দেখা যায় যে সেখানে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই, কেরসিন তেল নেই, তার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। এই যে অর্থ বরাদ্দ সামান্য ৭২ টাকা ৩০ পয়সা করে সেই টাকা দিয়ে সেই বসার ব্যবস্থা সেই কেরোসিনের ব্যবস্থা, সেই সামগ্রিক কাজ, এমন কি তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া স্বাক্ষরতার আন্দোলনকে একটা গণআন্দোলনে অথবা একটা চেতনার আন্দোলনে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে যে প্রচার মূলক আন্দোলন, যে সাংস্কৃতিক কর্মসূচী যার মধ্যে রাজ্যের বিরাট অংশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিত অংশের মানুষ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং নিরক্ষর যারা তাদেরকে এদের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য গণ চেতনা প্রসারের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে রূপ দিতে গিয়ে প্রচার মূলক কর্মসূচীর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ দরকার আমরা দেখছি সেই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক যে অপ্রতুলতা সেটা মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা এটা বলবো যে আমাদের রাজ্যে সার্বিক সাক্ষরতা অর্জনের কর্মসূচী সফল করার জন্য উত্তর ত্রিপুরাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে পশ্চিম ত্রিপুরাতে হাত দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরার সাথে সাথে

দক্ষিণ ত্রিপুরাতেও আমরা একাধিক স্বেচ্ছা সেবা বাহিনী গড়ে তুলা হয়েছে বি. টি. টীচার, ট্রেইণ্ড মাস্টার কর্মচারীদেরকে এর সংগে যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য জোড়ে একটা পরিকাঠামো আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি। পশ্চিম ও দক্ষিণ ত্রিপুরাতে প্রাথমিক মূল্যায়ণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচীতে আমরা অনেকটা সফল হয়েছি। কারণ আমরা দেখছি যে আমরা যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী লোক বয়স্করা এগিয়ে এসেছেন। যে পরীক্ষা কেন্দ্রে একশো জনের উপস্থিতি আশা করেছিলাম সেখানে আমাদেরকে পরীক্ষা কেন্দ্র বাড়াতে হয়েছে হেডকোয়াটার থেকে নূতন করে প্রশ্নপত্র এনে পরীক্ষা নিতে হয়েছে। এটা মনে হয় যেন একটা উৎসবে পরিনত হয়েছে। তবে তার দুর্বলতাও রয়েছে। এর মধ্যে বিরাট অংশের মানুষকে আমরা যুক্ত করতে পারছি না। তার জন্য উগ্রপন্থী কার্যাকলাপ দায়ী। এছাড়া মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড এলাকার একটা বিরাট অংশের মানুষ এই আনন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে না। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে উপজাতি মা বোনেরা ভাল সাড়া দিয়েছেন। পঞ্চায়েত এবং স্বশাসিত জেলাপরিষদের নির্বাচনে ব্লক লেভেলে পঞ্চায়েত স্তরে বিরাট অংশের মানুষ যুক্ত হলেও এই স্বাক্ষরতা অর্জন করার আন্দোলনে অতটা সাড়া পাই নি। উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ এই পথে বাধাঁর সৃষ্টি করছে। আমরা আগামী ১৯৯৬ সালের মধ্যে সার্বিক স্বাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মসূচী সফল রূপায়ণ করতে পারব কি না, জানি না। তবে শহরাঞ্চলে আরও বেশী করে স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গঠন করতে হবে এবং আরও বেশী লোককে যুক্ত করতে হবে। তার জন্য আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এবং উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ দূর করতে হবে

আরো বেশী বেশী শিক্ষিত অংশের মানুষ, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের মানুষ এই অভিযানে নিজেদের যুক্ত করে। স্যার, আমাদের এটাও দেখতে হবে, গ্রামাঞ্চলে উগ্রপন্থীদের কারণে যে প্রতিকুলতার সৃষ্টি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠা যায়। কেরোসিনের অভাবে যেন, রাত্রের পড়া বিঘ্ন না হয়। সাথে সাথে এই কাজের জন্য যাতে আরো বেশী করে পরিকল্পনা যুক্ত করা হয়। স্যার, প্রথম দিকে কাজে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, বর্তমানে পঞ্চায়েত ইলেকশান এবং এ, ডি, সি ইলেকশনের ফলে এর কিছুটা ভাটা পড়েছে। এই স্বাক্ষরতা অভিযান সফল করার জন্য যে সব কমিটি

আছে, জেলা কমিটি, ব্লক লেভেল কমিটি, পঞ্চায়েত কমিটি তাদের আরো সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। আমরা দেখেছি, আমাদের সব দুর্বলতা সত্ত্বেও সেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি এই কাজে ঝাপিয়ে পড়েছেন। নিরক্ষরতা দূর করে স্বাক্ষর অভিযান সফল করার জন্য চেষ্টা করবেন। রাজ্যের সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভারতবর্ষের মানচিত্রে ত্রিপুরার স্থান করার জন্য, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছেন স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখছি, এই কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যেন ব্যয় ভার বহন করা হয়। রাজ্যের সমস্ত দল মত নির্বিশেষে আমি সবার কাছে আবেদন রাখব এই কাজে যেন সবাই এগিয়ে আসেন, যাতে আমরা ১৯৯৬ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে সার্বিক এবং নিরক্ষর দেশ হিসাবে গঠন করতে পারি। এই বলেই আমার নোটিশের উপর বক্তব্য রেখে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, রাজ্যের স্বাক্ষরতা আন্দোলন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে আর্থিক দুর্বলতা রয়েছে তা কাটিয়ে তুলার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীনমীর দেব সরকার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। নিরক্ষরতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই পরিতাপের সঙ্গে এই সভায় বলতে হয়, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা স্বাধীনতার ৪৯ বৎসরের পদার্পন করেছি। এই ৪৯ বৎসরে এসে আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে নিরক্ষরতায় প্রথম দেশ। আমাদের দেশের ৮৮ কোটি মানুষের মধ্যে ৩৪ কোটি মানুষই নিরক্ষর। স্যার, আজকের এই সভায় যারা উপস্থিত আছেন তাঁদের লক্ষ্য করে বলতে চাই, আজকে ভারতবর্ষের মানুষ জানতে চায়, কার অপরাধে ভারতবর্ষের ৩৪ কোটি মানুষ নিরক্ষর ? নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ? স্যার, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যারা পরিচালনা করছেন, আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের বা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে যারা কাজ করছেন সেই শ্রেণীর সংখ্যা মাত্র ১০ থেকে ১৫ ভাগ। এই ১০ থেকে ১৫ ভাগ অংশের মানুষ দেশের ৮১ ভাগ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছেন।

এটা সবাই জানেন যে একটা দেশের অগ্রগতির দর্পন হচ্ছে সেই দেশের মানুষ কতটা শিক্ষিত। কিন্তু সেই দর্পন আমাদের দেশের মধ্যে অন্ধকারে নিমজ্জিত।

যদিও আজকে ৪৯ বৎসর বয়সে এসে আমরা বলতে পারি দেশের আমাদের শতকরা ৫২ জন মানুষ শিক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু এরা কারা ? এরা হচ্ছে অধিকাংশ শহরবাসী। শহরের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ৫২ শতাংশ হলেও গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা ৪৪·২২ পার্সেন্ট। তার মধ্যেও যারা সবচেয়ে বেশী নিরক্ষর যাদের নীতির কথা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা রয়েছেন সেই কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার যারা প্রতি মুহুর্তে যাদের কথা বলে থাকেন, মায়া কান্না কাঁদছেন তারা হচ্ছে নারী সমাজ। কিন্তু তাদের দিকে ? তাকাবার সময় তাদের নেই। আমাদের দেশের অর্দ্ধেকই হচ্ছে নারী সমাজ এবং তাদের শিক্ষিতের হার হচ্ছে শতকরা ৩৩·৫৮ পার্সেন্ট এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন ১৯৬০ ইং সালের মধ্যে সার্বজনীন শিক্ষা আমাদেরকে চালু করতে হবে, বয়স্ক শিক্ষা আমরা চালু করব, দেশের মধ্যে নিরক্ষর মানুষ আর থাকবে না। ১৯৬০ ইং সাল পেরিয়ে আজকে ১৯৯৫ ইং সালে আমরা পদার্পন করেছি। কিন্তু এখনও আমাদের দেশের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন মানুষ নিরক্ষর রয়েছেন। এটা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, এটা আমাদের দেশের সামনে আজকে একটা বিরাট কোয়েশ্চান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা আমাদের দেশের সামনে একটা জ্বলন্ত সমস্যা যে এখনও আমাদের দেশে শতকরা ৪৮ জন মানুষ নিরক্ষরতায় নিমজ্জিত, দারীদ্রতায় ধুঁকছে, দেশের মধ্যে লক্ষ কোটি বেকার। এই দেশের মানব সম্পদের প্রতি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিচালনায় যারা রয়েছেন এদের কোন নজর নেই। আজকে দেশে কেন এত নিরক্ষর ? আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতি ছিল না, বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোন নীতি ছিল না, দরিদ্র দূরীকরণের জন্য কোন নীতি ছিল না। তার জন্য কারা দায়ী ? এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে আমি তাদের কাছে আবেদন করতে চাই সেই সব বিবেকবান মানুষদের প্রতি যে আজকে আমাদের দেশ ৪৯ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত করেছে, কিন্তু দেশের মানুষের প্রতি যারা বেইমানী করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে। তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব এই দেশের ৮৮ কোটি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই ইউ, এন, আই-তে ১৯৮৫ ইং সালে লক্ষ্য করা হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে নিরক্ষর বেশী এবং তার মধ্যে ভারতবর্ষও একটি দেশ। ভারতবর্ষও সেখানে ছিল। সেখানে ঠিক হয়েছে যে এই উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রগ্রাম তৈরী করে ইউ, এন, আই অন্তর্ভুক্ত

উন্নয়নশীল দেশগুলি সহ ইউ, এন, আই থেকে টাকা নিয়েও সেই দেশগুলিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা করা হবে। আমাদের দেশে এই প্রগ্রামকে লক্ষ্য রেখে ১৯৮৮ ইং সালে এন, এল, এম বা জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশন পত্তিত হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও সুপার স্ট্রাকচার তেরী করা হয়েছে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য। ১৯৮৮ ইং সালে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু তারা কোন কাজ করেন নি। বামফ্রন্ট সরকার এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নিয়েছেন। আজকে কলে-কারখানায়, ক্ষেতে-খামারে, অফিস-আদালতে সবাই জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এখানে একটা আন্দোলন চলছে। নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর জ্ঞান দেবার জন্য একটা প্রচেষ্টা চলছে। গ্রাম-শহর থেকে, অফিস আদালত থেকে সমস্ত অংশের মানুষ এই কাজের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েছে। ১৯৮৮ সালে এই সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আমাদের রাজ্যের মধ্যে ৫ বছর জোট সরকার রাজ্যে পরিচালনা করেন কিন্তু একবারের জন্যও এই নাম উচ্চারণ করেন নি। জানি না কেন উচ্চারণ করেন নি। মানুষ শিক্ষিত হয়ে গেলে কোনটা আসল কোনটা নকল এটা বুঝতে শিখবে। যারা তৎকালীন সরকার পরিচালনা করেছিলেন অন্ধকারের চিন্তা ভাবনা যারা করেন তারা মানুষের মধ্যে আলো পৌঁছে যাক, মানুষ শিক্ষিত হোক এটাকে ভয় করে কিনা আমি জানি না, যে কারণে কর্মসূচী তাঁরা হাতে নিতে পারেন নি, এটাই তো বলব, এটা ছাড়া বলার আর কি আছে। আমরা পাশাপাশি লক্ষ্য করলাম পশ্চিম বাংলার বর্ধমানে, কেরালার আর্নাকুলাম এবং সমগ্র কেরালাকে নিরক্ষর মুক্ত করা হয়েছে। কারা করেছে? লক্ষ কোটি জনগণ সাহায্যের হাত নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি জনগণ ছাড়া এই সমস্ত কাজ সমাপ্ত করা কোন মতেই সম্ভব নয়। আমাদের রাজ্যে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রগ্রাম এই বামফ্রন্ট সরকার যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা দিয়েছেন ২,০০০ (দুই হাজার) সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে নিরক্ষর মুক্ত করবেন। কোথায় নিরক্ষরতামুক্ত করবেন কি ভাবে করবেন আমি জানি না। নিরক্ষরতা মুক্ত করার জন্য যদি রেডিওতে কয়েকটি বক্তব্য এবং টি. ভি'তে কয়েকটি প্রগ্রাম জুড়ে দিলে দেশের মানুষ নিরক্ষর মুক্ত হয়ে যাবে এটা ভেবে যদি কোন সরকার কেন্দ্রীয় সরকারই হোক বা রাজ্যে সরকারই হোক তাহলে এই রাজ্যে আদৌ এই কাজ বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না এটা হলপ করে বলা যায়।

টি. ভি এবং রেডিও ছাড়া আর কিছুতেই প্রচার করছেন না। কিন্তু আমাদের রাজ্যের মধ্যে প্রত্যেকটা ডিষ্ট্রিক্টেই এই কাজ সাফল্য জনক ভাবে এগিয়ে চলেছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু এই কাজ করার জন্য যাদেরকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব নিতে হবে সেই অংশের মানুষ এগিয়ে এসেছে আমাদের রাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরতা অভিযান চালাবার জন্য। যে কাজটা প্রথমেই করতে হবে সেটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা এবং যারা শিক্ষিত হয়েছেন তারা সমাজের মঙ্গলের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য জাতির উন্নয়নের জন্য এবং দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন। দেশের অধিকাংশ মানুষকে নিরক্ষর রেখে একবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষকে পৌঁছানো যাবে না এটা যারা বুঝেন, যারা মনে করেন শিক্ষিত মানুষ তাদেরকে আগে জাগরনে এগিয়ে যেতে হবে, তাদের আগে নিরক্ষরদের শিক্ষিত করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যে প্রগ্রাম শুরু করেছি সেটা বেশী দিন হয়নি ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের এখানে প্রতিটি গ্রামে পঞ্চায়েত থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েত কমিটি যখন গঠন করা হয়েছে আমাদের রাজ্যের মধ্যে এটা লক্ষ্য করেছি প্রতিটি অফিসে, প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে যেখানেই যাওয়া হোক না কেন সেখানে গেলেই দেখা যাবে "চল পড়ি দেশ গড়ি" এবং আরও নানা ধরনের প্রচার লেখাপড়া শেখার জন্য ওয়ালে, অফিস ঘরে, স্কুলে ইত্যাদি জায়গায় লাগিয়ে রাখা হয়েছে। মানুষের যে সংস্কৃতি রয়েছে, মানুষের সংস্কৃতি বলতে আমি জানি না যারা কেন্দ্রীয় সরকারে আছেন তাঁরা সংস্কৃতি বলতে কি বুঝেন ? আমি যেটা বুঝি মানুষের জীবনের কথা, মানুষের সমস্যার কথা, মানুষের উন্নয়নের কথা যে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বলা হয় এটাই হচ্ছে সময়োপযোগী এবং বাস্তব সংস্কৃতি। মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করে থাকবেন এবং মিঃ স্পীকার স্যার, আপনিও লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আজকে পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য এবং মানুষ নিরক্ষর হলে পর মানুষের জীবনে কোথায় কোথায় অভিশাপ সেগুলিকে ভিত্তি করে গান তৈরী করা হয়েছে, নাটক তৈরী করা হয়েছে এবং কবিতা তৈরী করা হয়েছে মানুষের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করার জন্য। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন নিরক্ষরতার আন্দোলন বামফ্রন্ট সরকার তৃণ মূলে এই অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি দক্ষিণ ত্রিপুরার অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি, আমার জীবনে

কখনও এই রকম অভিজ্ঞতা হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের ৩টি ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার নিরক্ষর ৪৫ বছরের উর্দ্ধ'সহ। এক দিনে সার্ভে করে দক্ষিণ ত্রিপুরায় কোথায় কোথায় নিরক্ষরতা আছে তাদের খুঁজে বের করার জন্য এক দিনে সার্ভে করেই বের করে নিয়েছেন।

আমাদের যারা রিসোর্স পারসন আছেন মাষ্টার ট্রেনার আছেন, সব মিলিয়ে আমাদের রাজ্যে ৬০ থেকে ৭০ হাজার কর্মীর দরকার। কারণ ১০ জন নিরক্ষরকে শিক্ষিত করতে ১ জন শিক্ষিত লোকের দরকার। আমরা লক্ষ্য করছি স্যার লার্নারদের জন্য এন, এল, এফ যে টাকা ধার্য্য করেছেন তা হল ৭০ টাকা ধার্য্য করছেন। আমাদের এই টাকায় খাতা দিতে হচ্ছে, একবার খাতা শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার খাতা দিতে হচ্ছে, পেন্সিল একবার শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার দিতে হচ্ছে। এই নিরক্ষরতা দূরীকরণত আগের নিরক্ষরতা দূরীকরণের মত নয়। যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণের মধ্যে ছিল বাপের নাম লিখতে হবেনা, 'র' কিরকম ছবি, আর 'ম' কিরকম ছবি এই রকম ছবি চিনতে পারলেই তুমি শিক্ষিত হয়ে যাবে। এইরকম শিক্ষিত যারা আছেন তাদের যোগ করেই কেন্দ্রীয় সরকার দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে ৫২ পারসেন্ট শিক্ষিত আছে। কিন্তু আমরা যে প্রগ্রাম নিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে একটা লোককে পড়তে শিখাতে হবে লিখতে শিখাতে হবে, গুনতে শিখাতে হবে। এই তিন পদ্ধতিতে এগোচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার। সেইক্ষেত্রে এই পদ্ধতিগুলি মেইন্টিন করার জন্য আমাদের টাকার প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যের ভলানটিয়াররা যেভাবে অংশ গ্রহণ করছেন, সমস্ত অংশের মানুষ রয়েছেন। কিন্তু এইটা অত্যান্ত পরিতাপের যে, এই শিক্ষার আন্দোলনের ক্ষেত্রে ত কোন রাজনীতি নেই, কিন্তু কোন কোন রাজনৈতিক দল এই শিক্ষার আন্দোলন যাতে এগিয়ে যেতে না পারে তার জন্য বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা করছেন। আমি এইখানে যেটা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে এই ৭০ টাকায় এই নিরক্ষরতা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব না। আমাদের টিফিনের জন্য ১ পয়সা প্রয়োজন নেই, স্বেচ্ছায় এই কাজ যারা করছেন, তাদের জন্য টাকা চাইনা, কিন্তু একটু কেরোসিন ত চাই, বসার জায়গাটা ত চাই, ৭০ টাকা দিয়ে করা যাচ্ছেনা। আমরা এইটাকে একটা টপ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই রাজ্যের মধ্যে মাঝখানে কতগুলি

জনগণের প্রয়োজনে ২-৩টা নির্বাচন হয়ে গেছে। তাতে গতিটা কিছুটা শ্লথ হয়েছে। কিন্তু আমরা এইটাও লক্ষ্য করেছি যারা এই কাজে আমাদের সাহায্য করছেননা, যারা শিক্ষার শত্রু নিরক্ষরতা দূরীকরণের শত্রু তারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু, তারা চায় দেশে দারিদ্রতা আরও বাড়ুক, তারাই এই রাজ্যের মধ্যে প্রচার করছে বামফ্রণ্ট সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণের নাম করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। তাদের আমি আহ্বান করব আসুন আমাদের সংগে, এসে দেখুন, যারা কাজ করছেন, তাদের সংগে কোন রাজনীতি নেই, কি কংগ্রেস করেন, কি সি, পি, এম করেন এইটা কোন প্রশ্ন নয়। দেশের মানুষ শিক্ষিত হলে, রাজ্যের মানুষ শিক্ষিত হলে আপনি কংগ্রেস করেন আপনি যেটা বলছেন কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা মানুষ তা বুঝবে। আমরা যারা সি, পি এম করি আমরা কোনটা সত্যি বলছি, কোনটা মিথ্যা বলছি মানুষ বুঝে আসলটাকে গ্রহণ করবে এবং নকলটাকে বর্জন করবে। এই রাজ্যের এক অংশের রাজনৈতিক দল এবং কিছু স্বার্থান্বেষী লোক মিথ্যা প্রচার করার চেষ্টা করছেন। এই রাজ্যের মধ্যে নতুন করে বামফ্রন্ট সরকার শুরু করেছে। যেসমস্ত সেণ্টার খোলা হয়েছিল এর মধ্যে এইটা স্বীকার করতে হবে কিছু কিছু সেণ্টার বন্ধ হয়ে আছে। সেগুলি রিভাইভ করা হচ্ছে এইটাকে পুরা উদ্যমে চালানোর জন্য। আমাদের এই বিধানসভা থেকে আমাদের যে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, একটু কেরোসিন তেল দেওয়ার ক্ষেত্রে, একটু বসার জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে, কোন কোন জায়গায় আমরা এইগুলি ব্যবস্থা করেছি, গ্রামীণ স্তরেই ব্যবস্থা করেছি এবং সেইক্ষেত্রে এই টাকা যাতে আমাদের রাজ্যের জন্য বিশেষ ক্যাটাগরী রাজ্য হিসাবে আমাদের রাজ্যের জন্য টাকা যাতে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তার জন্য আমি আবেদন করব এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এইটাও আবেদন করব আমাদের নির্বাচিত যেসব সংস্থা আছে সেইসব সংস্থাগুলি আর একটু উদ্যোগ নিয়ে এই স্বাক্ষরতা অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যান এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকারের উত্থাপিত প্রস্তাবকে সমর্থন করে আলোচনা করছি এই পার্বত্য ত্রিপুরায়

আমরা দেখি সেই ১৯৪৮ সাল থেকে জন শিক্ষা সমিতির নাম করে মহারাজার আমল থেকেই সেই শিক্ষার আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যে চলছে সেটা আমাদের শ্রদ্ধেয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের নেতৃত্বে সুধন্য দেববর্মা প্রমুখ ব্যক্তি যারা এই ত্রিপুরাকে শিক্ষার আঙ্গিনায় আনার জন্য চেষ্টা করেছেন। ১৯৬২ সাল থেকে তাদের সেই আন্দোলনে বাধা পড়ে যায়। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত এই ত্রিপুরায় সার্বিক স্বাক্ষরতার যে আন্দোলন সেটাকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ খুব গৌনভাবে দেখেছেন। তার পরবর্তী সময়ে ১৯৭৮ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকে দশটা বৎসর এই আন্দোলনের উপর কাজ করার পর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষের ৩য় স্থানে রয়েছে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যগুলিকে দেখলে পরে দেখা যায় আমরা সেখানে ৬০'৫৪ পয়েন্ট এই রকমের কাছাকাছি রয়েছি। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর জোট সরকারের আমলে এই আন্দোলন আবার থেমে যায়। আমাদের ৩য় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, শপথ গ্রহণের পর আমি চাকমা শরনার্থী শিবিরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে গিয়ে আমি দেখেছি যে সেখানে শিক্ষার আলো বাতাস এখনও ঢুকেনি, এই আলো বাতাস থেকে ওরা বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। জোট আমলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদের সমস্ত রকমের সুব্যবস্থার জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছিল ওরা সেই অর্থকে কনট্রাকটারদের মাধ্যমে নয় ছয় করেছে। সেই অর্থ তাদের কোন কাজে লাগেনি। আমি দেখেছি সেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা খুব খারাপ। আমি তখন তাদের এই দুইটা সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি, আমি এটা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রিপোর্ট করেছি। স্যার, এই সরকার আসার পর থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে নিরক্ষরতার মধ্যে আমার অভিযান শুরু করেছে এবং তার সুফল আমরা গত দুই বছরের মধ্যে দেখতে পাই। স্যার, গত কয়েকদিন আগে সাংবাদিককে নিয়ে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোদাছড়াতে গিয়েছিলেন, আমিও গিয়েছিলাম ওনার সঙ্গে। সেখানে কৃষিদপুর থেকে একটা বড় প্রকল্প চলছে এবং এতে সেখানকার সমস্ত লোক খুব খুশী। সেখানকার সমস্ত লোকজন তার জন্য আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছে। আমাদের সঙ্গে যে সাংবাদিক বন্ধুরা ছিলেন ওখানে কয়টা স্কুল আছে এবং তাতে মাষ্টার মহাশয়গণ যান কিনা এই সম্পর্কে। আমি শুনেছি ওরা তার উত্তর দিয়েছে এবং বলেছে যে আমাদের স্কুলের মাষ্টার মহাশয়গণ ঠিকমতই আসেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এই জায়গাটা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী থেকে দুশত কিলোমিটার

দূরে, সেখানে এটা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী থেকে ২০০ কিমি দূরে এটা কি কল্পনা করা যায় যে আমাদের সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযান সুদূর প্রসারী সেই খেদাছড়াতেও চলছে। সেই খেদাছড়াতেও সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযান চলছে। সেটা পেচারথল ব্লকের অন্তর্গত। সেই পেচারথল এর মধ্যে ৫, ৬, ৮, সেন্টারগুলি রয়েছে। সেই সেন্টারগুলির অংকের মধ্যেই খেদাছড়া যুক্ত।

সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযান আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন রেলি যখন করতে যাই তখন সেখানে অসংখ্য পড়ুয়ারা উপস্থিত থেকে সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সেই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন বিখ্যাত লেখক এবং নাট্যকারদের নাটকগুলি পরিবেশিত হয়। সেই সব নাট্যকারদের মধ্যে আমিও একজন নাট্যকার। আমি গত বইমেলায় সার্বিক স্বাক্ষরতার উপরে আমি একটি নাটক লিখেছিলাম সেটিকে উপস্থিত করেছি। এবং আমার সেই নাটক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়েছে। সেই নাটকের মাধ্যমে এটাই দেখানো হয়েছে যে নিরক্ষরতা থাকলে আমাদের নানাভাবে বঞ্চিত হতে হয়। এই নিরক্ষরতা আমাদের কাছে অভিশাপস্বরূপ। এই অভিশাপের হাত থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে।

এই সার্বিক স্বাক্ষরতার কাজকে আমি ছোট বলে মনে করি না। এই সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে আর্থিক সাহায্যের প্রবনতা সেটা আরো বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। কারণ আমাদের পেচারথল ব্লকের মধ্যে যে ৫, ৬, এবং ৮ সেন্টরগুলি আছে সেখানে আমরা বিভিন্ন ধরণের অভিযোগের কথা শুনতে পাই। সেখানে আমরা পড়ুয়াদের দাবীমত কেরোসিন দিতে পারিনা, তাদের বইপত্র, কাগজ কলম ইত্যাদি দিতে পারি না। তথাপি আমরা এই সার্বিক স্বাক্ষরতা অভিযানে অনেক সাফল্য লাভ করেছি। আমাদের এই রাজ্যে সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযান যে ভাবে সাফল্য লাভ করেছে তা, আর অন্য কোন রাজ্যে হয়নি। আমি অনেক রাজ্য ঘোরেছি। আমি আসামে লামডিং থেকে আরম্ভ করে অনেক জায়গায় গিয়েছি। সেখানে সার্বিক স্বাক্ষরতার নামগন্ধও নেই। তারপর আমি মিজোরামেও গিয়েছি। সেখানে সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযান কিভাবে হয় সেটা তারা জানে না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই সার্বিক

স্বাক্ষরতা অভিযান সুদূর প্রসারী হয়েছে। এবং এই স্বাক্ষরতা অভিযানকে সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলার জন্য আমাদের বন্ধু এবং বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকারা অগ্রসর হয়ে এসেছেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যদি আমরা আরো বেশী করে আর্থিক সাহায্য পাই তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আগামীদিনে এই সার্বিক স্বাক্ষরতা অভিযান আরো অধিক পরিমানে সাফল্যলাভ করবে। আমাদের ত্রিপুরাতে এখনো এমন লোক আছে যাঁরা পঞ্চাশের উপরে বয়স অথচ তারা নিরক্ষর তারা ২০ এর উপরে গুনতে পারে না। এমন কি আমার মাও ২০ এর উপরে গুনতে পারেন না।

আমার ছেলেরা প্রশ্ন করে তিন কুড়িতে কত। তিন কুড়িতে যে ষাট হয় সেটা সে জানে না। এই ভাবে কুড়ি কুড়ি করে সে গুনতে পারে। কিন্তু তিন কুড়িতে কত বা চার কুড়িতে কত সেটা সে জানে না। ১২৬২ সাল থেকে যদি ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযান চলত যেমনটা চলছে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ ইং পর্যন্ত-সেটা হলে ত্রিপুরার স্বাক্ষরতার হাল এমনটা থাকত না। ১৯৯৬ সালে ত্রিপুরাকে আমরা নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে সময়সূচী ঘোষণা করেছি সেটা আরোও ভাল ভাবে সফল হত যদি ১৯৬২ সাল থেকে ত্রিপুরাতে এই ধরনের অভিযান জারী থাকত। আমার বাবা গুনতে পারতেন না। উনারা যখন হরিণ শিকার করতে গেতেন তখন কয়টি হরিণ মারলেন সেটা উনারা গুনতে পারতেন না। গাছের ডাল ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে সেই হিসাব তারা অন্য প্রসেসে রাখতেন। যদি আগে থেকে সেই উদ্যোগ নেওয়া হত তাহলে তাদের বা আমাদের এই অবস্থা হত না। কেন্দ্রীয সরকারের কোন উদ্যোগ কোন দিনই সেই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ছিল না। এখন কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ব্যাপারে এগিয়ে আসে তাহলে আমরাও তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যেই সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযান সফল করতে পারব। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বঞ্চনার পরও আমরা আশা করছি ৯০ শতাংশ সফল হব। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে আগামী দিনে ত্রিপুরার নিরক্ষর মানুষের স্বাক্ষরতার কথা চিন্তা করে এগিয়ে আসেন এই আবেদন রেখে এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা মহোদয়। ৫ মিনিটের জন্য শেষ করার অনুরোধ করছি। কারণ হাতে সময় খুবই অল্প।

শ্রী প্রণব দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আগমী ৯৬ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে পূর্ণ স্বাক্ষর করার জন্য আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য মাননীয় সদস্য সমীর দেবসরকার যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আমাদের সমাজে নিরক্ষরতা এবং দারীদ্রতা রয়েছে। দারীদ্রতা হচ্ছে আমাদের সমাজের শত্রু এবং অগ্রগতির শত্রু। দারীদ্রতার পিছনে মূল কারণই হচ্ছে নিরক্ষরতা এটা সবাই জানেন। কাজেই আমাদের রাজ্যের শুধু নয় ভারতবর্ষের যে কোন জায়গার কথা ধরা হউক না কেন যেখানে মানুষ নিরক্ষর থাকবে সেখানে দারীদ্রতাও থাকবে। দারীদ্রতা বাড়লে পড়ে সমাজের মধ্যে সব ধরনের ঝামেলা সৃষ্টি হয়। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বলা হয়েছে যে আগামী ৯৬ সালের মধ্যে ত্রিপুরাকে পূর্ণ স্বাক্ষর করা হবে। এই সঙ্গে আমরা লক্ষ করেছি যে, রাজ্যের একটি জেলার সঙ্গে অপর জেলার কিছুটা ভৌগোলিক পার্থক্য রয়েছে। নিরক্ষরতা দূর করা কিন্তু একটি বিশাল কাজ এবং দায়িত্ব। এটাকে হাল্কাভাবে নিলে চলবে না। কাজেই আমি বলতে চাই নিরক্ষরতা দূর করার জন্য শুধুমাত্র আর্থিক প্রতি-বন্ধকতার কথাই বলছি না আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে যাতে তারা নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়। ১৯৯৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা মুক্ত করার যে আওয়াজ সেটা তখনই সার্থক হবে যেভাবে সূর্যের আলো পৃথিবীতে ছড়ায় সেই ভাবে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি বাড়ীতে স্বাক্ষরতার আলো পৌঁছে দিতে হবে।

আবার যদি এটাকে আমরা গভীর ভাবে উপলব্ধি করি তাহলে নিরক্ষর মুক্ত করা এটা একটা বিরাট কাজ। কাজেই আমি যেটা বলতে চাই নিরক্ষরতা দূর করতে গেলে পরে এখানে শুধু আর্থিক প্রতিবন্ধকতার কথা আমরা শুধু বলতে পারি না। সেখানে আমাদের শিক্ষিত অংশের মানুষের মধ্যে সেই মানসিকতা তৈরী করে এবং আমাদের দেশের দারীদ্রতা এবং নিরক্ষরতাকে মুক্তকরার জন্য আমাদের একতা এই জিনিষটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কাজেই আমাদের রাজ্যের মধ্যে ১৯৯৬ ইং সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত করার জন্য যে ঘোষনা এই ঘোষনা আমরা তখনই সফলতা

অর্জন করতে পারব যদি আমাদের রাজ্যের মধ্যে ভৌগলিক অবস্থার দিক দিয়ে আমাদের যে কিছু বাঁধা রয়েছে সেটাকে যদি আমরা অতিক্রম করতে পারি যেমন সব জায়গায় সূর্যের আলো প্রথরিত হলে যেমন সারা পৃথিবীর মধ্যে সেটা আলোকিত করে। কাজেই এই যে আওয়াজ নিরক্ষরতা মুক্ত করার এই আওয়াজটাকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে ভৌগলিক অবস্থার যে কিছু বাধা রয়েছে সেটাকে অতিক্রম করে যদি আমরা সমানভাবে নিয়ে যেতে পারি, সেটাকে সমান করার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে উপজাতি এলাকার মধ্যে যদিও পূর্ণ স্বাক্ষর অর্জন করার লক্ষ্যে একটা বিরাট অংশের নিরক্ষর তাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল জন শিক্ষায়। কিন্তু আজ অবধি বিরাট অংশের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হয়নি। কাজেই আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এখনও উপজাতি এলাকার মধ্যে আমরা যদি দেখি শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ তাদেরকে শিক্ষিত বলা যায় না। যারা অক্ষর জ্ঞান লিখতে পারেন না একটা অক্ষর লিখতে পারেন না শতকরা ৭৫ জন। কাজেই এই অংশের মানুষকে বাদ দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই যে পূর্ণ স্বাক্ষরতার যে অভিযান সেটা সফল হতে পারবে না। কাজেই, এখানে সরকারী তরফ থেকে যে উৎসাহ, সরকারী তরফ থেকে যে উদ্দীপনা, আমরা আমাদের রাজ্যকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে পূর্ণ স্বাক্ষর করব।

সেখানে সরকার যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা কর্মসূচী একটা পরিকল্পনা নিয়ে যদি অগ্রসর হতে হয় তাহলে পরে সেখানে কিছু না কিছু আর্থিকের দিকটা থাকবে। এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এবং রাজ্যের তরফ থেকে যে পরিমাণ অর্থ এই পূর্ণ স্বাক্ষর করার জন্য যে অর্থ যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার দ্বারা এটা সম্ভব হবে না। কাজেই, সেই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রামের মধ্যে যারা ভলেনটিয়াস' তৈরী হয়েছে যারা মাস্টার ট্রেইন যারা নিয়োগ হয়েছেন আসলে তারা মানসিক দিক দিয়ে তৈরী নিজেদের মধ্যে সমস্ত আত্মত্যাগ করেও তারা সমস্ত কাজ করতে পারছেন না। অন্ততঃ পক্ষে তাদের কিছু বসার জায়গা, রাত্রে বেলায় আমরা লক্ষ্য করেছি গ্রামের মধ্যে ছাত্র হিসাবে পড়তে আসেন। দিনের বেলায় যারা অক্ষর জ্ঞান শিখাতে আসেন সেখানে যারা অক্ষর জ্ঞান নিবেন তারা দিনের বেলায় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, দিনের বেলায় শিখতে চান না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব শেষ করার জন্য।

শ্রী প্রণব দেববর্মা :— তারা সন্ধ্যা বেলায় শিখতে চান। কাজেই, সেখানে কেরোসিন তেলের প্রয়োজন, মোমবাতির প্রয়োজন। কাজেই এগুলি বিচার বিবেচনা করে আমরা যদি সত্যি সত্যি ১৯৯৬ সালের মধ্যে নিরক্ষর মুক্ত করতে চাই তাহলে পরে এই সামগ্রিক দিকটা চিন্তা ভাবনা করে এই বিষয়ে আরও বেশী আর্থিক সহযোগিতা করার প্রয়োজন আছে। আগামী দিনে আমরা বলতে চাই যে, নিরক্ষর মুক্ত করা মানেই রাজ্যের মানুষ সকলকে শিক্ষিত করে তোলা তা না। নিরক্ষর মুক্ত এবং শিক্ষিত করে তোলা এক জিনিষ নয়। কাজেই আমরা যদি সবাই একতাবদ্ধ হয়ে আমরা যদি সবাই আত্মত্যাগ করে আমরা যদি মানসিকতার দিক দিয়ে তৈরী হই নিশ্চয় ১৯৯৬ সালের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে আমরা একশ জনের মধ্যে একশ জনকে না পারলেও অন্ততঃ পক্ষে আমরা সেখানে ৮০/৯০ জন মানুষকে আমরা পূর্ণ স্বাক্ষর করে তোলতে পারব। কাজেই, আগামী দিনে এই যে অপ্রতুলতা এবং আমাদের মানুসিক দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করি ঐক্যবদ্ধ হই আমরা স গ্রামে ঝাপিয়ে পড়ি গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে সমস্ত জায়গায় তাহলে আমরা এই স্বাক্ষরতা অভিযানকে আমরা সফল করতে পারব। এবং আমি আশা রাখি আজকে এখানে যারা মাননীয় সদস্যরা আছেন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আগামী দিনে ১৯৯৬ সালের মধ্যে এই স্বাক্ষরতা অর্জন করে ত্রিপুরা রাজ্যের দারিদ্রতা দূর করে ত্রিপুরার মানুষকে আরও বেশী বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবাই একতাবদ্ধ হবেন। এই আশা রেখে আবার পূর্ণ স্বাক্ষরতার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ, সময় ৫ মিনিট।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাক্ষরতার বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই।

বিধানসভায় যে প্রস্তাবটি এল, আমার সম্পূর্ন সমর্থন রইল

তাহার কারণ আমি কিছুটা জানাই।

সমর্থন করি এই কারণে, বলি আপনার বিদ্যমানে, বলি এই বিধানসভা হলে।
আশা করি বিধায়ক বন্ধুগণ, এই প্রস্তাব করবেন সমর্থন,
দ্বিমত করবেন না পোষণ সমাজের মঙ্গলে।
৯৬ ভিত্তি ধরে, বামফ্রন্ট সরকারে শিক্ষার-প্রসারে, শুরু করেছেন অভিযান।
অভিযান হইবে সফল, মনে আছে আমাদের বল, হব কেন আমরা দূর্বল,
ঘরে ঘরে চলছে স্বাক্ষরতার গান।
নিরক্ষর আর কেউ রবেনা, সরকারের এই ঘোষনা, শিক্ষার
বাজেট রাজ্যসরকার করেছে গঠন।
দেশে জন সংখ্যা ৯০ কোটি, নিরক্ষর ৪৫ কোটি, পৃথিবীতে ৮০ কোটি, জানে সর্ব্বজনে।
স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বৎসর পরে, ভারতের ঘরে ঘরে, সেন্সাস করে
উপরোক্ত সংখ্যা জানতে পাই।
৫০ শতাংশ নিরক্ষর, জানেনা তারা স্বাক্ষর, অক্ষর জ্ঞান তাদের নাই।
শুনলে পরে এই কথা, সুস্থ মানুষের ঘোরায় মাথা, জেনে শুনে পড়েছি বিপাকে।
তাই করি সমর্থন, বিধানসভায় এখন, আশা করি বিধায়ক বন্ধুগণ করবেন সমর্থন,
এই প্রস্তাবকে।
লেখাপড়া জানেনা যারা, প্রতিপদে বঞ্চিত হয় তারা, একথা জানি আমাদের অজানা নয়।
এস, সি, এস, টি, ও, বি, সি, ভাল করে দেখেছি, নিরক্ষর সকলেই শোষিত যে হয়।
নিরক্ষরের নাই জাতপাত, সকলেই এক হাত, নিরক্ষর একটি জাত, আমি বুঝতে পাই।
বুদ্ধিমানের ঘাটে প্রতিনিয়ত পড়ে সংকটে, অতএব তাদের রক্ষা করা চাই।
(ভারতবর্ষ) ৯০ কোটি মানুষের দেশ, কি আর বলব বিশেষ, দেখেছি খোঁজ খবর করে।
ছোট বড় ৩২ টা রাজ্য, চলছে কিন্তু রাজ কার্য্য, কেহই বসিয়া নাই ঘরে।
(যেমন) অন্ধ্র, আসাম, অরুনাচল বিহার, গোয়া,
হিমাচল, ইউ, পি, এম, পি, চণ্ডিগড়।
দিল্লী, লাক্ষা, পণ্ডিচেরী, দমনদিউ, হাবেলী, মেঘালয়, আন্দামান নিকোবর।
পাঞ্জাব আর উড়িষ্যা, তাতে কত সমস্যা, কেরালা, কাশ্মীর, মনিপুর।
মহারাষ্ট্র, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, রাজস্থান, দক্ষিণে তামিল বহুদূর।
গুজরাট, আর হরিয়ানা, কেহ যদি হও রওয়ানা, দক্ষিণে কর্ণাটক যাইও পরে।
ত্রিপুরা আর পশ্চিমবঙ্গ, তাতে আছে কত বঙ্গ, সিকিম দেখিও রাজ্য, ভারতের উপরে।

কেরেলা একমাত্র রাজ্য, বামফ্রণ্ট যখন চালায় রাজকার্য্য.
সেন্টপারসেণ্ট শিক্ষিত করে দিল ঘোষনা।

তারপরে জানতে পাই, বর্ধমানে অশিক্ষিত নাই, খোজ করে দেখবেন সবাই,
একথাটি মিথ্যা না।

(আমি) কলিকাতা গিয়ে পরে, দেখেছি গঙ্গা নদীর ধারে নদীর ঘাটে ঘাটে
পাকার মধ্যে আছে লিখা।

সকলেরই এক জরতা, অর্জনকর স্বাক্ষরতা, বাস আর ট্রামে যায় দেখা।
এই ভাবে চলে অভিযান, নিরক্ষর পাইবে জ্ঞান, অজ্ঞান আর থাকবেনা।
ত্রিপুরাতে করেছি লক্ষ্য, সকলে যদি হই ঐক্য, এই রাজ্যে আমরাও নিরক্ষর রাখবনা।
রাজ্যের ২৪টি ব্লকে, অভিযান চলছে দেখে, সফল হইবে বিশ্বাস হয়।
সারা রাজ্যে ঘোরাঘোরি করে, কিছুটা তথ্য সংগ্রহ করে, বুঝতে পারি এই বারে,
সফল হইবে নিশ্চই।

(যেমন) মেলাঘর, বিশালগড়. ডুকলী, মান্দাই নগর, জিরানীয়া, তুলাশিকর, মাতারবাড়ী,
ডুম্বুর নগর, বগাফা, রাজনগর, কদমতলা. পানিসাগর, আরও নগর নাই।

জম্পুইজলা, মোহনপুর, তেলিয়ামুড়া, অমরপুর সাতচান্দ, বছতুর সালেমা খোয়াই।
মনু, ছাওমনু, কুমারঘাট, পেচারথল, দশদাহাট, রোপাইছড়ি. কিল্লারমাঠ,
ব্লকের পরিচয়।

করবুকে বুক মিশাইয়া, কোলাকোলি কর গিয়া ২৭টা নক্ষত্রের মত ব্লকগুলি রয়।
আছেন যারা বি, ডি, ও মহকুমার এস. ডি. ও কেহ বসিয়া নাই ঘরে।
সংস্কৃতি প্রোগ্রাম চলছে রাজ্যে গ্রামে গ্রামে, স্বাক্ষরতার অভিযান চলছে ঘরে ঘরে।
আরো চলছে অভিযান. গানের সুরে চলছে গান, রাজ্যের ভিতরে।
বিদ্যা মিত্র বিদেশেতে, মাতা মিত্র ঘরে, ঔষধ মিত্র রোগীর বন্ধু জানিও অন্তরে।
এই অভিযান হবে না ব্যর্থ, রাজ্যের অনেকেই ত্যাগ করেছেন নিজের স্বার্থ
অসংখ্য যুবক যুবতী।

যারা স্বাক্ষরতার স্কুলে যায় সকালে বিকালে, তাদেরে অভিনন্দন জানাইলাম সম্প্রতি।
এই অভিযান সফল করতে হলে, কাজ করি সকলে মিলে, একা সম্ভব নয়।
আমি মাঝে মাঝে রেডিও টি. ভি. সেণ্টারে, স্বাক্ষরতার গান করি শুনেছেন নিশ্চয়ই।
স্বাক্ষরতার অভিযান সফল করিতে, আর্থিক সংগতির প্রয়োজন রাজ্যেতে, এই প্রয়োজন
মিটাতে কেন্দ্রের সাহায্য চাই।

যদি কেন্দ্রদেন সাহায্য, সফল হবে অনিবার্য্য, তাহাতে সন্দেহের কিছু নাই।
অদ্য বিধানসভায় দাবী করে, অর্থিক সাহায্য তরে এক মত পোষন করে, কেন্দ্রের কাছে
রাখিতেছি দাবী।

বিধায়ক বন্ধুগণ যারা সহমত পোষন করবেন আপনারা,
এই কথাটা আমি মনে মনে ভাবি।

প্রস্তাবটি সমর্থন করে বিদায় নিলেম এই বারে, আর বেশী বলার নাই।
মাননীয় স্পীকার স্যার, এইত বক্তব্য আমার বিধানসভা মাঝারে,
বিদায়ের কালে আবার সমর্থন জানাই। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ দেবনাথ কবিয়াল উনার বক্তব্যের পর আমার মনে হয় আর বেশী কিছু বলার নাই। তবুও যারা বলবেন তাদেরকে অনুরোধ করছি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য। মাননীয় সদস্য সুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমরা সবাই জানি যে একটা দেশ তত বেশী অগ্রগতি করবে যত বেশী তার শিক্ষিত সচেতন মানুষ থাকবে। সারা পৃথিবীতে আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন দেশের মহাপুরুষ রাষ্ট্র নেতা বার বার স্বীকার করেছেন নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য। সেই প্রচেষ্টা আমাদের দেশে স্বাধীনতার আগে থেকেও শুরু হয়েছিল কিন্তু সফল হয়নি। এটা জানি ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্র সংঘ-এর সাধারণ সভায় ১৯৯০ সালকে স্বাক্ষরতার দশক হিসাবে ঘোষণা করে। আমাদের দেশে ১৯৫০ সালকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ১৪ বছর যাদের বয়স তাদেরকে বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষিত করে তোলা হবে। কিন্তু বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। আমাদের দেশের নেতা ও মহাপুরুষরা বলেছেন যে নিরক্ষরতা দূর না হলে দেশের উন্নতি হবে না। লেলিন বলেছিলেন নিরক্ষরতা দাসত্বের চিহ্ন। গান্ধীজী বলেছিলেন ব্যাপক নিরক্ষরতা ভারতের পাপ। দুঃখের বিষয় আমরা লক্ষ্য করছি স্বাধীনতার এত বছর পরেও এটা সফল হয়নি।

কিন্তু এটা দুঃখের বিষয়, আমরা লক্ষ্য করেছি, শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত এবং বক্তৃতাতেই সব হচ্ছে। এর দ্বারা কাজে সফলতা আসে না। তাই এই কাজ ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয়

স্বাক্ষরতা মিশন গঠিত হয়েছে ১৯৮৮ সালে। কিন্তু সে সময় জোট সরকার ক্ষমতায় থাকলেও তাঁরা এ কাজে হাত দেননি। ৩য় বামফ্রন্ট এসে এই কাজ হাতে নেয় এবং ১৯৯৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার ঘোষণা দিয়েছেন। সেই মত কাজেও অগ্রগতি হচ্ছে। সেই দিক থেকে আমরা দেখেছি, সারা রাজ্যের মধ্যে বিশেষ করে দেশপ্রেমিক অংশের মানুষরা এই কাজে সামিল হয়েছেন। অর্থনৈতিক কারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেও কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু সংবাদপত্র এবং একটি অংশের মানুষ বলছে, স্বাক্ষরতার নামে লুটপাট হচ্ছে। এরফলে যারা নিঃস্বার্থ ভাবে, বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করছেন তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। সেই কারণেও এখানে আলোচনা করা দরকার। এবং এই সমস্যা কি করে দূর করা যায়, সেটা চিন্তা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে বলব, যারা এই কাজে এখনও অংশ নেননি, তাদেরকে যুক্ত করার জন্য প্রয়াস নিতে হবে। এই হাউস থেকেই এই ব্যাপারে আহ্বান জানাতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বাক্ষরতার বিষয়ে যে সর্ট নোটিশ আলোচনা মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার এখানে উত্থাপন করেছেন এবং আরো কয়েকজন মাননীয় সদস্য প্রাঞ্জল আলোচনা করেছেন আমি আনন্দিত। এই যে এখানে স্বাক্ষরতার কাজ শুরু হয়েছে সেই ব্যাপারে আমি কিছু তথ্য দিতে চাই। আমাদের রাজ্যে সার্বিক স্বাক্ষরতার আন্দোলন শুরু হয়েছে, ১৯৯৪ ইং সনের ২১ শে ফেব্রুয়ারী। ১৯৯৬ সালের সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযান সফল করার লক্ষ্য নিয়ে। সার্ভে করে দেখা গেছে, ৯ থেকে ৪৫ বছর এবং ৭ থেকে ৪৫-এর উর্ধে ৮.৯৩ লক্ষ লোক নিরক্ষর আছে। তাদেরকে আগামী ১৯৯৬ ইং সনের মধ্যে স্বাক্ষর করার অভিযান, আন্দোলন চলছে। এটা সবাই জানেন, এর জন্য ভারত সরকারের উন্নয়নমন্ত্রক সারা দেশে জেলা স্বাক্ষরতা কমিটি গঠণ করে এই প্রকল্প রূপায়নে ঘোষণা দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে যদিও ৪টি জেলা তাহলেও কাজ হচ্ছে, ধলাই সহ উত্তর জেলা, দক্ষিণ জেলা এবং পশ্চিম জেলায়। এর জন্য খরচ ধরা হয়েছে, ৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক ভাগ রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের এক ভাগের টাকা হবে, ১ কোটি ৫০ লক্ষ। এটা রাজ্য সরকারের দিতে

হবে। এর মধ্যে ধরা হয়েছে, যে সব কর্মচারী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের বেতন-ভাতা দিতে।

এখানে মাননীয় সদস্য মহোদয় আলোচনার সময় বলেছেন যে ৮ লক্ষ ৯০ হাজার নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষর করতে মাথাপিছু খরচ পড়বে ৭২ টাকা। এটা ৭২ টাকা না। এখানে রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যুগ্মভাবে ব্যয় ভার বহন করছেন এবং এতে হিসাব করলে দেখা যায় একজন নিরক্ষর লোককে স্বাক্ষর করতে খরচ পড়বে সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকা। এই সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকার মধ্যেই নিরক্ষরতা কর্মসূচী হাতে নিতে হবে, অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং পরিবেশ গড়ে তোলার যাবতীয় কাজ করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই এটা পরিস্কার যে টাকা ধরা হয়েছে এই বিপুল সংখ্যক নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করে তুলতে অর্থমূল্যে এটা অত্যন্তঃ কম। তবুও এই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সরকারী কর্মচারী হউক, রাজনৈতিক লোক হউক তারা এগিয়ে এসেছেন এ রাজ্যের নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রতিশ্রুতিকে সফল ভাবে পালন করতে। এখন পর্যান্ত আমার কাছে যে হিসাব তাতে ২৫ হাজার ৮০০ স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন ভাবে ভলান্টিয়ারিং ট্রেনার, এম. টি, আর. পি, এই সব কাজ করছে রাজ্যের তিনটি জেলাতেই। একজন নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রথমে পরিবেশ গড়ে তোলে তাকে লার্নিং সেন্টারে নিয়ে আসা, তাকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করে শিক্ষিত করে তোলা এটা অত্যন্তঃ কঠিন কাজ। কিন্তু এটা ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এই কর্মসূচী শুরু হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও এটাকে দেশ প্রেমিক কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও সার্বিক নিরক্ষরতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছেন যে আমরা সুন্দর ত্রিপুরা রাজ্য গড়তে চাই। কিন্তু নিরক্ষরতার বোঝা নিয়ে ত্রিপুরাকে সুন্দর ভাবে গড়ে তোলা যাবে না এটা তারা বুঝতে পেরেছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে আজকে ৪৮ বৎসর। এই ৪৮ বৎসর পরেও ভারতবর্ষে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা শতকরা ৫২ জন। আর বাকী ৪৮ ভাগ মানুষ নিরক্ষর। যার ফলশ্রুতিতে এ দেশে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এখানে অনাহারে মানুষ মারা যায়। এর কারণ হচ্ছে সমাজের শত্রু যারা, যারা মানুষের কল্যাণ চায় না, তারা নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে, সরলতার সুযোগ নিয়ে এ দেশের মানুষকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিতে লাগিয়ে দিচ্ছে, এ দেশের মানুষকে আরও পেছনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা, যারা দেশ স্বাধীন করার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ চলছে। কিন্তু একজন নিরক্ষরকে শিক্ষিত করতে মাথাপিছু সাড়ে বিয়াল্লিশ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এটা শুধু অপ্রতুলই নয় সাঙ্ঘাতিক ভাবে অপ্রতুল। নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীই এই টাকায় হয় না। এই অর্থ আরও বাড়ানো উচিৎ।

আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সেচ্ছাসেবীদের, দেশ প্রেমিক মানুষদের ঐকান্তিক ইচ্ছার সাথে সাথে অর্থানুকল্য সেখানে বাড়ানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এটা খুবই আনন্দের, আমরা লক্ষ্য করছি স্বাক্ষরতার আন্দোলন শুরু হয়েছে গত ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতার দিবসে এবং এই লার্নিং সেন্টারে স্বাক্ষরতার প্রথম মূল্যায়ন হয়েছে। সেই মূল্যায়নে দেখা গেছে বিপুল সংখ্যক নারী উপজাতি অংশের মানুষ, সংখ্যালঘু অংশের মানুষ তারা স্বাক্ষরতার কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন। আরও আনন্দের যে ত্রিপুরা রাজ্যের যুব কর্মসূচী এবং বিভিন্ন দপ্তরের তরফ থেকে এই স্বাক্ষরতা আন্দোলনের কর্মসূচীকে সফল করার জন্য, তার পরিবেশকে আরও সুন্দর করার জন্য যাতে এগিয়ে আসে, মানুষের ভিতরে যে লজ্জার ভাব, মহিলাদের মধ্যে যে লজ্জার ভাব তা কাটিয়ে তুলে এই স্বাক্ষরতার কেন্দ্রে আসতে পারে তার জন্য এই নব্য স্বাক্ষরদের নিয়ে স্বাক্ষরতার জন্য খেলার প্রতিযোগিতা করা হয়েছে। সেই ক্রিড়া প্রতিযোগিতা এটা নরম্যাল যে খেলা হয় দৌড় হয়, ফুটবল হয় সেই খেলা নয় অন্য রকম ভাবে অক্ষর দেওয়া হলো। ৩টি অক্ষর সাজিয়ে একটা নূতন শব্দ তৈরী করা হবে, ৩টি অক্ষরের বানানকে এলোমেলো করে দেওয়া হলো সেই ৩টি অক্ষরকে সাজিয়ে নূতন একটা শব্দ আছে, অর্থ আছে ঐ রকম শব্দ তৈরী করে আসতে হবে। ৩টি অংক দেওয়া হলো, যোগ অংক করে কত ফল হলো তাড়াতাড়ি করে আনতে হবে। আমরা দেখেছি গ্রামের মধ্যে মহিলারা, মায়েরা উৎসবের মত এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। কাজেই এটা সাময়িক ভাবে মা'রা বা মহিলারাই যে স্বাক্ষরতা অর্জন করেছে তা নয় কারণ শুধু তাকেই স্বাক্ষরিত করবে না কারণ মায়েরা যখন শব্দ নিয়ে, অক্ষর নিয়ে অংক নিয়ে প্রতিযোগিতা করেছে সে চিত্র এটা দেখছে তার শিশু, তার ছেলে-মেয়েরা কাজেই সেই সমস্ত ছেলে-মেয়েদেরও এটা মোটিভেট করছে যে না আমাকেও মা'র মত শিক্ষিত হতে হবে। এই স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে অনেকেই ভলেনটিয়ার হিসাবে গিয়ে পড়াচ্ছেন এবং বিভিন্ন যাত্রা এবং নাটকের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যে জুমিয়া পরিবার,

কৃষক পরিবার নিরক্ষর হওয়ার কারণে কি ভাবে ফরিয়াদের কাছে, জোতদারদের কাছে, মহাজনদের কাছে তথ্য দাদনদারদের কাছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তবিক চিত্র তুলে ধরে গত ৩০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে যখন কংগ্রেস শাসন চলছিল সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যের নিরক্ষর মানুষের উপর কিভাবে শোষনের জাতাকল নেমে এসেছিল সেই সমস্ত চিত্র মানুষ প্রত্যক্ষ করছে। হ্যাঁ, ঠিকই তো সে সময় নিরক্ষর হওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা, সংখ্যালঘুরা, তফসীলি জাতিরা এবং নিরক্ষরবা কিভাবে তাদের জায়গা জমি হারিয়েছিল, কিভাবে অসাধু রাজনৈতিকরা তাদের ঠকিয়েছে, নির্বাচনী বাজারে এসে কিভাবে ভোট কিনেছে, কিভাবে গ্রামের সরল, নিরক্ষর চাষীরা ফরিয়াদদের কাছে ঠকেছে। আজকে ছাত্র, যুবক নারী এবং বিভিন্ন পেশার লোক এবং সাংস্কৃতিক লোক এগিয়ে এসেছেন এই কাজ খুব উৎসাহের সহিত সর্বত্র চলছে।

মিঃ স্পীকার :— অনারাবল মিনিষ্টার ব্রীফ করুন।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমরা আশাবাদী ৯৬ সালের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছতে পারব। আমি আগেই পরিসংখ্যানে বলেছি যে মাত্র একজন নিরক্ষরকে স্বাক্ষর করার জন্য মাত্র সাড়ে ৪২ টাকা যেখানে বরাদ্দ সেই বরাদ্দ যদি না বাড়ানো যায় তাহলে একটা মানুষকে তার স্বাক্ষর জ্ঞান করা হলো, একটা অংক শেখানো হলো, শব্দ শেখানো হলো এবং অক্ষর শেখানো হলো কিন্তু তারপর তাকে ফলোআপ করার জন্য পোষ্ট লিটারেসি ক্যাম্পনের দরকার। টোটাল লিটারেসি কেম্প্যান যদি না হয় তার সেই শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য তাকে চর্চা করার জন্য যদি আরও বরাদ্দ না দেওয়া হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আন্দোলন যারা ত্রিপুরা রাজ্যকে ভালবাসেন সেই সমস্ত মানুষের হয়তো স্বাক্ষরতার আন্দোলন সফল হবে কিন্তু তাকে ধরে রাখা যাবে না কাজেই যে-হেতু এই প্রস্তাব অপ্রতুল সেই প্রস্তাবকে আরও বাড়ানো উচিত। কেননা আমরা জানি ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক এই টাকা ভারতবর্ষের বাজেট থেকে খরচ হচ্ছে না, এই টাকা খরচ হচ্ছে রাষ্ট্রপুঞ্জের টাকা। রাষ্ট্রপুঞ্জের ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি এবং সার্ভিসেস-এর থেকে যে টাকা দেওয়া হয় ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য রুরেল এলাকার জন্য সেই টাকা থেকে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এইটা আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, জাতীয় দায়িত্ব। ভারত সরকার কেন টাকা দেবেনা?

কাজেই যে প্রস্তাব বা সর্ট ডিউরেশান ডিসকাশানের জন্য এইখানে অবতারনা করা হয়েছে আলোচনার জন্য এই আলোচনা সঠিক। আগামী দিনে এই ত্রিপুরা রাজ্যকে তথা আমাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সত্যিকারের দেশের বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারি একটা মিনিংফুল সিটিজেন হিসাবে যাতে প্রতিটা মানুষ নিজেকে তৈরী করতে পারে তার জন্য এই স্বাক্ষরতা আন্দোলনকে সফল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তার বাজেট থেকে আরও বেশী উদ্যোগ নিয়ে দায়িত্ব সহকারে এই টাকার অংকটা বাড়াক। ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে ৩ ভাগের ২ ভাগ না, পুরো টাকাটা তারা দিক। তাহলে রাজ্যে সরকার যে শেয়ার দিচ্ছে আমাদের যে পারটিসিপেশান দেখছি তার মধ্য দিয়ে আমরা আরও ভালভাবে এই কাজটা করতে পারব এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ৯৬ সনের মধ্যে আমাদের এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানো সম্ভব হবে। অমি আহ্বান জানাব ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে বিশেষ করে স্বাক্ষর যারা তারা যদি নিজেরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে না আসতে পারেন তারা বই, খাতা, কলম, পেন্সিল যেভাবে হোক সাহায্য করেন। একটা বই বা খাতা কেউ দেয় একটা নিরক্ষর মানুষ অনুভব করবে মানসিক দিক থেকে যে না আমাকে স্বাক্ষর করে তোলার জন্য আর একজন স্বাক্ষর মানুষ এগিয়ে এসেছেন। কাজেই আহ্বান জানাব ত্রিপুরা রাজ্যের সব অংশের মানুষকে যে কোন ভাবে হয় ফিজিক্যালি অথবা ম্যানটেলি অথবা মেটেরিয়েলি এই কর্মযজ্ঞে সামিল হোন, এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমীর দেব সরকার যে সর্ট ডিউরেশান আলোচনার জন্য প্রস্তাব এনেছেন, সমর্থন করি আরো আর্থিক আনুকুল্যের জন্য। এর যখন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে আই, এম, এফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন তৃতীয় বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশগুলি এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে ২ হাজার সালের মধ্যে সার্বিক স্বাক্ষরতা এবং সেখানে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে জাতীয় আয়ের ৬ ভাগ। এইজন্য ইনভেষ্ট করতে হবে। এইটা নীতিগতভাবে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের নৈতিক এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এইটা খানিকটা মেনডেটরী। আমরা সেখানে

৯৬ সনের মধ্যে সার্বিক স্বাক্ষরতার অভিযানকে সম্পূর্ণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১০০ জন নাগরিকের মধ্যে ৮০ জন স্বাক্ষর হয় তাকে সার্বিক স্বাক্ষরতা বলা হয়। আমাদের রাজ্যে জাতীয় স্বাক্ষরতার হারের তুলনায় আমরা বেশী। প্রায় ৬১ ভাগ স্বাক্ষর। কাজেই কার্যত আমাদের আর ১৯ ভাগ স্বাক্ষর করতে হবে। সেই দিকে আমরা কাজ শুরু করেছি। আমরা ন্যাশনাল কমিটি করেছি। পড়ুয়াদের নাম নথীভুক্ত করা হয়েছে। স্বাক্ষরতা কেন্দ্রের সেন্টার পশ্চিম জেলায় ৯ হাজার ১২৮টি, ত্রিপুরার উত্তর ৫ হাজার ২৭৯টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৭ হাজার ৭৫০টি এবং সেখানে ভলানটিয়ার ট্রেনার ২৭ হাজার কর্মরত এবং সেটা প্রধানতঃ সেচ্ছামূলক। এর মধ্যে আমরা মনে করি এইটা কোন প্রকার স্লট ক্রিয়েট করার মত কোন ব্যাপার না। আমাদের রাজ্যে কোন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা বলেছেন এইটা স্টান্ট, কেউ বলেছেন যে ওরা টাকা পয়সা সব খেয়ে ফেলছেন। কিন্তু আমাদের থেকে এইটা হল একটা গভীর আদর্শগত ব্যাপার, একটা দেশপ্রেমিক দায়বদ্ধতা, এই লক্ষ্য থেকেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আমরা যদি ১৯৯৬ সালের মধ্যে একজনকেও স্বাক্ষর করতে পারি আমরা মনে করব আমাদের অ্যাচিভমেন্ট সফল হয়েছে। কেননা আজকে কম করে হলেও আড়াই হাজার বৎসর যাবত ভারতবর্ষের বিশাল অংশের মানুষ, যারা শ্রমজীবি অংশের মানুষ, যারা গায়ে গতরে খাটে, শরীর যাদের জীবিকা তারা নিরক্ষর হয়ে আছে। আর যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা শাসন করে শোষন করে। সেই জন্য শাসক ও শোষকের দায়িত্ব এবং লক্ষ্য হল অধিকাংশ মানুষ যাতে নিরক্ষর থাকে। ভারতবর্ষের প্রথম পর্বে সেই বৈদিক যুগে সেই জন্য একটা মানুষকে শিক্ষার অধিকার দেওয়া হত না। মানুষের প্রথম সৃষ্টি সম্পদ কে পাবে সেইজন্য সেই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বলা হল সেই সম্পদের অধিকারী হওয়ার মানে শিক্ষিত হওয়ার অংক বোঝা বিজ্ঞান বোঝা, মন্ত্র বোঝা, দর্শন বোঝা, লিখতে পারা, পড়তে পারা এগুলি যে পারবে সেই শাসন করবে। সেই পৃথিবীর মালিক হবে এবং সেই নিয়ম অনুসারে তাদেরকে গুরু গৃহে যাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এদেরকে দ্বিজ হতে হবে এবং যারা এই বিদ্যার বিজ্ঞ হবে তারাই বানিজ্য করবে, ব্যবসা করবে, রাজত্ব করবে, তারাই শাসন করবে। আর যারা উৎপাদন করবে তাদের দ্বিজত্বের কোন অধিকার নেই, যজ্ঞের অধিকার নেই, বিদ্যার অধিকার নেই, মন্ত্রের অধিকার নেই। কাজেই এই আড়াই হাজার বছর যাবত এরাই হল ভারতবর্ষের দাস শ্রেনী। প্রথমে কৃতদাস, তারপর ভূমিদাস,

তারপর শ্রমদাস, তারপর সেবা দাস। কাজেই নিরক্ষরতা মানেই শোধবাদ, নিরক্ষরতা মানেই অত্যাচারিত, নিরক্ষরতা মানেই পরাধীন, নিরক্ষরতা মানেই মুনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। স্বাক্ষরতা মানেই তার বিরুদ্ধে অধিকার সচেতন করা এবং ভারতবর্ষে যারা সর্বহারা, ভারতবর্ষে আজকে আমরা লক্ষ্য করছি তার যে ইকনমিক, তার যে আইডীয়্যালিজম্ ষ্টেশান এইটা থেকেই জন্ম নিয়ে যে শোষক শ্রেণী এবং তাদের প্রতিনিধিবর্গ এবং তাদের যে স্বজনপোষন এবং তাদের এক ধরনের যে প্রিভিলেইজ সেক্শান এই নিয়ে হল ভারতবর্ষের ১৫ ভাগ লোক। ভারতবর্ষে আর এক শ্রেণী আছে তারা জোতদার, তারা জমিদার, তারা অফিসার, তারা প্রশাসনের মধ্যে আমলা ইত্যাদি নানা ভাবে যারা আছে এদের কাছেই আছে ভারতবর্ষের ৯২ ভাগ জমি। এদের দখলেই আছে ভারতবর্ষের ৯৪ ভাগ বানিজ্য, এদের দখলেই- আছে ৭০ ভাগ চাকুরী এবং রাজনৈতিক অথরিটি। আর যারা বঞ্চিত হচ্ছেন তারা ভারতবর্ষে ৮৫ ভাগ, এরা দারিদ্রসীমার নীচে আছে। তাই বলা হচ্ছে দুই হাজার সালের মধ্যে তাদেরকে স্বাক্ষর করা হবে। ভারতবর্ষের জেনারেল ই-লিটার‍্যাসি হল ৫২ শতাংশ, আর আমাদের ত্রিপুরায় জেনারেল ই-লিটার‍্যাসি হল ৩৯ শতাংশ। ভারত সরকার বলেছেন যে ২০০০ সালের মধ্যে সবকে শিক্ষিত করব। আর আমরা সঠিক ভাবেই বলেছি যে ৯৬ সালের মধ্যে সবাইকে শিক্ষিত করব, অংকের সঠিক হিসাব, সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

সেইজন্যই বলছি নিরক্ষরতা যদি দাসত্ব হয়— তাহলে সেই দাসত্বের মুক্তির জন্য আমরা যারা সংগ্রামী বিশেষ করে মার্কস্‌বাদী কমিউনিষ্টদের কথা বলব, ডেমোক্রেটদের কথা বলব, সেকুল্যার ফোর্সের কথা বলব এবং ভারতবর্ষে অন্ততঃ পক্ষে সজাগ-সচেতন রয়েছেন যারা, তাদের কথা বলব। তাদের কাছে এই সংগ্রাম নৈতিক সংগ্রাম, দেশ-প্রেমের সংগ্রাম। এই কাজটা কি আমরা সফলভাবে করতে পারব? এই প্রসঙ্গে আমাদের কয়েক বছরের মধ্যে নারায়ণ দাস তার হাতের লেখা, একটা চিঠি পাঠিয়েছেন আমার কাছে, ৭৫ টাকার বিত্তায় তার যে হাতের লেখা পাঠিয়েছে সেটাও আমার ছেলে আট-দশ বৎসর ধরে যে লেখাপড়া করছে তার হাতের লেখার চাইতেও সুন্দর। আমাদের এইখানে যারা বিধায়ক আছেন তাদের অনেকের হাতের লেখার চাইতেও সুন্দর। এইটা তার ছেলেকে লেখাপড়া করার ক্ষেত্রে

সাহায্য করবে। তার ছেলেকে হাতের লেখা সুন্দর করতে সাহায্য করবে। এবং হাতের লেখা সুন্দর হলে প্রত্যেক পেপারেই দশ নাম্বার বেশী পাওয়া যায়। তাহলে মাধ্যমিকে ৯টি পেপারে তার ৯০ নম্বর আসবে। ৯০ নম্বর পেতে হলে কত টাকার টিউটর রাখতে হবে, অথচ ৭৫ টাকা দিয়ে আমি তাকে এই হাতের লেখা শেখাচ্ছি যার রিফ্লেকশন তার ফ্যামিলিতে পড়বে। এবং সে তার ফ্যামিলিকে পড়াবার, তার ছেলেকে পড়াবার তাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্য উদ্যোগ নেবে। ছেলেকে সুন্দর করবে। সেই জায়গাতে ত্রিপুরা রাজ্যে ৬০ জন বিধায়ক আছেন তারা দায়িত্ব নিতে পারেন তাদের এলাকায়। এ, ডি, সি, এলাকায় তারা দায়িত্ব নিতে পারতেন সবচেয়ে নিরক্ষর, অশিক্ষিত উপজাতিদের মধ্যে, নারীদের মধ্যে। নারীদের মধ্যে বিশেষ করে এ, ডি, সি, এই কাজটা করতে পারতেন। কিন্তু এ, ডি, সি, বলছেন যে এইখানে টাকা নেই। ৭৫ টাকায় একজনকে শিক্ষিত করা যাবে না-অন্ততঃ ৭৫ কোটি টাকা না হলে তো তাদের পক্ষে কিছু করা যাবে না। কাজেই ৭৫ টাকার মধ্যে আবার তাদের কমিশন, তাদের মারিং করা এইটা হবে না। কাজেই এ, ডি, সি, এই প্রোগ্রাম গ্রহণ করলো না। এবং তারাই বলছে যে আমরা নাকি টাকা চুরি করছি। এবং আজকে যখন আমরা এই প্রোগ্রাম শুরু করি তখন তারা পার্ব্বত্য এলাকার মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। এই অফিসে এই নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল। আমি বক্তব্য রেখেছি। এই নিয়ে আজকে সকালে অনেক উত্তাপ গেছে, নানধরনের কথাবার্তা হয়েছে। আমি শুধু বলেছিলাম পার্বত্য এলাকায় শিক্ষা অচল হয়ে যাচ্ছে। আর এর পেছনে বন্দুক, বন্দুকের পেছনে বৈরী, বৈরীদের সঙ্গে তাদের পলিটিক্যাল ফাদার রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি এবং বাঙ্গালী দু'টি জনগোষ্ঠী রয়েছে। পার্বত্য এলাকায় হিল টেরাইনে খুব কঠিন অবস্থা রয়েছে। যেখানে অ্যাকশান করে বেরিয়ে যাওয়ার মত ভৌগলিক সুবিধা সেখানে রয়েছে যা, ব্যবহার করছে বৈরীরা। সমতলে সেই সুবিধা কম। পাহাড়ের মধ্যে জনগণ এই সম্পর্কে সতর্ক। শহরাঞ্চলে, সমতলেও জনগণ এই সম্পর্কে সতর্ক। ডেমোক্রেটিক্ ফোর্স এইটার বিরুদ্ধে। যে লেখাপড়া হোক, স্কুল চলুক, অথচ পার্বত্য এলাকায় এইটা হচ্ছে না। হাজার হাজার বছর ধরে শিক্ষার সুযোগ, সকলের জন্য শিক্ষা, তারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যে উপজাতিদের মধ্যে যারা বিত্তহীন, যারা ভূমিহীন, যারা সম্পদহীন, তাদের একমাত্র বিত্ত হতে পারে তাদের সেই সম্পদ যা তাদের মগজের মধ্যে

আছে। এইটাকে বিকশিত করা স্কুলের মধ্যেই এইটা বিকশিত হয়, শিক্ষার মাধ্যমেই এইটা বিকশিত হয়, অথচ আজকে বৈরীরা তার বিরোদ্ধে গিয়েছে। সেখানে শিক্ষক যায় না, সেখানে শিক্ষক থাকেনা। অথচ সমতলে যেখানে শিক্ষক থাকতে পারছেন, সেখানে রেজাল্ট ভাল হচ্ছে কোনটায় ৯০, কোনটাতে ৮০। অথচ পার্বত্য এলাকায় ১০০ জন পরীক্ষা দিলো-৩৮টি স্কুলের মধ্যে দেখা গেলো কেউ পাশ করেনি এই বছরে। আর এর মধ্যে ৩০টি হলো ট্রাইবেল এলাকায়। -ট্রাইবেলদের মধ্যে ১০০ জন পরীক্ষা দিলে ৬০ জন পাশ করে আর নন্-ট্রাইবেলদের মধ্যে ১০০ জন পরীক্ষা দিলে শতকরা ৯০ জন পাশ করে এবং গড়ে ৫০ শতাংশ পাশ করে। এবং এইটাও যারা করতে চাইছে না, সকল মানুষের জন্য, সকলের জন্য শিক্ষা তারা পেছনে থেকে দুইটি জনগোষ্টীর মধ্যে একটা নিক্লেশ সৃষ্টি করতে, এক জনগোষ্ঠীগত বিরোধ সৃষ্টি করতে চাইছে। এক অসম বিকাশের জন্য অউপজাতি এগিয়ে,-আছে আর উপজাতিরা পিছিয়ে আছে। এইটার পেছনে তৃতীয় একটা শক্তি উস্কে দিচ্ছে।

বাঙ্গালিদের বিরুদ্ধে পাহাড়ীদের ক্ষেপাচ্ছে। এবং পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের ক্ষেপাচ্ছে। ভৌগোলিক দিক প্রসাশনিক দিকগুলিকে বেছে নিয়ে একে অপরকে ক্ষেপাচ্ছে। তারা দাঙ্গা বাধাতে চায়। এই ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছে পার্বত্য এলাকার উগ্রপন্থীদের। দাঙ্গা বাধানোর লোক পাহাড়ীদের মধ্যে আছে আবার বাঙ্গালীদের মধ্যেও আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদীরা এতে তৎপর। দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করছে বাঙ্গালীরা যাতে পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয় এবং পাহাড়ীরা যাতে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়। কাজেই এখানে দেখতে হবে বাঙ্গালীদের মধ্যে যারা মৌলবাদী এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সমস্ত সাম্প্রদায়ীক শক্তি রয়েছে এমন কাজ তারা করছে যে বাঙ্গালীরা যেন গেল গেল, সব বাঙ্গালী খুন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এতে মৌলবাদীরা বাঙ্গালীদের উত্তেজিত করতে পারনে। আবার অনুরূপভাবে ট্রাইবেলদের মধ্যেও একই অবস্থা রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে মৌলবাদী শক্তি, বিপদগামী শক্তি এবং সর্বোপরি বিজয় রাংখলরা সেখানে সক্রিয়। তারা এমন একটা অবস্থা তৈরী করেছে যে ট্রাইবেল গেল গেল। অতএব অস্ত্র ধর। তৃতীয় শক্তি দূরে দাঁড়িয়ে থেকে এথনিক অসাম্য যেখানে রয়েছে, বিকাশের সমস্যা যেখানে রয়েছে, এগুলিকে সেখানে তারা ব্যবহার করছে। এবং এর পিছনে বিজয় রাংখল আছে, যুবসমিতি আছে, শিলং থেকে ত্রিপুরায় এসে কিছু বিপদগামী যুবক এই সমস্ত কাজ করছে! ত্রিপুরার উপজাতি

যুবকদের তারা সাম্প্রদায়ীক বিরোধী কাজে লাগাতে তৎপর। উত্তেজিত করছে উপজাতিদের এই সমস্ত লোকগুলি-দলগুলি। আজকে বিজয় রাংখল সেই পথ থেকে ফিরে আসে নি। এক্ষুনি এই ব্যাপারে সকলকে সতর্ক হতে হবে। যে অঞ্চলে যারা মেজরিটি সম্প্রদাযের সেখানে তারা সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবে। পাহাড়ে উপজাতিরা রক্ষা করবে অ-উপজাতিদের এবং সমতলে উপজাতিদের রক্ষা করবে অ-উপজাতিরা। এটা যে কোন মূল্যে করতেই হবে। এককথায় সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সংখ্যালঘুরা রক্ষা পাবে। যেমন ভারতের কাশ্মীর নিয়ে করাচি-ওয়াশিংটনে চক্রান্ত চলছে ঠিক তেমনি ত্রিপুরাকে নিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদীদের একটি অংশের চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। কাজেই আজকে আমাদের দায়িত্ব একে অন্যকে রক্ষা করার। জাতি-উপজাতি ঐক্যকে রক্ষা করতেই হবে। ত্রিপুরার সর্বনাস করার জন্য পাহাড়ে যেমন বিজয় রাংখল, যুব-সমিতির উস্কানী রয়েছে ঠিক তেমনি সমতলে উস্কানী দিচ্ছে সমীরবাবুরা, দৈনিক সংবাদ। একদিকে বিজয় রাংখল অপর দিকে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা তারা পাহাড়ে এবং সমতলে এই ভাবে চক্রান্ত করে চলছে। অনেক দিন ধরে তাদের এই চক্রান্ত চলছে। তারা ত্রিপুরাকে বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা হলে বিজয় রাংখল ও দৈনিক সংবাদ দায়ী থাকবে। পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে আজকে। এবং সেটাকে আরোও ছড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে দৈনিক সংবাদ পত্রিকা। দুটি শক্তি এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ করছে। একটা অস্ত্রের দিকে উস্কানী দিচ্ছে এবং অপরটি শহরের মধ্যে মধ্যবৃত্ত মানুষের মধ্যে, বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে অশান্তির বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কাজেই এই জন্য লিটারেসি চাই।

ত্রিপুরা রাজ্যের দুই দিক থেকে সমতল আর পাহাড় থেকে এইভাবে দুইটা এলিমেন্ট এইভাবে কাজ করছে। একটা রাজনৈতিক উস্কানী দিচ্ছে আর একটা মধ্যবিত্ত (বুদ্ধিজীবিদের) মধ্যবিত্তদেরকে বিশিয়ে তুলছে। এর পেছনে ঐ প্রতিক্রিয়ার চক্র কখনও কংগ্রেস কখনও আমরা বাঙ্গালী কখনও জামাতি ইসলাম কখনও হিন্দু মহাসভা কখনও বি, জে, পি, এই সব ফাণ্ডামেন্টিজিমরা মোবালাইজ হচ্ছে। কাজেই এই ক্ষেত্রে যারা সত সমস্ত দলের মধ্যে সদ্ লোক আছে শুভচেতনা সম্পন্ন লোক আছে তাদের এই জাযগাটা বুঝা দরকার। এইজন্য লিটারেসি চাই। যারজন্য অল্প কিছু মধ্যবিত্তের মধ্যে তাদের সারকুলেশান এবং ওদের নিরক্ষর রাখাই তাদের

দায়িত্ব। কাজেই এটা প্রিভিলাইজ সেকশানের হাতে এডুকেশান ছিল। আজকে আওয়াজ এডুকেশান ফর অল, সকলের জন্য শিক্ষা। কাজেই আমরা সেই সুযোগ গ্রহণ করতে চাই। মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য সকলের জন্য শিক্ষা চাই। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— সময় শেষ কিন্তু দুইজন বক্তা আছেন। উনারা যদি বলতে চান তাহলে সময় দিতে বাধ্য। যদি উনারা নিজে থেকে বলেন যে বক্তব্য রাখবেন না তাহলে ভাল হয়। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীব্রজগোপাল রায় এবং মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— না স্যার, আমি বলব না।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— না স্যার, আমি বলব না।

VALEDICTORY SPEECH BY THE SPEAKER

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজ সপ্তম বিধানসভার সপ্তম অধিবেশনের শেষ দিন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ১৯৯৫ ইং তারিখ হইতে এই শরৎকালীন অধিবেশ শুরু হয়েছিল, তিন দিন চলেছে। এই সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মনীতিগুলো পুংখানু-পুংখারূপে মেনে চলার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী দলের মুখ্য ভূমিকা এবং ক্ষমতাসীন দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ একসাথে যে সমস্ত সৌহার্দপূর্ণ শৃংখলা পরায়নতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন তার জন্য আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এবং সমস্ত বিধায়কদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। বিভিন্ন সমস্যা সংকুল ত্রিপুরাবাসীদের আবেদন নিবেদন এবং সমস্যার প্রতি অল্প সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সেগুলি সুরহা করতে আপনাদের সহযোগিতার জন্য আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই সভায় বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যে সকল সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সভার কার্য্য বিবরণীর বিষয়বস্তু তাঁদের সংবাদপত্রে সঠিকভাবে পরিবেশন করার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিধানসভার সচিব, অন্যান্য অফিসার এবং কর্মচারীবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের অফিসার ও কর্মীবৃন্দ এবং আরক্ষা বিভাগের নিযুক্ত কর্মীবৃন্দ যে সহযোগিতা করেছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলকে আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এই সভা অনির্দিষ্ট-কালের জন্য মুলতবী ঘোষনা করছি

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 15

Name of M. L. A. :— Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTION

১। বর্ত্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি ন্যায্য মূল্যের দোকান আছে।

২। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ন্যায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে কিনা,

৩। যদি হয়ে থাকে তাহলে তাহার সংখ্যা কত, এবং

৪। ন্যায্য মূল্যের দোকান সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের কোন নিয়ম নীতি আছে কিনা ?

ANSWER

১। ১,৩১৪টি।

২। হ্যাঁ, হয়েছে।

৩। বর্দ্ধিত ন্যায্য মূল্যের দোকানের মোট সংখ্যা হলো ১৮টি।

৪। নতুন ন্যায্য মূল্যের দোকান সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নিয়মানুসারে অন্ততঃ চারশোটি রেশন কার্ডের প্রয়োজন। মহকুমা প্রশাসকগণ (লাইসেন্সিং অথরিটি) তাঁদের স্ব: স্ব: মহকুমার কোন এলাকায় নতুন ন্যায্য মূল্যের দোকানের প্রয়োজন বোধ করলে সাব ডিভিশনাল সাপ্লাই এডভাইজরি কমিটি এবং এফ, পি, শপ লেভেল ভিজিল্যান্স কমিটির সাথে পরামর্শ করে নতুন ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

আগরতলা পৌর এলাকার ক্ষেত্রে আগরতলা রেশনিং অথরিটি রাজ্য সরকারের অনুমোদনক্রমে ন্যায্য মূল্যের দোকান স্থাপন করতে পারেন।

Admitted Starred Question No. 22

Name of the Member :— Shri Madhab Ch. Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "INDUSTRY & COMMERCE" Department be pleased to state—

QUESTION

১। সারা রাজ্যে কত পরিমাণ জমিতে ১৯৯৩-৯৫ ইং পর্য্যন্ত তুঁত বাগান করা হয়েছে ?

২। উক্ত তুঁত বাগানের মালিকদের ঠিকমত পোকা সরবরাহ করা হয় কিনা ;

৩। হইলে এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ রেশম দপ্তরে জমা পড়েছে ; এবং

৪। তার বিক্রয়মূল্য কত ?

ANSWER

১। ১৯৯৩-৯৪ সনে সারা রাজ্যে ৬০০ (ছয়) শত একর জমি তুঁত বাগানের আওতায় আনা হয়েছে এবং ১৯৯৪-৯৫ সনে ৪৪৫ (চারশত পঁয়তাল্লিশ) একর জমি তুঁত বাগানের আওতায় আনা হয়েছে।

২। উপরোক্ত তুঁত জমিগুলির মধ্যে যেসব জমিতে তুঁত গাছ পলু বাগানের উপযুক্ত হয়েছে সেইসব তুঁত বাগানের মালিকদের একর প্রতি পাতার পরিমাণের উপর বাগানের মালিকদের পোকা সরবরাহ করা হয়।

৩। ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে রেশম দপ্তরে রেশমগুটি জমার পরিমাণ যথা-ক্রমে ১০,৬৪০ কেজি এবং ১১,৪৮০ কেজি।

৪। ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে দপ্তরে জমাকৃত রেশমগুটির বিক্রয়মূল্য যথা-ক্রমে ৫,৪৫,৬০০ টাকা এবং ৪,৪৯,২০০ টাকা।

Admitted Starred Question No. 27

Name of the M. L. A. :— Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ৬, ১০ এবং ২০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা কত,

২। বর্তমান অর্থ বৎসরে নতুন কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলা হবে কিনা,

৩। খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাউর ও তুলাশিখরে ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে ৬ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ১৮টি এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা ২৪টি। ২০ শয্যা বিশিষ্ট কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই। ২০ শয্যা বিশিষ্ট ৩টি গ্রামীণ হাসপাতাল আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে নতুন ৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার লক্ষ্যে কাজ চলছে। যথা চেলাগাং, ৮২ মাইল, বুংনাং, ব্রজেন্দ্রনগর।

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন ফর্ম অনুযায়ী প্রাথমিক স্বাস্থা কেন্দ্রে ২/৪টি Observation bed এর ব্যবস্থা থাকে। এই পরিস্থিতিতে চাম্পাহাউর ও তুলাশিখরে ১০ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 31

Name of the Member :— Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries and Commerce be pleased to state—

QUESTION

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে শিল্প কারখানা গড়েতোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে তাহা কি কি ?

৩। এর মধ্যে কতগুলি বড় কারখানা এবং কয়টি কুটির শিল্প জাতীয় ছোট কারখানা করা হবে ?

ANSWER

১। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্যে শিল্প কারখানা গড়েতোলার পরিকল্পনা আছে।

২। বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির মধ্যে গ্যাস ভিত্তিক মিথানল, এ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ফার্টিলাইজার বে-সরকারী উদ্যোগে গড়ার এবং যৌথ উদ্যোগে বাড়ী বাড়ী গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা আছে।

৩। বৃহৎ প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি মিথানল, একটি এ্যামোনিয়া, ইউরিয়া সার প্রকল্প এবং আগরতলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাড়ী, বাড়ী—গ্যাস প্রকল্প। ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে ৩১-৮-৯৫ ইং পর্যন্ত দুই শত বিয়াল্লিশ (২৪২) টি ক্ষুদ্রশিল্প রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 33

Name of the Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state—

QUESTION

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে মোট কতজন জেইলে বন্দী অবস্থায় আছে ? (সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন আলাদা আলাদা হিসাব) এবং

২। এদের মধ্যে এস টি'র সংখ্যা কত? (জেলা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। সারা রাজ্যে ২৬শে আগষ্ট ১৯৯৫ ইং-এর হিসাব অনুযায়ী মোট ৫৬৯ জন বন্দী অবস্থায় জেইলে আছে। এর মধ্যে বিচারাধীন বন্দী ৪০৬ জন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ১৬৩ জন।

২। বন্দীদের মধ্যে জেলাভিত্তিক উপজাতি বন্দীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

জেলার নাম	সাজাপ্রাপ্ত উপজাতি বন্দীর সংখ্যা	বিচারাধীন উপজাতি বন্দীর সংখ্যা	মোট
পশ্চিম ত্রিপুরা	২৪ জন	৪৬ জন	৭০ জন
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৫ জন	৮৪ জন	৮৯ জন
উত্তর ত্রিপুরা	নাই	৩৮ জন	৩৮ জন
ধলাই জেলা	নাই	৫ জন	৫ জন
মোট—	২৯ জন	১৭৩ জন	২০২ জন

৪৯ নং প্রশ্নের পরিপূর্বক উত্তর

কারাগার ভিত্তিক বন্দীর সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

কারাগারের নাম	মোট বিচারাধীন বন্দী	মোট সাজা-প্রাপ্ত বন্দী	সর্ব্বমোট	উপজাতি বিচারাধীন বন্দী	উপজাতি সাজা-প্রাপ্ত বন্দী
কেন্দ্রীয় কারাগার	১০৩ জন	১৩৯ জন	২৪২ জন	২২ জন	২৪ জন।
সোনামুড়া মহকুমা কারাগার	১৮ জন	২ জন	২০ জন	১ জন	নাই
খোয়াই মহকুমা কারাগার	৩২ জন	নাই	৩২ জন	২৩ জন	নাই
উদয়পুর জিলা কারাগার	৩১ জন	১৩ জন	৪৪ জন	১০ জন	৫ জন
বিলোনীয়া মহকুমা কারাগার	৪১ জন	৩ জন	৪৪ জন	২৪ জন	নাই
সাব্রুম মহকুমা কারাগার	২৬ জন	নাই	২৬ জন	১৫ জন	নাই
অমরপুর মহকুমা কারাগার	৪০ জন	২ জন	৪২ জন	৩২ জন	নাই
কৈলাশহর জিলা কারাগার	৪৮ জন	২ জন	৫০ জন	১৫ জন	নাই
ধর্মনগর মহকুমা কারাগার	৫২ জন	২ জন	৫৪ জন	২০ জন	নাই
কমলপুর মহকুমা কারাগার	১৫ জন	নাই	১৫ জন	৬ জন	নাই
মোট :—	৪০৬ জন	১৬৩ জন	৫৬৯ জন	১৭৩ জন	২৯ জন

Admitted Starred Question No. 42

Name of M. L. A. :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে, জুন, ১৯৯৫ ইং সনে রাজ্যে আনা লবণের একাংশ মনুষ্য খাদ্যের অনুপযোগী ?

২। সত্য হয়ে থাকলে তার কারণ কি ? এবং

৩। তারজন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

ANSWER

১। আংশিক সত্য।

২। ভারতের সুদূর উপকূলবর্তী গুজরাট রাজ্য রেলযোগে ত্রিপুরায় ধর্মনগর অবধি ও পরে সড়কযোগে আগরতলা পর্যন্ত আনার সময়ে সামান্য পরিমাণ লবণের মান P. F. A Rules অনুযায়ী পাওয়া যায়নি।

৩। যে সমস্ত লবণ P F. A Rules এর মান অনুযায়ী পাওয়া যায় নাই সেগুলি গণবণ্টন ব্যবস্থায় বণ্টন করা হয়নি।

Admitted Starred Question No. 54

Name of M. L. A. :— Shri Madhab Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

QUESTION

১। উদয়পুর বিভাগের তৈনানী গ্রামে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে কিনা, থাকলে ঐ কেন্দ্রে কোন ডাক্তার আছে কিনা,

২। ডাক্তার থাকলে তার নাম কি, এবং

৩। তিনি ঐ কেন্দ্রে যান কিনা ?

ANSWER

১। তৈনানীতে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই। একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। সেখানে একজন ডাক্তার আছে।

২। ডাঃ প্রবীর ধর চৌধুরী।

৩। যান।

Admitted Starred Question No. 65

Name of the M. L. A. :— Shri Makhanlal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

QUESTION

১। খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ? এবং

২। বর্তমানে রাজ্যে কত খাদ্য মজুত আছে ?

৩। ইহা কি সত্য যে নিয়মিত চাউল না পাওয়ায় জে, আর, ওয়াই— এস, আর, ই, পি, এবং ই, এম, এস, স্কীমে গাঁও সভাগুলির কাজ বিলম্বিত হচ্ছে, এবং

৪। সত্য হইলে নিয়মিত চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

ANSWER

১। রাজ্যে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ভারতীয় খাদ্য নিগমের গৌহাটি ও শিলংস্থিত কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক করেছেন ও সর্ব্বদা যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন। বর্ত্তমানে রাজ্যে ভারতীয় খাদ্য নিগম ও রাজ্য সরকারের গুদামগুলোতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুত রয়েছে।

২। ক) ভারতীয় খাদ্য নিগমের গুদামে ... ... ১,৭১৭ মেঃ টন।
খ) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন খাদ্য গুদামে ... ১৪,০০০ মেঃ টন।

মোট— ২৩,৭১৭ মেঃ টন।

৩। সত্য নহে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 66

Name of the Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state—

QUESTION

১। তাঁত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও রাজ্যের তাঁত শিল্প উন্নয়নে সরকার এখন পর্য্যন্ত কতটি ক্লাষ্টার ভিলেজ গঠন করেছেন ?

২। এবং ইহাতে কত তাঁত শ্রমিক উপকৃত হয়েছেন ;

৩। কল্যাণপুর এলাকায় ক্লাষ্টার ভিলেজ গঠণ করে তাঁত শিল্পীদের কর্মসংস্থান ও তাঁত শিল্প উন্নয়নের প্রস্তাব কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে ?

ANSWER

১। ক্লাষ্টার ভিলেজ এখনও গঠন করা হয় নাই, তবে তাঁত শিল্পী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে আপাততঃ ২৪টি ক্লাষ্টার এলাকা গঠণ করা হইয়াছে।

২। ইহাতে এখন পর্য্যন্ত ৩,৩৮৩ জন তাঁতশিল্পী উপকৃত হইয়াছেন।

৩। কল্যাণপুর এলাকাকে আপাততঃ খোয়াইয়ের গণকী হ্যাণ্ডলুম ক্লাষ্টারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ঐ এলাকার তাঁতশিল্প উন্নয়নের চেষ্টা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 68

Name of the M. L. A. :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil supplies Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য মজুত রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মোট কত'টি গুদাম আছে? কতটি গো-ডাউন আছে?

২। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন কোন গো-ডাউন তৈরী করার পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

৩। খোয়াই মহকুমার বাইজালবাড়ী ও মহারাণীপুর এলাকায় নূতন গো-ডাউন তৈরী করার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্য মজুত রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মোট ৪৫টি গো-ডাউন আছে। রাজ্য সরকারের ৫৮টি গো-ডাউন এবং এফ, সি, আইয়ের ৭টি গোডাউন।

২। হ্যাঁ, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ৪টি নূতন খাদ্য গুদাম তৈরীর প্রস্তাব আছে।

৩। বর্ত্তমানে খোয়াই মহকুমার বাইজালবাড়ী ও মহারাণীপুর এলাকায় নূতন গোডাউন তৈরী করার কোন প্রস্তাব আপাততঃ সরকারের নেই।

Admitted Starred Question No. 73

Name of the M. L, A. :— Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। চলতি বৎসরে রাজ্যে কয়টি Rural Hospital করা হবে?

২। কদমতলা P. H. C. কে কি Rural Hospital করা হবে ?

৩। যদি না করা হয় তবে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১টি Rural Hospital স্থাপন করার লক্ষ্য ছিল এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে গত ১৭-৮-৯৫ ইং তারিখে মনুবাজারে একটি Rural Hospital স্থাপন করা হয়েছে।

২। কদমতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে Rural Hospital উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

৩। আর্থিক অসংগতির কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যেসমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ চলছে সেগুলির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নতুন কোন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হবে না বা কোন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী পর্য্যায়ে উন্নীত করা হবে না। এছাড়াও যেসমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে সেগুলিতে স্বাস্থ্য সেবা একত্রিত করে সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত ও নেওয়া হয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে।

Admitted Starred Question No. 80

Name of the M. L, A. :— Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১) শনিছড়া Health Sub-centre টিকে P. H. C করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কাজ শুরু হবে ?

ANSWER

১) শনিছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 91

Name of the M. L. A. :— Shri Ramendra Ch. Deb Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১) স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে মোট কয়টি এ্যাম্বুলেন্স আছে ?

২) এইগুলির মধ্যে মোট কয়টি সচল এবং মোট কয়টি অচল অবস্থায় আছে ?

৩) সমস্ত পি. এইচ. সি. গুলিতে এ্যাম্বুলেন্সের Facility দেওয়া আছে কি এবং যদি না থাকে তবে কয়টি পি. এইচ. সি.-তে এ্যাম্বুলেন্স নেই ?

ANSWER

১। স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে মোট ৩৩টি, এ্যাম্বুলেন্স আছে।

২। তন্মধ্যে ২৪টি সচল এবং ৯টি অচল অবস্থায় আছে।

৩। সমস্ত পি, এইচ, পি, গুলিতে এ্যাম্বুলেন্সের Facility দেওয়া নাই। ২৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া নেই।

Admitted Starred Question No. 97

Name of M. L. A. :— Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state—

QUESTION

১। বর্তমানে রাজ্যে মোট কয়টি হাসপাতাল, কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কয়টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে ?

২। বর্তমান আর্থিক বছরে নূতন কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্যে ৪টি রাজ্য হাসপাতাল, ২টি জেলা হাসপাতাল, ৮টি মহকুমা হাসপাতাল, ১১টি গ্রামীণ হাসপাতাল. ৫২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৫০৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে ৪টি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 131

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department be pleased to state :—

QUESTION

১। বর্তমানে রাজ্যের কারাগার গুলিতে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা কত?

২। হাজতীর সংখ্যা কত ?

৩। দৈনিক কত হাজতীরা পান এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা (খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) পান ?

৪। আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারের রান্না ঘরসহ, খাওয়ার, থাকার জাগা সংস্কার করে আয়ত্ত আইনীকরণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১। বর্তমানে ৩১-৮-৯৫ ইং তারিখের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে কারাগার গুলিতে সাজা-প্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৬৭ জন।

২। বিচারাধীন আসামীর সংখ্যা মোট ৪০৪ জন।

৩। দৈনিক সাধারণ কাজের মজুরী ৪ টাকা এবং কঠিন কাজের মজুরী ৪'১৫ পয়সা।
ত্রিপুরার কারাগার গুলিতে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা আছে—
খাদ্য-সুষম স্বাস্থ্য বজায় রাখার মত সবরকম খাদ্যের ব্যবস্থা আছে। যথা প্রত্যেক বাজতী/কয়েদীকে দৈনিক ৭০০ গ্রাম চাউল, ৪১০ গ্রাম সব্জী, ডাল ১১৫ গ্রাম, সপ্তাহে এক বেলা করে ৮০ গ্রাম মাংস, ৬৫ গ্রাম মাছ, এবং ডিম একটি, সিদল ৫ গ্রাম ও প্রয়োজন মত অন্যান্য মশলা দেওয়া হয়।
খেলাধুলা তাস, কেরাম, চাইনিজ চেকার লুডু ইত্যাদি। বিনোদন পত্রিকা ও বই পড়ার সুযোগ আছে। স্বাস্থ্য-সব কারাগারগুলিতে সু-চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা-সমাজশিক্ষা কর্মীদ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

৪। রান্না ঘরের সঙ্গে একটি খাওয়ার জন্য হল ঘর করার পরিকল্পনা আছে। পূর্ত-বিভাগকে অনুমিত ব্যায় দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 164

Name of the M. L, A. :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন যে মেডিকেল সাবসেন্টার গুলি আছে সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি বন্ধ হয়ে আছে এবং যেগুলি খোলা আছে সেগুলিও অনিয়মিত।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে বন্ধগুলি খুলতে এবং অনিয়মিতগুলিকে নিয়মিত করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা এবং কবে নাগাদ এই ব্যবস্থা করা হবে ?

ANSWER

১। ইহা সত্য নয়। মোহনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত যে সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সবগুলিই চালু আছে।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 166

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য জনতা কাপড় উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্যে ইদানিং তাঁত শ্রমিকদের পূর্বাশা এবং এ্যাপেক্সের মাধ্যমে সূতা বিলি করা হয়েছে ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তাঁতীদের মধ্যে সূতা বণ্টনের নিয়ম পদ্ধতিগুলি কি কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ ইহা সত্য যে, ত্রিপুরা এপেক্স উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং পূর্বাশার মাধ্যমে তাঁত শ্রমিকদের সূতা বিলি করা হইয়াছে।

২। নীতি সম্পর্কে নির্দেশাবলী (Guide line) অনুযায়ী পূর্বাশা কর্তৃক প্রকৃত তাঁতীদেরকে সূতা দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 193

Name of M. L. A. :— Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ইহা কি সত্য মোহনপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি জল বসন্ত ও গুটি বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, এবং

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে প্রতিবিধানের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

ANSWER

১) মোহনপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জল বসন্ত ও গুটি বসন্তের প্রাদুর্ভাব কোন খবর দপ্তর জ্ঞাত নয়।

২) প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 200

Name of the M L. A. :— Shri Arun Bhowmik

QUESTION

1. Whether "State Consumer Protection Council" under the Consumer Peotection Act, 1986 has been constituted in the State ?

ANSWER

1. No.

Admitted Starred Question No. 201

Name of the Member :— Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :-

QUESTION

১। বর্ত্তমানে রাজ্যের একমাত্র পাটকলে উৎপাদন হচ্ছে কিনা ? এবং

২। পাটকলে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ কত ? (১৯৯৪-৯৫ ইং সন পর্য্যন্ত)।

ANSWER

১। ত্রিপুরা জুটমিলে গত ১লা আগষ্ট থেকে কাঁচা পাটের অভাবে উৎপাদন বন্ধ রাখা হয়েছে।

২। ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে ত্রিপুরা জুটমিলে ক্ষতির পরিমাণ ৫৫২ লক্ষ টাকা।

Admitted Starred Question No. 202

Name of the Member :— Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্য সরকারের চাকুরীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সংরক্ষণ চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

ANSWER

১। রাজ্য সরকারের চাকুরীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য বর্ত্তমানে সংরক্ষণ চালু করার কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 208

Name of M. L. A. :— Shri Dilip Kumar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

QUESTION

১। আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র তপশীলি জাতি ও উপজাতি জনসাধারণের জন্য ভর্তুকী মূল্যে অধিক পরিমাণে চাউল গম ইত্যাদি দেওয়া হইবে কিনা ?

২। যদি দেওয়া হয় তবে মাথা পিছু কি পরিমাণ দেওয়া হবে ?

৩। উক্ত পূজা উপলক্ষে চিনি, কেরোসিন এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে অধিক পরিমাণে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৪। থাকিলে তাহার পরিমাণ কত ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। পূজা উপলক্ষে ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত মূল্যে দ্বিগুণ হারে চিনি বণ্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পূজা উপলক্ষে বর্ধিতহারে কেরোসিন দেওয়ার কোন সুযোগ নেই যেহেতু রাজ্যের মাসিক কেরোসিনের পরিমাণ ভারত সরকার কর্তৃক বৃদ্ধি করা হয় নাই।

৪। নির্ধারিত মূল্যে দ্বিগুণ হারে চিনি দেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 209

Name of the M. L. A. :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। উদয়পুর মহকুমায় নিত্যবাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে কি, এবং

২। না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

১। আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। আর্থিক অসংগতির কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যেসমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ চলছে সেগুলির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নতুন কোন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান খোলা হবে না বা কোন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী পর্য্যায়ে উন্নীত করা হবে না। এছাড়াও যেসমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে সেগুলিতে স্বাস্থ্য সেবা একত্রিত করে সম্প্রসারিত করা হবে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে।

Admitted Starred Question No. 211

Name of M. L. A. :— Shri Hasmai Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে ধুমাছড়া হাসপাতালে বর্ত্তমানে ১ জন ও চিকিৎসক নাই ?

২। সত্য হইলে উক্ত হাসপাতালে ২/৩ জন চিকিৎসক কবে নাগাদ দেওয়া হবে ?

ANSWER

১। ইহা সত্য।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন ফর্ম অনুযায়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার দেওয়ার বিধান নাই। ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী দিয়ে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালানো হয়।

ANNEXURE— "B"

Admitted Starred Question No. 7

Name of the Member :— Shri Ashok Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries & Commerce Department be pleased to state :—

QUESTION

১। প্রধানমন্ত্রীর স্বনির্ভর প্রকল্পের ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে কতটা আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছিল ?

২। তারমধ্যে কতটা আবেদনপত্র বিবেচিত হইয়াছে ?

৩। কয়টি আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে ?

৪। ১৯৯৫-৯৬ ইং আর্থিক বছরের জন্য এ পর্যান্ত কতটা আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছে ?

ANSWER

১। প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্পে মোট দুই হাজার পাঁচশত তেতত্রিশ (২৫৩৩) টি আবেদনপত্র জমা পড়িয়াছিল। নিম্নে ব্লক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	আবেদনপত্রের সংখ্যা
১	আগরতলা পৌরসভা	৭৬০

২	মেলাঘর	৫১
৩	জিরানীয়া	৯৬
৪	তেলিয়ামুড়া	৭৪
৫	খোয়াই	২৮
৬	বিশালগড়	৮৬
৭	মোহনপুর	১০০
৮	টাকারজলা	৭
৯	মাতারবাড়ী	১৫৯
১০	রাজনগর	১২৭
১১	বগাফা	১২৪
১২	সাতচাঁন্দ	৩১
১৩	অমরপুর	২৪
১৪	কুমারঘাট	২৫২
১৫	পানিসাগর	২৯০
১৬	কাঞ্চনপুর	৪৪
১৭	ছামনু	৩০
১৮	ছাওমা	২৮০

২। দুই হাজার পাঁচশত তেত্রিশ (২৫৩৩) টি আবেদনপত্রের মধ্যে Task Force কমিটি মোট এক হাজার দুইশত তেষট্টি (১২৬৩) টি আবেদনপত্র অনুমোদন করেছে। উক্ত আবেদন পত্রগুলি জিলা শিল্প কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে পাঠানো হইয়াছে।

৩। প্রধানমন্ত্রীর রোজগার যোজনা প্রকল্পে ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে ৩১-৮-৯৫ ইং পর্যন্ত তিনশত পনের (৩১৫) জনকে সর্বমোট এক কুটি পয়ষট্টি লক্ষ এক হাজার (১৬৫.০১) লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল :-

১	আগরতলা পৌরসভা	১৪৫

২	মেলাঘর ব্লক	৭
৩	জিরানীয়া ব্লক	৯
৪	তেলিয়ামুড়া	২
৫	খোয়াই	২
৬	বিশালগড়	১৭
৭	মোহনপুর	৯
৮	মাতারবাড়ী	১৭
৯	রাজনগর	১৮
১০	বগাফা	১০
১১	সাতচাঁন্দ	৪
১২	অমরপুর	৬
১৩	কুমারঘাট	৫
১৪	পানিসাগর	৩৪
১৫	কাঞ্চনপুর	৩
১৬	সালেমা	২০
১৭	ছামনু	৪
	সর্বমোট—	৩১৫

৪। গত ৩১-৮-১৯৯৫ ইং পর্যন্ত এক হাজার দুইশত একাত্তর (১২৭১) টি আবেদনপত্র এই প্রকল্পের ১৯৯৫-৯৬ ইং জন্য জমা পড়িয়াছে।

Admitted Starred Question No. 28

Name of the Member :— Shri Mati Lal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

QUESTION

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৫ই মে ১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত কতজন বেকার যুবক, যুবতীকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২। যাদেরকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে এস্‌, টি, এস্‌, সি, যুবক যুবতীর সংখ্যা কত?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 30

Name of the Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৯৩ ইং সালের এপ্রিল মাস হইতে জুন ১৯৯৫ ইং সন পর্যান্ত রাজ্যে বিভিন্ন দপ্তরে কতজনের চাকুরী হয়েছে; (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)

২। এর মধ্যে আত্মসমর্পনকারী বৈরীর সংখ্যা কত এবং অন্যান্যদের সংখ্যা কত?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 31

Name of the M. L. A. :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্যের জি, বি, আই, জি, এম, আম্বেদকর হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতাল-গুলিতে দৈনিক ৯ (নয়) টাকা হাজিরার কত কর্মচারী বা শ্রমিক কতদিন যাবৎ কাজ করছে (হাসপাতাল ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)?

ANSWER

১। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজন অনুসারে দৈনিক হাজিরার শ্রমিক রাখা হয়। কোন নির্দিষ্ট লোককে নির্দিষ্ট দিনের জন্য কাজে লাগানো হয় না। যেদিন যে হাসপাতালের যেমন প্রয়োজন সেই অনুযায়ী শ্রমিক কাজে লাগানো হয়। এই দৈনিক হাজিরার শ্রমিকদের ১৯৯৪ ইং সনের জুন মাস থেকে দৈনিক ১৫ (পনের) টাকা হারে মজুরী দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 32

Name of the Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Manpower & Employment Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৬-৬-১৯৯৫ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর সমূহে কয়টি ডাই-ইন্-হারনেস্ কেসের চাকুরী হয়েছে, এবং

২। আর ও কত ডাই-ইন্-হারনেস্ কেস্ পেণ্ডিং আছে, তার আলাদা আলাদা হিসাব (দপ্তর ভিত্তিক)।

ANSWER

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 18

Name of the M, L, A. :— 1) Shri Nripen Chakraborty
2) ,, Madhab Saha
3) ,, Ratan Lal Nath
4) ,, Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১) ১৯৯৪ এপ্রিল থেকে ১৯৯৫ আগষ্ট পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া রোগে কতজন আক্রান্ত হয়েছে এবং কতজনের মৃত্যু হয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২) ম্যালিরিয়া রোগ কন্ট্রোল করার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

। উক্ত সময়ে রাজ্যে ম্যালেরিয়া রোগে ৯৮৯০ জন আক্রান্ত হয়েছে এবং ২৬ জনের মৃত্যু হযেছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

	আক্রান্তের সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা
ধর্মনগর	৪৩৮	১
কৈলাশহর	৫৫২	৪
কমলপুর	২৩৭	২
খোয়াই	১৬১	—
সদর	১১২৭	—
সোনামুড়া	৪৫৯	—
অমরপুর	৩১২৭	১৯
উদয়পুর	৮৫০	—
বিলোনীয়া	২২৬৪	—
সাব্রুম	৪১৯	—

২। Surveillance (Case detection and treatment)

জ্বরের রোগীকে খুঁজে বের করে ক্লোরোকুইন বড়ি খাওয়ানো হচ্ছে। রক্ত পরীক্ষা করে, ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া গেলে Plasmodium Falciparum-এর ক্ষেত্রে একদিন এবং Plasmodium Vivax-এর ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের জন্য ক্লোরোকুইন এবং প্রাইমাকুইন বড়ি দিয়ে Radical treatment করে পুরোপুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

D. D. T. Spray :

ম্যালেরিয়া সংক্রামন মার্চ মাস থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বেশী হয়ে থাকে। তাই এই সময় প্রতি পর্য্যায়ে ৭৫ দিন করে দুই পর্য্যায়ে ডি, ডি, টি, ছড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই ডি, ডি, টির সংস্পর্শে এসে ম্যালেরিয়া সংক্রামনকারী স্ত্রী এনোফিলিস মশার মৃত্যু ঘটে এবং ম্যালেরিয়া সংক্রমন রোধ হয়।

Intensified Fever Surveillance :

কোথাও জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটলে Mass Blood Survey করে ক্লোরোকুইন ও প্রাইমাকুইন বড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিশেষ মেডিকেল দল গঠন করে আক্রান্ত এলাকায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও পাঠানো হয়।

জনগনের সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় যাতে ডি, ডি, টি, ছড়ানোর কাজ ঠিকভাবে হয় এবং জ্বরের রোগী সময়মত ক্লোরোকুইন বড়ি ব্যবহার করেন। বিভিন্ন সময় বি, ডি, সি, পঞ্চায়েত মিটিং ইত্যাদিতে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। D. M. & Collector এর নেতৃত্বে প্রতি জেলায় সভা করে Anti Malaria Activities তদারাকর দায়িত্বও দেওয়া হয়। দূর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যাতে বিনামূল্যে ক্লোরোকুইন বড়ি পাওয়া যায় সেজন্য ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র (Drugs Distribution Centre) বা জ্বর চিকিৎসা কেন্দ্র (Fever Treatment Depot) খোলা আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 55

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Jail Department be pleased to state :—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে গত ৩১শে মে ১৯৯৫ ইং তারিখে উদয়পুর জেল ভেঙ্গে কুখ্যাত অপরাধী রূপবাহাদুর জমাতিয়া ও কুখ্যাত ডাকাত বাঁশু মিঞার নেতৃত্বে ১৬ জন বিচারাধীন আসামী অস্ত্রসহ দিয়ে পালিয়ে গেছে (১৬ জন আসামীদের নামসহ পুরা ঠিকানা দিতে হবে) এবং

২। সত্য হলে জেল কর্তৃপক্ষ পালাতক আসামীদের ধরার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ? এবং

৩। ইহা কি সত্য যে জেল কর্মীদের সাহায্যে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে, এবং

৪। যদি সত্য হয় তাহলে ঐ সাহায্যকারীদের কি শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে গত ৩১শে মে ১৯৯৫ ইং তারিখে উদয়পুর জেল ভেঙ্গে কুখ্যাত অপরাধী রূপবাহাদুর জমাতিয়া ও কুখ্যাত ডাকাত যীশু মিঞার নেতৃত্বে ১৬ জন আসামী ২ জন কয়েদী ও ১৪ জন বিচারাধীন আসামী ৪ খানা রাইফেল নিয়ে পালিয়ে গেছে তাদের নাম ঠিকানা নিম্নে দেওয়া গেল।

১) রবিকান্ত জমাতিয়া।
পিতা ৺মনমোহন জমাতিয়া।
গ্রাম ও পোঃ— টাকারজলা।
পশ্চিম ত্রিপুরা।

২) নিখিল দাস।
পিতা উপেন্দ্র দাস।
কমলপুর সরাখলা।
উঃ ত্রিপুরা।

৩) জগৎ জমাতিয়া।
পিতা বিপদ জমাতিয়া।
গ্রাম : জলাইমা দঃ ত্রিপুরা।

৪) কলদাসাধন জমাতিয়া।
পিতা ৺কামিনী কুমার জমাতিয়া।
গ্রামঃ— রইশ্যা বাড়ী পোঃ—আর, কে, পুর।
দঃ ত্রিপুরা।

৫। রূপবাহাদুর জমাতিয়া।
পিতা—দখিনা জমাতিয়া।
গ্রাম—রাইখোলং পোঃ—কিল্লা।
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৬। যীশু মিঞা।
পিতা—সবুজ মিঞা।
গ্রাম— রহিয়াবাড়ী পোঃ—আর, কে, পুর।
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৭। কবিমোহন জমাতিয়া @ আকুলী।
পিতা—গোলপদ জমাতিয়া।
গ্রাম— ওয়াইমিনি পোঃ—আর, কে, পুর।
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৮। ইন্দ্রভক্ত জমাতিয়া।
পিতা—৺ললিপদ জমাতিয়া।
গ্রাম—কৃষ্ণভক্ত পাড়া।
আর, কে, পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

৯। গুরুভক্ত জমাতিয়া।
পিতা— ইন্দ্রহরি জমাতিয়া।
গ্রাম—কচ্‌কা, থানা—বি, আর, জি।

১০। দেবনী জমাতিয়া।
পিতা—মোহন জমাতিয়া।
গ্রাম + পোঃ শিংলং, অম্পি।
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

১১। সাত্তার মিঞা @ সিদ্দিক।
পিতা—৺মক্কা মিঞা।
বউয়াখামা, পরশুরাম।
বাংলাদেশ।

১২। রাইমোহন জমাতিয়া।
পিতা— কর্ণচন্দ্র জমাতিয়া।
গ্রাম—মাণিক্য, থানা—কিল্লা।
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

১৩। লক্ষ্মী জমাতিয়া ওরফে কেরুকেতু।
পিতা— মৃত-ধ্রুবকুমার জমাতিয়া।
গ্রাম—জলাইমা, কিল্লা, উদয়পুর।
দক্ষিণ ত্রিপুরা।

১৪। পাত কুমার ত্রিপুরা।
পিতা ফাল্গুন ত্রিপুরা।
গ্রাম;— কালা ধ্পা, মনুবাজার।
দঃ ত্রিপুরা।

১৫। তুরন্ত কলই,।
পিতা নারায়ণ কলই,।
রাবণবাড়ী তৈদু দঃ ত্রিপুরা।

১৬। রবি কলই ১ ' পাত্তালফা।
পিতা জয়চন্দ্র কলই।
রাবণবাড়ী তৈদু দঃ ত্রিপুরা।

২) জেল পালানোর ঘটনার অব্যবহিত পরে জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ঘটনা সম্পর্কে অবগত করেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য।

৩) রাধাকিশোরপুর থানায় জেল পালানোর ঘটনা সম্পর্কে F. I. R দাখিল করা হইয়াছে এবং বিষয়টি সম্পর্কে পুলিশ অনুসন্ধান করছে।

৪) পুলিশী তদন্তের কাজ চলছে।

Supplementaries :—

পলাতক হাজতী ও কয়েদীদের ধরতে গিয়ে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে দুইজনের মৃত্যু হয়। তাহাদের নাম নিম্নরূপ :—

ক) গুরুভক্ত জমাতিয়া।

খ) কবিমোহন জমাতিয়া ওরফে আকল।

পরবর্ত্তী সময়ে চারজন পূর্ণধৃত হয়, তাদের নাম নিম্নরূপ :—

ক) সাত্তার মিঞা ওরফে সিদ্দিকি।

খ) নিখিল দাস।

গ) ইন্দ্রভক্ত জমাতিয়া।

ঘ) দুরন্ত কলই। এবং

দুইটি ছিনিয়ে নেওয়া রাইফেলও উদ্ধার হয়

কর্ত্তব্যে গাফিলতির জন্য নিম্নোক্ত সরকারী কর্মচারীদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

নাম	পদ
১) শ্রী রাখাল দে	জেইলার
২) শ্রীমাণিক বিশ্বাস	প্রবীন প্রহরী
৩) শ্রীনিমাই দত্ত, প্রদীপ দে এবং কমল দেবরায	প্রহরী

Admitted Un-Starred Question No 56

Name of the Member :— Shri Nripen Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries and Commerce Department be pleased to state :—

QUESTION

1. What is the number of sick Tea Garden in the State ?

2. State the number of sick Tea Garden Managed by Tripura Tea Development Corporatian Ltd. and run by the Co-operative Societies ?

3. What are the problem of marketing if any ?

ANSWER

1. There are 7 (Seven) numbers of Tea Gardens in the state identified as sick during 1986 and Management of these Garden was taken over by the Government by promulgating an ordinance Called the Tripura Tea Companies (taking over of Management of certain Tea Units) Act. 1986.
2. There are 5 (five) numbers and 9 (nine) numbers of sick Tea Gardens Managed/run by T.T.D.C. Ltd. and Co-operative Societies respectively.
3. Problems of merketing of Tea produced in Tripura as follows :—
   a) Transportation of bulk quantities of Tea from Tripura for sals through auction market at Guwahati/Calcutta.
   b) Deley in transportation of the Tea from Tripura affect quality.
   c) The characterastic of Tea from Tripura is such that it is good for blending with Tea from Assam/Darjeeling. Unlike Assam/Darjeeling Tea, Tea from Tripura cannot be sold as Tripura Tea.

Admitted Un-Starred Question No. 58
Name of M. L. A. :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১) রাজ্যে প্রত্যেক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তারসহ স্বাস্থ্য কর্মী আছে কিনা,

২) থাকিলে কেন্দ্র ভিত্তিক তার বিস্তারিত বিবরণ ?

৩) না থাকিলে তার কারণ ?

ANSWER

১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 59

Name of M. L. A. :— Shri Dilip Kr. Choudhury.

Wi'l the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১) রাজ্যের কতটি গাঁও সভা এলাকা এখনো স্বাস্থ্য পরিসেবার আওতায় আসেনি (ব্লক ভিত্তিক নাম সহ হিসাব)

২) এই সব গাঁও সভার মোট জনসংখ্যা কত,

৩) রাজ্যের সমস্ত গাঁও সভা এলাকাকে স্বাস্থ্য পরিসেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা আছে কি,

৪) যদি থাকে তবে তা কি ?

ANSWER

১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৪) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ASSEMBLY PROCEEDINGS FOR THE SITTING HELD ON THE 12TH OCTOBER, 1995.

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER

Shri Jitendra Sarkar

DEPUTY SPEAKER

Shri Sunil Kumar Choudhury

PANEL OF CHAIRMEN

1. Shri Bidya Ch. DebBarma
2. Shri Samir Deb Sarkar

SECRETARY

Shri B. K. Banerjee

GOVERNMENT OF TRIPURA

List of the Ministers showing their Portfolios.

Sl. No.	Name of Ministers	Name of Department (s) assigned.
1.	Shri Dasaratha Deb, Chief Minister.	1. Finance, 2. Planning & Coordination, 3. Law, 4. Confidential & Cabinet, 5. Administrative Reforms, 6. Appointment & Services, 7. Political, 8. Secretariat Administration, 9. Other departments not allocated to any Minister,
2.	Shri Baidyanath Majumder, Deputy Chief Minister	1. Public Works (R & B)
3.	Shri Samar Choudhury, Minister.	1 Revenue (Land Reforms). 2. Home
4.	Shri Anil Sarkar, Minister.	1 Education (School and Higher Education), 2. Information, Cultural Affairs and Tourism, 3. Welfare of Scheduled Castes.

Sl. No.	Name of Ministers	Name of Department (s) assingned.
5.	Shri Aghore DebBarma Minister.	1. Tribal Welfare (Including ADC), 2. Tribal Rehabilitation in plantation & Primitive Group Programme, 3. Co-operation, 4. Public works (PHE & WR)
6.	Shir Bajuban Riyan, Minister,	1. Agriculture (Encluding Horticulture)
7.	Shri Keshab Majumder, Minister.	1. Revenue (Excluding Land Reforms). 2. Power. 3. Labour.
8.	Shir Gopal Das, Minister.	1. Animal Resources Development. 2. Jail.
9.	Dr. Braja Gopal Roy, Minister.	1 Food & Civil Supplies, 2. Printing & Stationery, 3. Statistics.
10.	Shri Faizur Rahaman, Minister.	1. Forest
11,	Shri Subodh Das Minister.	1. Panchayat.
12,	Shri Ranjit DebNath Minister.	1, Industries & Commerce (Handloom, Hindicrafts & Sericulture). 2. Transport.

Sl. No.	Name of Ministers	Name of Department (s) assingned.
13.	Shri Jitendra Choudhury, Minister.	1. Education (Social Welfare and Social Education, youth programme and Sports). 2. Science, Technology & Environment.
14.	Shri Sukumar Barman. Minister.	1. Fisheries.
15.	Shri Tapan Chakraborty, Minister.	1. Industries & Commerce (Excluding Handloom, Handicrafts & Sericulture) 2. Rural Development.
16.	Shri Bimal Singha, Minister.	1. Health & Family Welfare, 2. Urban Development.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Thursday the 12th October, 1995

The House met in the Assembly House, Agartala, at 11 A. M. thursday, the 12th October, 1995.

PRESENT

Shri, Purna Mohan Tripura, Protem Speaker in the chair, the chief Ministr, the Deputy chief Minister, other fourteen Ministers and 31 Members.

MOTION FOR SUSPENSION OF QUESTION HOUR-Adopted.

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা বিধানসভার কার্য্য নিয়ামক বিধির ৩৫০ নং ধারা এবং তৎসহিত ৯৮ নং ধারার অষ্টম উপধারা মতে আমি হাউসের সামনে প্রস্তাব রাখছি যে—"

"আজকে এই সভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব স্থগিত রাখা হউক।"

মিঃ স্পীকার (প্রোটেম) :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় হাউসের সামনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, হাউসের অনুমতির জন্য প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "আজকের এই সভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব স্থগিত রাখা হউক।"

(ভোটে দেওয়ার পর)

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

শ্রী মতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— স্যার, এখানে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ইলেকশান হওয়ার জন্য এই হাউস বসানো হয়েছে। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা চলছে, চারিদিকে উগ্রপন্থী মানুষ মারছে, পুলিশ মরছে, খুমলুং-এ ইঞ্জিনীয়ার মেরেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রোটেম স্পীকারের কাছে আবেদন করছি

যাতে আরও হাউস ২-৩ দিন বর্ধিত করেন. এবং ত্রিপুরা রাজ্যে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মিঃ স্পীকার (প্রোটেম) :— মাননীয় সদস্য মহোদয়, বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটিতে এই হাউসের যে যে কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা হবে তা স্থির সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সেই অনুযায়ীই হাউস চলবে। বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটির বাইরে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

(মাননীয় অধ্যক্ষের (প্রোটেম) রুলিংয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সাহা সভাকক্ষ ত্যাগ করেন)।

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE—Adopted

মিঃ স্পীকার (প্রোটেম) :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা।"

বর্তমান অধিবেশনের ১২ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৫ ইং তারিখে বিধানসভায় বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য" বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটি" যে সময় নির্ধন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্ট'টি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদারকে অনুরোধ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১২ই অক্টোবর, বৃস্পতিবার, ১৯৯৫ ইং তারিখে বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনায় জন্য "বিজনেস্ অ্যাডভাজারী কমিটি যে সময় নির্ধন্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার (প্রোটেম) :— এই রিপোর্ট'টি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মাহাদয়; আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ধন্টনের সহিত এই সভা একমত।"

মিঃ স্পীকার (প্রোটেম) :— মাননীয় মন্ত্রী কেশব মজুমদার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।
প্রস্তাবটি হলো :— বিজনেস্ অ্যাডভাইজারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত।

(ভোটে দেওয়ার পর)

(রিপোর্ট'টি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।)

ELECTION OF SPEAKER

মিঃ স্পীকার (প্রোটেম, শ্রী পূর্ণমোহন ত্রিপুরা) :— মাননীয় সদস্যগণ, আজ ত্রিপুরার সপ্তম বিধানসভার সপ্তম অধিবেশন। আজকের এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ এই বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন করা। এই বিধায় সদস্য মহোদয়গণকে ইতিপূর্বেই অবহিত করা হয়েছে। আমি এই সভাকে জানাচ্ছি যে, অধ্যক্ষ পদের জন্য একটি মাত্র বৈধ মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে। এই মনোনয়ন পত্রে অধ্যক্ষ পদের জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয়ের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবক বিধানসভার নেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব মহোদয় এবং সমর্থক মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়।

যেহেতু একটি মাত্র বৈধ মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং অপর কোন প্রার্থী ঐ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি, অতএব আমি ঘোষণা করছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রী জীতেন্দ্র সরকার মহোদয় ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হলেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয়কে অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

(মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয় মাননীয় শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয়কে অধ্যক্ষের আসনের দিকে নিয়ে যান এবং শ্রীসরকার মহোদয়কে অধ্যক্ষের আসনে উপবেশন করান।)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ সর্ব্বপ্রথম আমি এই সভার সকল মাননীয সদস্য মহোদয়গণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আমাকে ত্রিপুরা বিধানসভাব অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত করার জন্যে।

পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিধানসভার অধ্যক্ষ পদটি অত্যন্ত গৌরবময় এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই পদে যিনি কাজ করবেন তাঁকে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং সুবিবেচক হতে হবে। আমি সকলকে নিশ্চিত করতে চাই যে, এই গুরুত্বপূর্ণ পদের ঐতিহ্য এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে আমি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকব এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করব। আপনাদের আরও নিশ্চিত করতে চাই যে, সভার কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে আমি যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেব এবং যে পদ্ধতিতে সভাকে পরিচালনা করব সেগুলি এই সভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং পরিষদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে। সেগুলি কোন অবস্থাতেই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। সভার সকলের মনে আমি এই বিশ্বাস উৎপাদন করার চেষ্টা করব যে আমার আচার আচরণে আমি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছি এবং আমার চিন্তায় এবং কর্মে সর্ব্ব প্রকার বিতর্কের উর্দ্ধে থেকে পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রতি অনুগত একজন সভাধ্যক্ষ হিসেবে আমি আমার কাজ করে যাব।

কিন্তু আমার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে যদি আমি সভার কার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনাদের সকলের তথা শাসক ও বিরোধী দলের সমস্ত সদস্যের সাহায্য ও সহযোগিতা না পাই।

সুতরাং, সভার সকল মাননীয় সদস্যের প্রতি আমার একান্ত আবেদন যে এই সভাকে সুশৃংখল এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালনার ব্যাপারে আপনারা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। ধন্যবাদ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি আজকে অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হওয়ার পর এক্ষুনি যে বক্তব্য রেখেছেন এবং সেই

নয়ন আশ্বেদন রেখেছেন যে হাউসের সকল সদস্যের পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে হাউস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন'-তাতে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং আমরা ট্রেজারী বেঞ্চের পক্ষে এস্যুরেন্স দিচ্ছি সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা করব। সেই সঙ্গে আমরা এটাও আশা করি যাঁরা বিরোধী দলের সদস্য রয়েছেন তাঁরাও সহযোগিতা করবেন। আপনার সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে-এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা ৩০ মিনিটের জন্য মুলতবী রইল।

Re-assemble at 11-40 A. M.

ELECTION OF DEPUTY SPEAKER

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"উপাধ্যক্ষ নির্বাচন"। এই নির্ব্বাচনের জন্য আমি একটি মাত্র বৈধ মনোনয়ন পত্র পেয়েছি। মনোনয়ন পত্রটি বিধায়ক শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী মহোদয়-এর পক্ষে প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় এবং সমর্থন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

যেহেতু একটি মাত্র বৈধ মনোনয়ন পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং অপর কোন প্রার্থী নেই, এতএব আমি ঘোষণা করছি যে, মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী মহোদয় ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রূপে নির্বাচিত হলেন।

(মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয় নব নির্ব্বাচিত মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরীকে উনার আসনে নিয়ে বসান।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাকে ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পদে নির্ব্বাচিত করার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। এই গুরুত্বপূর্ণ পদের ঐতিহ্য এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে আমি সর্বদাই সচেষ্ট থাকব এবং সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করব। সভার কার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের সকলের তথা শাসক ও বিরোধী দলের সদস্যগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি। আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া আমার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

সুতরাং, আবারও সভার সকল মাননীয় সদস্যের প্রতি আমার একান্ত আবেদন যে এই সভাকে সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনার ব্যাপারে আপনারা আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন। ধন্যবাদ।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (উপ-মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় সভার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার এবং বিরোধী দলের কাছে যে আবেদন রেখেছেন আমি সরকার পক্ষের তরফ থেকে আপনাকে পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি যে সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের তরফ থেকে আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এবং আমি আশা করি বিরোধী দলের পক্ষ থেকেও পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এই কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

Mr, Speaker :— Now the question before the House :—

a) The Tripura Municipal **(Delimitation of Constituencies) Rules, 1994, and**

b) The Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Amendment Rules, 1995.

Now, I request the Minister-in-charge of the Urban Development to lay the Rules before the House.

Sri Bimal Singha (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the house a copy of a) "The Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 1994" and
b) "The Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Amendment Rules, 1995".

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা রুলসগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

এই সভা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রইল।